ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।

(১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)

৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, দ্বারা
প্রকাশিত।

অষ্টাদশ সংস্করণ।

(আদ্যন্ত সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী।

১৯০১

মূল্য ৷৵০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

পরমার্চ্চনীয়

৺ দিগম্বর ন্যায়বাগীশ

পিতৃব্য ঠাকুর মহাশয় চরণেষু—

পিতৃব্যদেব !

তুমি আমাকে এত ভাল বাসিতে যে, আমার কোন পীড়া উপস্থিত হইলে, তুমি নিজেই যেন সেই পীড়ার ক্লেশভোগ করিতে ! তোমার সেই অনুপম স্নেহের অনুরূপ কার্য্য আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি অল্পকালেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, এজন্য মনের সাধে তোমারসেবা শুশ্রূষাও করিতে না পারিয়া বরাবরই সাতিশয় ক্ষুব্ধ আছি। এক্ষণে সেই ক্ষোভের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে আমার বহুযত্নসঙ্কলিত এই 'ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস' খানি তোমার চরণোপান্তে সমর্পণ করিলাম।

ত্বদীয় বৎসল ভ্রাতৃপুত্র

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

কিছু স্বল্পায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষাপ্রদানোপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস খানি সঙ্কলিত হইল। ইহাতে হিন্দুরাজগণের অধিকার হইতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত সময়ের স্থূল স্থূল বিবরণ সঙ্ক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েক খানি ভারতবর্ষের ইতিহাস অধুনা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এবং আমার কোন আত্মীয়ের বাচনিক উপদেশ ও তাঁহার হস্তলিখিত একখানি ইতিহাস এই সকলগুলি এ পুস্তকের অবলম্বন। ইহা কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ বা অনুকরণ নহে।

ইতিহাসপাঠ ভূগোলজ্ঞানের নিতান্ত সাপেক্ষ; এই জন্য ইহার পরিশিষ্টে ভারতবর্ষীয় ভূগোল-সংক্রান্ত কতকগুলি স্থূল স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই পুস্তকের মধ্যে উল্লিখিত গ্রাম ও নগর গুলির স্থানসন্নিবেশ সকল ভূচিত্রে সহজে প্রদর্শিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশে, পুস্তকের প্রথমে ভারতবর্ষের একখানি ভূচিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ঘটনা ও ঘটনাকাল সকল ছাত্রেরা আরও সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বশেষে সময়সম্বলিত একটী সূচীপত্র বিনিবেশিত হইয়াছে। পরমমাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহার স্বলিখিত ইংরাজি প্রিফেস্ পাঠ করিলেই জানা যাইবে, কিমধিকমিতি।

বহরমপুর কলেজ
৭ই পৌষ সংবৎ ১৯৩০

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

PREFACE.

Agreeably to the request of my very valued friend, the author, I went over the whole of this "Abstract of the History of India" page after page, as he was writing it, and I think that the book, condensing as it does much information within small compass, will prove acceptable to the students of our Schools, who have to make up for the Examinations in Indian History and Geography.

BERHAMPUR
29 November 1874

BHOODEB MOOKERJEE.

ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্যজাতি—বৈদিক সময়।

ভারতীয় ইতিহাসের ত্রিশাসনকাল। ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ দিগের শাসনাধীন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ইতিহাসও প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) হিন্দুরাজত্ব—অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত হিন্দুরা রাজত্ব করেন।

(২) মুসলমানদিগের অধিকার কাল—খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মুসলমান জাতি ভারতবর্ষ শাসন করেন।

(৩) ইংরাজ শাসন কাল—১৭৬৫ খৃঃ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

আর্য্যজাতির বিবরণ। ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দু-রাজত্ব কালের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানিবার বিশেষ উপায় কিছুই নাই; তবে বেদ পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্র গুলির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে যাহা জানিতে পারা যায়, ক্রমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য

জাতির আয়াস-ভূমি ছিল। পরে একদল সুশ্রী, সভ্য, সাহসী, পরাক্রান্ত মনুষ্য আসিয়া উহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারা সংস্কৃত ভাষা-ভাষী ছিলেন এবং আপনাদিগকে আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) নামে কীর্ত্তিত করিতেন।

আকার, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির সৌসাদৃশ্য দর্শনে পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতি একই আর্য্যবংশোদ্ভব। ইহারা মধ্য-এসিয়ার কোন স্থানে বাস করিতেন। কালে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পারস্য, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন। আর কতকগুলি পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষের পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই আর্য্যগণই হিন্দু নামে অভিহিত। বোধ হয় ইহারা প্রথমে সিন্ধুতীরে বাস করাতে, সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হইতে, ঐ হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, হিন্দুরা প্রথমে পঞ্জাব দেশের অন্তর্গত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী "ব্রহ্মাবর্ত্ত" নামক স্থানে বাস করেন। ক্রমে বংশবৃদ্ধিসহকারে গঙ্গা ও যমুনার উত্তরদিকস্থ ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে, আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে, হিমাচল হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ হিন্দু আর্য্যগণের বাসস্থানে পরিণত হইয়া 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে অভিহিত হইল। ক্রমে ইহারা বিন্ধ্যাচল অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ-দিকে দাক্ষিণাত্যেও আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করেন।

আর্য্য ও অনার্য্যে যুদ্ধ। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে বাস করিতে পান নাই। এদেশে নিরাপদে ও সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য স্থাপন কালে, ইঁহাদিগকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্যগণের অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহারা সহজে আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার না করায়, অনেক দিন তাহাদের সহিত যুদ্ধ চলিয়া ছিল। কিন্তু আর্য্যদিগের সাহস ও রণকৌশলে পরাজিত হইয়া অনার্য্যগণের কতকগুলি তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিল; আর কতকগুলি পলায়ন করিয়া দুর্গম পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল। ইহারাই বর্ত্তমান গারো, নাগা কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষ।

বেদের উৎপত্তি। বেদই আর্য্যজাতির আদিম ধর্ম্মগ্রন্থ। পূর্ব্ববর্ণিত অনার্য্য-যুদ্ধে আর্য্যগণ বিজয় বাসনায়, বলবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবী বীর পুত্র লাভার্থে দেবতাগণের স্তব করিতেন; ঐ সকল স্তুতি বাক্যই বেদ বলিয়া কথিত হইতে লাগিল। তখনকার হিন্দু আর্য্যগণের আচার, ব্যবহার, সভ্যতাদি কিরূপ ছিল, বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। এই পবিত্র গ্রন্থের উৎপত্তিকাল নিশ্চয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া কীর্ত্তিত। বেদ চারি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ ছন্দোময় বলিয়া (ঋকছন্দঃ) ঋগ্বেদ নামে প্রসিদ্ধ। অপর তিন ভাগ সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব নামে খ্যাত। ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহাতে এক সহস্রের অধিক সূক্ত

আছে; এবং প্রত্যেক সূক্তেরই এক একজন ঋষি ও দেবতা আছেন। ইহাতে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অনেক দেবতার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ রাখিতেন; পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চতুর্ব্বেদ সঙ্কলিত ও বিষয়ানুসারে বিভক্ত করিয়া "বেদব্যাস" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতীয় আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার ও সভ্যতা। হিন্দুদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদাদির আলোচনা করিলে, তৎকালের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা ইত্যাদির বিষয় জানা যায়। হিন্দু সমাজের দৃঢ়তাসাধন, সমাজশাসন, বিবাহ-প্রথার প্রচলন. শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি কল্যাণকর ঘটনা সকল এবং কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সমাজের উন্নতিসাধক কার্য্য সকলের আরম্ভ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঘটিয়া ছিল।

বৈদিক সাহিত্য। প্রত্যেক বেদের শেষ ভাগে যজ্ঞাদি বিষয়ক গদ্য লিখিত এক একটী অংশ আছে। সেই অংশ 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। সূক্তের ন্যায় ব্রাহ্মণগুলিও ঈশ্বর বাক্য বলিয়া লোক-প্রতীতি আছে। ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ্য তাহাকে 'আরণ্যক' কহে। এই আরণ্যক গুলি গভীর তত্ত্ব ও চিন্তাপূর্ণ। উপনিষদ অংশ সারগর্ভ, আত্মা ও পরলোক বিষয়ক আলোচনাপূর্ণ; ইহাই দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ। পরে 'সূত্র' গুলি রচিত হয়, ইহা হইতে তাৎকালিক আচার ব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনুসংহিতা—আর্য্যদিগের জাতি বিভাগ।

বেদের পর সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার জানিবার একমাত্র উপায়। বেদের অর্থ লইয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাজনেরা এক এক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ এবং সমধিক প্রচলিত। বোধ হয়, আর্য্যদিগের বৈদিক কালের আচার, ব্যবহার ইত্যাদি যে সকল কল্যাণকর ও সমাজের উন্নতিসাধক নিয়মের আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে সেই গুলির সুসংস্কার ও দৃঢ়তা সাধিত হইয়া সংহিতায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সেই সকল বিধিই শাসনবাক্যরূপে অদ্যাপি হিন্দুসমাজের পরিচালন, করিয়া আসিতেছে। সংহিতাগুলির অপর নাম স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।

আর্য্যদিগের চারিটী জাতি। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি ভেদ প্রথার উল্লেখ নাই; কিন্তু যজুর্ব্বেদাদিতে জাতিভেদের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, সমাজের উন্নতি সাধনার্থ আর্য্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসায় অবলম্বন করাতে কাল সহকারে তাহা বংশগত হইয়া বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে আর্য্যদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী প্রধান জাতিবিভাগ হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম-

শাস্ত্রেও উক্ত প্রথার সমর্থন করা হইয়াছে। মনুর মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন। ব্রাহ্মণ অপর বর্ণত্রয়ের গুরু ও দেববৎ পূজনীয়।

যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষবিধান করিতেন; ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিগ্রহে নিরত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতেন; বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্য দ্বারা সমাজের বস্ত্র ও আহার যোগাইতেন এবং শূদ্রগণ দাসরূপে উক্ত বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদে অধিকার ছিল; ইঁহারা উপবীত ধারণ করিতেন এবং দ্বিজ নামে অভি-হিত হইতেন। শূদ্রেরা বেদাধ্যয়ন ও উপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না, কেবল ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন।

পূর্ব্বে এই চারি প্রধান জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা (নিম্ন-বর্ণজাতা কন্যা বিবাহ করিবার নিয়ম) ছিল। সংহিতা কালে উক্ত প্রথা রহিত হইলেও ঐরূপ বিবাহজাত ও বিলোমক্রমে উৎপন্ন সঙ্কর জাতিগণের ব্যবসায় ও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যের ভার ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত ছিল। কেবল তাহাই কেন, রাজগণকে সুপরামর্শ প্রদান (মন্ত্রিত্ব) দ্বারা রাজ্যের উন্নতি ও রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ, বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য্য সকল ব্রাহ্মণেরাই করিতেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণ জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ বাল্যে সংযম শিক্ষা ও গুরু শুশ্রূষা সহকারে বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য শিক্ষালাভ, যৌবনে দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন, ক্রমে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলমূলাশী হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা এবং শেষে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক যোগ সাধনা করিয়া ইহলীলা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনের এই চারিটী ভাগ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রম নামে কথিত।

ভোগসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কষ্টসাধ্য বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মালোচনা, মন্ত্রিত্ব ও পৌরোহিত্য দ্বারা সমাজের মঙ্গল করাতেই ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

দেশের ও সমাজের অবস্থা, রাজ্য শাসন প্রণালী ও রাজবংশের বিবরণ প্রভৃতি লইয়াই ইতিহাস লিখিত হয়। আর্য্যদিগের জাতি বিভাগ অনুসারে ক্ষত্রিয় জাতির উপরই রাজ্যশাসন নির্ভর করিয়াছে; সুতরাং হিন্দুদিগের শাস্ত্রাদিতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বংশ বিবরণ যাহা জানা যায়, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের বর্ণনানু-

সারে জানা যায়, সূর্য্যের পুত্র (বৈবস্বত) মনু পৃথিবীর আদি রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশের এবং কন্যা চন্দ্রপুত্র বুধের সহিত পরিণীতা ইলার অপত্যগণ চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ ও মহাভারত নামক ইতিহাস মূলক মহাকাব্যদ্বয় যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বিবরণ লইয়াই লিখিত হইয়াছে। কাব্যের সৌন্দর্য্য ও হৃদয়-গ্রাহিতার জন্য উহাতে কতকগুলি অবাস্তব ঘটনা কবি কল্পনার বিষয়ীভূত হইলেও ঐ দুই গ্রন্থ হইতে তখনকার দেশের অবস্থা, আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় জানা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের স্থূল বিবরণ সাধারণের সুপরিচিত বিবেচনায় অতি সঙ্ক্ষেপে ঐ দুই গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

রামায়ণ। এই মহাকাব্য কবিগুরু বাল্মীকি প্রণীত। তিনি অলৌকিক প্রতিভাবলে বৈদিক ভাষা ও ছন্দ ত্যাগ করিয়া নূতন ভাষায় ও ছন্দে ইহা রচনা করায় লোকে তাঁহাকে আদি কবি বলে। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এই মহাকাব্যের নায়ক। বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

রামায়ণের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ। রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক বিমাতা কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের এবং অপর বিমাতা সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ রামের চিরানুচর ছিলেন। বাল্য কালেই বিশ্বামিত্র ঋষির নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণ অনেক অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন, এবং তদ্দ্বারা উপচিত-বল হইয়া বহুল রাক্ষসের বধসাধন করেন।

অনন্তর মিথিলাধিপতি জনক এবং তদীয় ভ্রাতা কুশধ্বজের সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী চারি কন্যার সহিত রাম লক্ষ্মণাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ হয়। রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সর্ব্বগুণে বিভূষিত দেখিয়া যৌব-রাজ্য প্রদানের অভিলাষ করিলেন; কিন্তু মন্থরানাম্নী কুটিলাশয়া দাসীর কুপরামর্শে কৈকেয়ী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর অনুসারে রাজার নিকট রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্য বিবাসন এবং ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি প্রার্থনা করিলেন; তদনুসারে রাম অবিকৃতচিত্তে রাজবেশ পরিত্যাগ ও জটা বল্কল ধারণ করিয়া অরণ্য যাত্রা করিলেন; সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা তিন জনে কয়েক বৎসর দণ্ডকারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ পঞ্চবটী নামক স্থানে বাস গ্রহণ করিলে, রাক্ষস নামে অভিহিত লঙ্কার অনার্য্য রাজা রাবণ প্রতারণা দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে বিমোহিত করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাম সীতাশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া সুগ্রীব, মারুতি, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবাসী-দিগের সহায়তায় সাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া, তুমুল সংগ্রামে দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংসপূর্ব্বক সীতাকে উদ্ধার করিলেন এবং চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মৃত পিতার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অতি সুবিচার পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন-গুণে প্রজারা এতই সুখী ছিল, যে সুশাসনের দৃষ্টান্তস্থলে লোকে অদ্যাপি রাম-রাজত্বের উল্লেখ করিয়া থাকে। কিছু দিন পরে সীতার চরিত্র-সম্বন্ধে প্রজাগণের দোষারোপ বার্ত্তা

শ্রবণ করিয়া, তিনি প্রজারঞ্জনার্থ গর্ভবতী সাধ্বী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসন করেন। তথায় সীতা লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। কিয়ৎকাল পরে রামচন্দ্র স্বীয় সার্ব্বভৌমত্ব খ্যাপনার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই সময়ে তিনি বাল্মীকির যত্নে স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় পুনঃ প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রজাগণ অনুমোদন না করায় রাম সীতাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সীতা সেই দুঃখে তনুত্যাগ করিলেন এবং রামও পুত্রদ্বয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

রামায়ণ পাঠে জানা যায়, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যজাতির প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল এবং অনেক অনার্য্য রাজা আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকার ও মিত্রতা সাধন করিয়াছিল। রাজর্ষি জনক, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুদ্ধ বিদ্যার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আর রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য প্রভৃতি দ্বারা সমাজেরও অনেক সুসংস্কার হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারত। রামায়ণের পর মহাভারত-বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রধান ঘটনা। বেদ-সংগ্রাহক মহর্ষি বেদব্যাস এই মহাভারতের প্রণেতা। হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের গৃহবিবাদ এই মহাযুদ্ধের কারণ।

মহাভারতের স্থূল বিবরণ। চন্দ্রবংশীয় রাজারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন,

দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র, এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব নামে পাঁচ পুত্র জন্মে।

ধৃতরাষ্ট্র পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের হস্তে রাজ্যভার দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনাদির চক্রান্তে পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর তাঁহারা বিদুরের পরামর্শে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চালদেশীয় দ্রুপদরাজার সভায় উপস্থিত হন। এই সময়ে রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে তথায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন; অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীর নিকট বরমাল্যপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু মাতৃআজ্ঞায় পরিশেষে পঞ্চভ্রাতাই তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে আহ্বান করিয়া রাজ্য সমভাগ করিয়া দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লী) পাণ্ডবদিগের নূতন রাজধানী হইল। অনন্তর খল-স্বভাব দুর্য্যোধন অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া ১২ বৎসর বনবাস ও ১ বৎসর অজ্ঞাতবাস করান। হৃতসর্ব্বস্ব পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদিগের সহিত তাহা সম্পাদন করিয়া আসিলেও শঠ দুর্য্যোধন রাজ্যপ্রদানে সম্মত না হওয়ায়, থানেশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্র নামক প্রান্তরে দুর্য্যোধনাদির সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং ১৮ দিন যুদ্ধের পর দুর্য্যোধন হত হইলে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের রাজারাই নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রতী ও নিহত হইয়াছিলেন। এই অসংখ্য সৈন্য মধ্যে যুদ্ধশেষে উভয়পক্ষে কেবল দশজন জীবিত ছিলেন।

কুরুবংশোৎপন্ন যদুর বংশে বলরাম ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরাবতার বলিয়া মানিত কৃষ্ণের সহিত পৈতৃষসেয় পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত প্রণয় ছিল, এবং তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে নিজ মাতুল কংশকে বধ করিয়া মথুরায় রাজ্য করেন, পরে কংশশ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ায় গুজরাটের প্রান্তস্থিত দ্বারকা নগরীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের মনে জ্ঞাতিবধ ও অসংখ্য প্রাণিবধকরণ জন্য অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি রাজ্য করিতে অসম্মত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কিছুকাল ক্ষান্ত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পরে কৃষ্ণের লোকান্তর গমনের সংবাদ পাইয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না।—অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি দ্রৌপদী ও পঞ্চভ্রাতার সহিত হিমালয়ের প্রদেশবিশেষে 'মহাপ্রস্থান' করিলেন। মহাভারত মধ্যে সুরাষ্ট্র, অবন্তি, দ্রাবিড়, ওড্র, কেরল, কলিঙ্গ, প্রভৃতি অনেক দাক্ষিণাত্য দেশের ও তদ্দেশীয় রাজাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহাতে বোধ হয়, রামায়ণকাল অপেক্ষা মহাভারত কালে দাক্ষিণাত্যে অনেক আর্য্যজাতির বসতি হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মগধরাজ্যের প্রাধান্য—বৌদ্ধধর্ম্ম—
বৈদেশিক আক্রমণ, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

(খৃঃ পূঃ ৬০০ – খৃঃ ১০০০ অব্দ)

মগধরাজ্য-শিশুনাগবংশ।—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আর্য্যদিগের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্যগণ বিজিত ও বশীভূত হওয়ায় যতই হিন্দুরাজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রাজ্যও তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। মহাভারতে যে সকল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজার বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধ মগধে রাজত্ব করিতেন। পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত তথায় কোন রাজার পরাক্রম ও অভ্যুদয়ের কথা শুনা যায় নাই। অনন্তর খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার নামক ভূপতি পরাক্রান্ত হইয়া মগধ ও অঙ্গপ্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া (খৃঃ পূঃ ৪৮৫) সিংহাসন অধিকার করেন। অজাতশত্রুও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ ও দেশীয় অনেক রাজার উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার

করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৫৩ অব্দে অজাতশত্রুর রাজত্ব শেষ হইলে, তদ্বংশীয় কয়েকজন রাজা আরও ৭০।৮০ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গৌতমবুদ্ধ—বৌদ্ধধর্ম্ম। মগধে উল্লিখিত বিম্বিসার রাজার রাজত্বকালে বারাণসীর উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নগরে ইক্ষ্বাকুবংশীয় শুদ্ধোধন নামক এক ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মাযাদেবীনাম্নী মহিষীর গর্ভজাত পুত্রই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গৌতম। ইহাঁর প্রথম নাম সিদ্ধার্থ এবং সূর্য্যবংশীয় শাক্যকুলে জন্ম বলিয়া আর এক নাম শাক্যসিংহ। পরে তিনি বুদ্ধ (জ্ঞানী) নামে অভিহিত হন। বাল্যকাল হইতে রাজকুলোচিত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে কেমন একরূপ বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে থাকে। রাজা একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্যের বিষয় জানিয়া, তাঁহার সংসারাসক্তির উত্তেজনার নিমিত্ত যথাকালে নানাগুণযুক্তা, সৎকুলজাতা গোপা-নাম্নী সুরূপা রাজকন্যার সহিত উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। রাজ্যসুখভোগ, গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যা ও সময়ে পুত্রমুখ সন্দর্শন লাভ করিয়াও গৌতমের বৈরাগ্যের অপনোদন হইল না। বরং সংসারে পাপের পরিণাম ও ব্যাধি জরামৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা ভাবিয়া সংসার দুঃখাগার মনে করিতে লাগিলেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম সুখকর ও মোক্ষলাভের উপায় স্থির করিয়া ২৯ বৎসর বয়সে গার্হস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৬।৭ বৎসর উরুবিল্ব প্রদেশে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু তাহাতে সফল-কাম না হওয়াতে স্থির করিলেন, তপস্যাদ্বারা শারীরিক কষ্ট-ভোগ করিলে মুক্তিলাভ হয় না; যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও দেবতার

উদ্দেশে পশুবধও মোক্ষের কারণ নয়। তাঁহার মতে সৎকর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিলে ও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে সৎকর্ম্মের উপকারিতা বুঝাইয়া সৎপথে থাকিবার উপদেশ প্রদান করিলে, মনে যে অভূতপূর্ব্ব শান্তিলাভ ঘটে, তাহাতেই ক্রমে স্ব স্ব কর্ম্মফলানুরূপ মুক্তিলাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যবাদিতা, সর্ব্বজীবে দয়া, অহিংসা প্রভৃতিই সারধর্ম্ম। সৎকর্ম্মশীল হইয়া সমাধিবলে নির্ব্বাণমোক্ষ লাভই পরম পুরুষার্থ। এইরূপে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি বুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে অনেক স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বীয় মতের প্রচার করিতে লাগিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিৎ নামক নরপতিও বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। পরে স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে ক্রমে বৌদ্ধমত সাধারণে প্রচারিত হইতে লাগিল। মগধের পরাক্রান্ত রাজা বিম্বিসারসুত অজাত শত্রুও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন।

বুদ্ধদেব এইরূপে জীবনের অর্দ্ধাংশেরও অধিককাল বহুশিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ৪৭৭ পূ—খৃ-অব্দে ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে সমাধিবলে জীবলীলার অবসান করিলেন।

জৈনধর্ম্ম—ভারতবর্ষে বদান্যতা, ব্যবসায়াদিগুণে প্রসিদ্ধ জীবক্লেশ নিবারণোদ্যোগী আর এক সম্প্রদায় লোক আছেন। তাঁহাদের সংযমশীলতা, সত্যপ্রিয়তা, অহিংসা-পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী

বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা তাঁহাদের মতকে বৌদ্ধ মতে শাখা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধ নহেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমতও হিন্দু ধর্ম্মের শাখা ভিন্ন বৌদ্ধমতের শাখা নয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীর নামক এক মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ঐ ধর্ম্মমতের নাম জৈন ধর্ম্ম।

পারসীক আক্রমণ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব কালে খৃঃ-পূ-৬ঠ শতাব্দীর শেষে (অনুমান ৫০১ পূ-খৃ-অব্দে) পারস্যরাজ প্রথম দারায়ুস ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়দিগের প্রভুত্ব কোন্ প্রদেশে কত কাল ছিল, তাহার বিবরণ কিছু জানা যায় না। প্রবাদ, তাঁহার রাজস্বের প্রায় তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষের বিজিত প্রদেশ হইতে প্রেরিত হইত। যাহা হউক, যে আর্য্যজাতি ভারতের দিগ্-দিগন্তে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই আবার অন্য জাতির বশীভূত হইতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের পরস্পরের প্রতি জিগীষা ও ঈর্ষাপরায়ণতা হেতু অনৈক্যই এই দুভাগ্যের কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

মগধে নন্দবংশ। পূর্ব্বলিখিত শিশুনাগবংশীয় রাজ-গণের রাজত্বশেষে শূদ্রজাতীয় নন্দবংশীয় ভূপতিগণ প্রবল হইয়া মগধের সিংহাসনাধিকার করেন। ঐ বংশীয় ৮ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ১০০ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাটলী পুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। শেষ রাজা মহানন্দ ভূপতির রাজত্ব কালে গ্রীস দেশান্তর্গত মাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ বীর আলেকজন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩২৭।)।

গ্রীক্ আক্রমণ—আলেকজন্দর। উক্ত বীর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পারস্য দেশ জয় করত সিন্ধু নদ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। এ দেশীয় রাজগণ একতার গুণ পূর্ব্বেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং তত্রত্য তক্ষশীলার রাজা বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। পুরু নামক এক জন পরাক্রান্ত রাজা আলেকজন্দরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন; কিন্তু পরাজিত হন। বীরবর তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব-গর্ব্ব দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন না। অতঃপর আলেকজন্দর দুই বৎসর কাল পঞ্জাবে অবস্থিতি করিয়া শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। প্রাচ্য মগধ রাজ্য জয় করিবার তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বহুকাল বিদেশে বাস ও অবিরত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় তাঁহার অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সিন্ধুনদের উভয়তীরস্থ রাজ্যগুলি মাত্র অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

আলেকজন্দরের পঞ্জাবে অবস্থিতি কালে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন এবং অনেক দিন তথায় থাকিয়া গ্রীকদিগের যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত স্বভাবে আলেকজন্দর ক্রুদ্ধ হওয়াতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করেন (৩২৬ পূঃ খৃঃ)।

মৌর্য্যবংশ—চন্দ্রগুপ্ত। পূর্ব্বোক্ত মহানন্দ ভূপতির মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয় বলিয়া, তিনি ও তদ্বংশীয়েরা মৌর্য্য নামে খ্যাত। আলেকজন্দর স্বদেশে প্রতিগমন করিলে, চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হন এবং

রাজনীতি বিশারদ চাণক্য পণ্ডিতের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বাবিলন নগরে আলেকজন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে ও উক্ত চাণক্য পণ্ডিতের মন্ত্রিত্বে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে দূরীকৃত করিয়া তক্ষশীলা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি হন।

সেলুকাস্। আলেকজন্দরের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার সেলুকাস্ নামক সেনাপতি পারস্যরাজ্য অধিকার করিয়া একটি স্বতন্ত্র গ্রীকরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভারতের গ্রীকবিজিত স্থান গুলির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিধিমতে প্রয়াস পান। এই সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠে। (৩১২ পূঃ খৃঃ)। সেলুকাস্ বারংবার পরাজিত হইয়া পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন এবং আপনার এক কন্যা প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করেন। এই সৌহার্দ্দবন্ধন বশতঃ সেলুকাস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক একজন গ্রীক্‌পণ্ডিতকে দূত স্বরূপে রাখিয়া যান।

মেগাস্থিনিস। ইনি পাঁচবৎসর কাল ভারতে অবস্থান করিয়া তৎসম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, তৎকালে সমাজে সাত শ্রেণীর লোক ছিল; যথা,—পণ্ডিত, কৃষক, শিল্পী. পশুপাল, যোদ্ধা, তত্ত্বাবধায়ক ও রাজমন্ত্রী। সকলেই সত্যবাদী, অতস্কর,

শান্ত, শ্রমশীল ও ন্যায়পথাবলম্বী ছিলেন। কৃষকেরা শান্ত শিষ্ট ও বিলক্ষণ শ্রমপটু এবং যোদ্ধৃগণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিল। শিল্পিগণ শিল্পকার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। এবং কি কৃষক, কি শিল্পী সকলেরই মিতাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কাহারও বিচারদ্বারে যাইবার আবশ্যকতা ছিলনা; সকলেই দেশীয় শাসনে সুখে কালযাপন করিত। মনুর সময়ে শাসন সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, মেগাস্থিনিস্‌ও তাহাই দেখিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার নামগন্ধও ছিলনা। পুরুষগণ যেমন পরাক্রমে, রমণীগণ সেইরূপ সতীত্বে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষ ১১৮টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

বিন্দুসার ও অশোক।—মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন (২৯২ পূঃ খৃঃ)। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অশোক তক্ষশীলায় বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসন লাভ করেন (২৬৪ পূঃ খৃঃ)।

রাজ্য প্রাপ্তির পর অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া (২৫৭ পূঃ খৃঃ) ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র ও প্রজাহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত হন। ইঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকিলেও, সিংহাসনারোহণের পর ইনি যেরূপ নানা সদ্‌গুণবিভূষিত হইয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দী মধ্যে সেরূপ একজনও রাজার নাম শুনা যায় না। মহারাজ অশোকের পরাক্রম ও সুশাসনের বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, সমস্ত ভারতবর্ষেই তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার প্রসঙ্গে তদীয় সুশাসননীতির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র তদীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। ইহাঁদের অধস্তন ষষ্ঠ ভূপতি বৃহদ্রথের সময় মৌর্য্যবংশের রাজত্বাবসান হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার।—নূতনত্বের প্রতি সাধারণের কেমন একটু অনুরাগ দেখা যায়। সেই অনুরাগ এবং বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতি প্রধান রাজার বৌদ্ধমত গ্রহণ হেতু সহজেই আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থানে বৌদ্ধমত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর খৃঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক দেশ বিদেশে বহুলরূপে ইহার প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি ভিক্ষুনামধারী বৌদ্ধ শিষ্যগণকে এবং এমন কি স্বীয় পুত্র কন্যাকেও প্রচারকবেশে প্রেরণ করিয়া দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে ও পশ্চিমে তিব্বত, তাতার প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করাইলেন। অন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচার না করিয়া, সদুপদেশ প্রদান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সংকলন পূর্ব্বক প্রচার কার্য্য সমাধা করাইলেন। রাস্তা প্রস্তুত ও তাহার ধারে বৃক্ষরোপণ ও কূপ খনন, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন, সাধারণ প্রজার শিক্ষাবিধান ও স্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধন প্রভৃতি উপায়ে মহারাজ সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে প্রস্তর স্তম্ভে ও গিরিগাত্রে খোদিত অনুশাসনপত্রপ্রচারও বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের অন্যতম কারণ। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদ-

র্শন করিতেন না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শকরাজ কনিষ্ক ও সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) মহারাজ অশোক, সঙ্কলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির সংস্কার সাধন করিয়া দেশ বিদেশে প্রচারিত করিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি বিষয়ে মহারাজ অশোকই প্রধান। তিনি বৌদ্ধ যাজকদিগের জন্য রাজ্যমধ্যে বিহার নামে অনেক বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির স্থাপিত করিয়া অনেকের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ বিহার হইতেই ক্রমে মগধ রাজ্যের নাম বিহার হইয়াছে। তদনন্তর ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এখন উহা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যান্য দেশে এরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে যে, পৃথিবীতে বর্ত্তমান বৌদ্ধ সংখ্যা শতকরা চল্লি-শের উপর।

শকজাতির আক্রমণ—কনিষ্ক।—এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, গ্রীকবীর আলেকজন্দরের পরবর্ত্তী কোন গ্রীক নৃপতি তদীয় অধিকারের সীমাবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে সেলুকাসের পৌত্র আন্তিয়াকস্ মহারাজ অশো-কের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শত বৎসরে গ্রীক রাজগণ সিন্ধু, মথুরা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ অনেকবার আক্রমণ করিয়াও আর ভারতে রাজ্যস্থাপন করিতে পারেন নাই। তৎকালে হিমাচলের উত্তর পশ্চিম দিকে বাক্ট্রিয়া (বল্‌খ) প্রদেশে একটি প্রবল গ্রীক্‌রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত শক-দেশের (গ্রীকেরা যাহাকে "সিথিয়া" বলিতেন) একদল ভ্রমণশীল লোক মধ্যে মধ্যে দেশ হইতে বহির্গত হইয়া সভ্য

দেশ সমূহে আপতিত হইত। খৃষ্টীয় অব্দের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা গ্রীকদিগকে বল্‌খ প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, সুতরাং গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। শকগণ ক্রমে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক পেশাবর, কাশ্মীর ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। মথুরা ও মহারাষ্ট্রের স্থান বিশেষে ইহাদের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।

শকজাতির সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম কনিষ্ক। পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাবর) তাঁহার রাজধানী ছিল। খৃঃ ৭৮ অব্দে তথায় তাঁহার অভিষেক হয়। অনেকে বলেন, কনিষ্কই ঐ সময় হইতে শকাব্দার প্রবর্ত্তনা করেন। কনিষ্ক একজন প্রভুত পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন। আগরা হইতে খোকন্দ ও ইয়ারকন্দ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সংগীতি (ধর্ম্মসভা) আহূত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুনরালোচিত হয়।

বিক্রমাদিত্য।—যে সকল হিন্দু রাজা শকজাতির আক্রমণ নিবারণে প্রয়াস পান, তন্মধ্যে ক্ষত্রকুলোদ্ভব উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি যে কেবল মাত্র প্রভূত সাহসী ছিলেন এমত নহে, তিনি এক জন সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করায় শকারি (শক শত্রু) নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "বিক্রম সংবৎ" নামক শক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অন্যান্য শক প্রতিদ্বন্দ্বী।—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পর তিনটি হিন্দুরাজ-বংশ ক্রমান্বয়ে পাঁচ শত বৎসর শকদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে (১) মগধে "অন্ধ্র" বংশীয় রাজগণ খৃঃ পূঃ ৩১ অব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (২) "গুপ্ত" রাজগণ উত্তরভারতবর্ষে খৃঃ ৩১৯ হইতে ৫৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশে সমুদ্রগুপ্ত নামক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন। ইহাঁর পরবর্ত্তী নৃপতিগণ নবাগত হূন বা শক জাতির আক্রমণে পরাভূত হন। (৩) "বলভী" রাজগণ খৃঃ ৪৮০ হইতে ৭৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। বোধ হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়দিগের সিন্ধুদেশ আক্রমণ কালে বলভী বংশের উচ্ছেদ হয়।

হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য)।—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্দ্ধনবংশীয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ নগরে রাজত্ব করিতেন (৬০৬-৬৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং শিলাদিত্য নাম ধারণ করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রচার জন্য ইনি ৬৪০ খৃঃ অব্দে একটি সভা সমবেত করেন। প্রতি পঞ্চম বৎসরে শিলাদিত্য তাঁহার কোষসঞ্চিত ধনরত্ন ব্রাহ্মণাদি জাতিবিচার না করিয়া সকলকেই অকাতরে দান করিতেন।

হিউয়েন্থ সাং।—পূর্ব্বলিখিত শিলাদিত্যের রাজত্বকালে চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ৬২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

পঞ্চদশ বৎসর এদেশের নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতসম্বন্ধীয় এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে ভারতবর্ষের ১৩৮টী রাজ্যের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ১১০ টী তিনি স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে কপিশা, গান্ধার, মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, বারাণসী, বৈশালী, মগধ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তর বঙ্গদেশ), সমতট (পূর্ব্ববঙ্গদেশ), কামরূপ (আসাম), তাম্রলিপ্তি (তমলুক) উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য গুলি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হিউয়েন্থ সাং হিন্দুদিগের সরলতা ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এবং অনেক মিশ্র জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলয়।— হিন্দুশাস্ত্রে দশাবতারের কথা * পাঠ করিয়া জানা যায় হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক ব্যতীত বিভিন্ন মত প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন না। বাস্তবিকও বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। সময় বিশেষে, স্থান বিশেষে নবধর্ম্মের নূতন উৎসাহে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য দেখা গেলেও তাহাতে সেখান হইতে হিন্দুধর্ম্ম একবারে অপসারিত হয় নাই। এইরূপে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর কাল উভয় সম্প্রদায় নির্ব্বিবাদে একদেশে থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটিতে লাগিল। মূঢ়গণের উত্তেজনায় বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার সম্ভাবিত হইলেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের

---

* মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ॥

পতনের কারণ হিন্দুগণের অত্যাচার নয়, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকগণ সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক সমন্বিত বহুল গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন করাতেই ক্রমে উহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কোন কোন প্রদেশে উহার সমধিক প্রচার থাকিলেও ১২ শ শতাব্দীতে উহা প্রায় অপসারিত হইয়াছিল, বলা যায়।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, ক্রমে যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের প্রবেশাধিকার ঘটিতে লাগিল, তখন হিন্দুগণের বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের একীকরণ জন্য খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে রামানন্দ ও কবীর নামক মহাত্মাদ্বয় এবং তদনন্তর (১৪৮৫-১৫৩৩ খৃঃ) পণ্ডিত চৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈষ্ণব মতের বহুল প্রচার করেন। ঐ সময় (১৪৬৯-১৫৩৯ খৃঃ) শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানকও স্বীয় মতের প্রচার করিয়া এক নূতন সম্প্রদায় সংগঠিত করেন।

হিন্দুরাজগণের প্রাধান্য-লোপ।—ভারতীয় আর্য্য-রাজ্যের একচ্ছত্রতার নাশ ও হিন্দুরাজগণের একত্ববন্ধনের শিথিলতার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তদুপরি হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভেদ এবং কার্য্য ও ব্যবসায়ানুরূপ নানা জাতির উৎপত্তি হওয়াতে, যে আর্য্যজাতি বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভাবে বিদ্যা ও ধর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্বাধীনতা ধন হারাইতে লাগিলেন।

অতঃপর হিন্দুজাতির জ্ঞানোন্নতির পরিচয় দিয়া, তৎপরে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা রত্ন পরপদদলিত হইবার পূর্ব্বে নির্ব্বাণো-ন্মুখ দীপের ক্ষীণ জ্যোতির ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট রাজ্যগুলির বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বিদ্যাচর্চ্চা।

ভাষা—শিক্ষিত প্রাচীন আর্য্যগণ সাধারণতঃ পরিমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করিতেন। এই জন্য ইহাকে সংস্কৃত (Refined) ভাষা কহে। সাধারণ লোকে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিত। প্রাকৃত (Common) লোকের মধ্যে চলিত ছিল বলিয়া ইহাকে প্রাকৃত ভাষা কহে। এই প্রাকৃত ভাষা হইতেই বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদের অন্যতম অঙ্গ; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে ব্যাকরণের চর্চ্চা আরব্ধ হয়। বেদের প্রত্যেক শাখার জন্য এক একখানি ব্যাকরণ আছে, ঐ গুলিকে 'প্রাতিশাখ্য' কহে। যথা ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি। ঐ গুলিতে প্রধানতঃ বৈদিক সংস্কৃতের নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে এবং ঐ গুলিই লৌকিক ব্যাকরণের মূল। লৌকিক

ব্যাকরণকারগণের মধ্যে প্রধানতঃ আটজন * গ্রন্থকারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়— ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র। ইন্দ্রাদি কৃত ব্যাকরণ এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; চন্দ্র ব্যাকরণের অংশ বিশেষ † দেখিতে পাওয়া যায়; শাকটায়ন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে; আপিশলির গ্রন্থও শীঘ্র মুদ্রিত হইবে। শাকটায়ন পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার। পাণিনি স্বগ্রন্থের অনেক স্থলে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। শব্দশাস্ত্রের একটী বিশেষ তত্ত্ব লইয়া উভয় বৈয়াকরণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়—শাকটায়ন বলেন, শব্দ মাত্রই ধাতু হইতে উৎপন্ন; কিন্তু পাণিনি বলেন, কতকগুলি শব্দ অব্যুৎপন্ন; যথা উণাদি।

অভিধান—সংস্কৃত ভাষায় অনেক গুলি অভিধান প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ-কৃত 'অমরকোষ' নামক অভিধান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; এতদ্ভিন্ন মহেশ্বর, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, মেদিনী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের রচিত আরও অনেক অভিধান আছে।

সাহিত্য—বেদের ন্যায় রামায়ণাদি কাব্যও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পরমপূজ্য। রামায়ণে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতের এক একটী উপাখ্যানই এক এক মহাকাব্য। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানগুলি এবং সোমদেব ভট্ট কৃত 'কথাসরিৎসাগর'

---

* "ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

† শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় সমগ্র চন্দ্র ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নামক গ্রন্থ পরবর্ত্তী কবিগণের প্রধান অবলম্বন। এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই মহাকবি কালিদাস অলৌকিক প্রতিভাবলে লোকাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি ভবভূতি এই উপাখ্যান অবলম্বনে অনুপম নাটক সকল রচনা করিয়াছেন।

অপর মহাকাব্য।—অপর মহাকাব্যের মধ্যে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মাঘের 'শিশুপালবধ', ও শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। উপমাপ্রয়োগে কালিদাস অদ্বিতীয়—তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং ভাব চিত্তগ্রাহক। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদানকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রত্নাকর কৃত 'হর-বিজয়' নামক মহাকাব্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

গদ্য গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে বাণভট্ট-প্রণীত 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে 'রাজতরঙ্গিণী' 'বিক্রমাঙ্কচরিত' ও 'নবসাহসাঙ্কচরিত' সমধিক বিখ্যাত; অন্যান্য গদ্য গ্রন্থের মধ্যে বিষ্ণুশর্ম্ম-প্রণীত 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ,' দণ্ডি প্রণীত 'দশকুমার চরিত,' সুবন্ধু প্রণীত 'বাসবদত্তা' এবং আনন্দগিরিকৃত 'শঙ্কর বিজয়' এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

নাটক। রামায়ণ, মহাভারত ও কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত উপাখ্যানাবলী অবলম্বন করিয়াই অধিকাংশ নাটক রচিত হইয়াছে। নাটক রচনায়ও কালিদাস সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক তিন খানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক জগতের একটী দুর্লভ রত্ন। অপর নাটকের মধ্যে শূদ্রক-প্রণীত 'মৃচ্ছকটিক' ভবভূতির 'বীরচরিত' 'উত্তররামচরিত' ও 'মালতীমাধব', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', শ্রীহর্ষদেবের (শিলাদিত্য) 'রত্নাবলী' ও ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' প্রধান। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'কাব্যমালা' নামক গ্রন্থে বহুবিধ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, নাটক, চম্পূ প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

গণিত। গণিতশাস্ত্রে ভারতবর্ষীয়দিগকে জগতের একরূপ শিক্ষাগুরু বলা যাইতে পারে; কারণ তাঁহাদের কর্ত্তৃকই এক হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক গুলির পরস্পর সংমিলনে পরার্দ্ধ সংখ্যার উৎপত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দশমিক সংখ্যার (Decimal notation) প্রণালী আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট প্রাপ্ত হন, এবং ইয়ুরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাটীগণিত, বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে হিন্দুদিগের বহুল পারদর্শিতা ছিল। আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গণিত শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করেন।

জ্যোতিষ। পর্ব্বাহগণনার জন্য অতি প্রাচীনকালে জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়; এ শাস্ত্রেও ভারতবর্ষীয়েরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ঋণী হইলেও, তাঁহাদের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের অপেক্ষা যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে গ্রীকরাজত্বের লোপ পাইবার পর ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহ-মিহির অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১০০০ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অত্যাচার আরম্ভ করিলে, বিজ্ঞানচর্চ্চার অবনতির সূত্রপাত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ। ভারতবর্ষীয়েরা চিকিৎসা শাস্ত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞীয় পশু খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেবতাদিগকে উৎসর্গ করিতে হইত বলিয়া তাঁহারা প্রথমে শারীর তত্ত্বের (Anatomy) অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ জন্তুদিগের মৃত দেহ ছেদ করা দূষণীয় মনে করিতেন না। এতদ্ভিন্ন অনেক সময়ে বৃক্ষকাণ্ডে কিংবা কাষ্ঠফলকের উপর মোমের আবরণ দিয়া তাহাতে অস্ত্রপ্রয়োগের শিক্ষা দেওয়া হইত। বৌদ্ধ রাজগণ মনুষ্য ও পশ্বাদির চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত করায় নিদান (Pathology) ও ভৈষজ্য-তত্ত্বের (Materia medica) অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়। মধ্যযুগে* ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহের অনেক স্থলে চরক ঋষির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। চরক, বোধ হয়, খ্রীষ্টের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দর্শন-শাস্ত্র। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণ পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। উপনিষদ সমূহেই আর্য্য-দর্শনের মূলতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ দর্শনশাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ প্রণীত হয়। সকল দর্শনশাস্ত্রেই

---

* অর্থাৎ ৫ম হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

জগতের কারণ, মনুষ্যের মুক্তির উপায় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মত প্রসিদ্ধ।

ষড়্দর্শন।—

(১) কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন। এই মতে ঈশ্বর নাই। পুরুষ নিত্য, সত্ত্বাদি গুণশূন্য, চেতন স্বরূপ ও উদাসীন। ইনি অকর্ত্তা অর্থাৎ স্বয়ং কোন কার্য্যই করেন না; প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সাধন করিতেছেন, পুরুষ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু প্রকৃতি-প্রবর্ত্তিত কার্য্যের ফল ভোগ করেন।

(২) পতঞ্জলি-প্রণীত যোগদর্শন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার নাম যোগ। উক্ত মনোবৃত্তি সমূহ রুদ্ধ করিয়া মুক্তিলাভ করিবার উপায় এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

কাপিল দর্শনে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর নাই, পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর আছেন, এই জন্য প্রথমকে 'নিরীশ্বর সাংখ্য' এবং দ্বিতীয়কে 'সেশ্বর সাংখ্য' কহে।

(৩) গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র—ন্যায়মতে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হয়।

(৪) কণাদ প্রণীত বৈশেষিক শাস্ত্র। বিশেষ নামক পদার্থ এইমতে স্বীকৃত হয়, এইজন্য ইহাকে বৈশেষিক কহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে অনেক ঐক্য আছে।

(৫) জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা। ইহা বেদমূলক। ইহাতে যাগযজ্ঞ ও অদৃষ্ট প্রভৃতির অনেক বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে।

(৬) বেদব্যাস প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। ইহাও বেদমূলক। ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ জগতের সৃষ্টি হয়—সৃষ্ট পদার্থ

মাত্রেই মায়াময়; মায়ামুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে সমুদয় বিশ্বই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুসলমানদিগের এদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের কতিপয় প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজ্যের বিবরণ।

(১) মগধ। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপাল মগধ দেশে পালবংশ স্থাপন করেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃতের আদর করিতেন এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা ছিল না। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান নামক জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে যাইয়া বৌদ্ধদিগের মাহাযান মত প্রচার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সেন রাজারা বাঙ্গালা ও মিথিলা প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। অনন্তর ১১৯৭ অব্দে বক্তিয়ার খিলিজি (মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার) এই বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ পালকে পরাজিত করিয়া রাজধানী ওদন্তপুরী ধ্বংস করেন।

(২) বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশ পূর্ব্বে মগধের গুপ্ত রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানেও বৌদ্ধধর্ম্ম

প্রবর্ত্তিত হয়। শীলভদ্র, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। বঙ্গদেশের বিখ্যাত হিন্দু রাজার নাম আদিশূর। তিন সম্ভবতঃ ৭৭৬ খৃঃ অব্দে পঞ্চগৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে, আদিশূর তাৎকালিক ব্রাহ্মণদিগকে আচারভ্রষ্ট ও বেদবিরহিত দেখিয়া কোলাঞ্চদেশ হইতে সভৃত্য বেদপারগ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ (শাণ্ডিল্যগোত্রীয়), দক্ষ (কাশ্যপগোত্রীয়), শ্রীহর্ষ (ভরদ্বাজগোত্রীয়), বেদগর্ভ (সাবর্ণগোত্রীয়), ছান্দড় (বাৎস্যগোত্রীয়)। ইহাদের সহিত মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, বিরাট গুহ, দাশরথি বসু ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ইহারা বঙ্গদেশে বাস করেন এবং কালে ইহাদের বংশাবলী রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে অভিহিত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আদিশূরবংশীয় ও পালবংশীয় রাজগণের নিকট অনেকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। গ্রামের অধিকার লাভ করায় তাঁহারা গ্রামীণ বা গাঞী হইয়াছেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্য হইতে সামন্ত সেন নামক ক্ষুদ্র রাজা বঙ্গদেশে ভাগীরথী তটে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পৌত্র বিজয় সেন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং স্বীয় রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন। বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপন করেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশ ১ রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ) ২ বরেন্দ্র (রাজসাহী ও কুচবেহার বিভাগ) ৩ বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম

বিভাগ) ৪ বাগড়ী (প্রসিডেন্সি বিভাগ) এবং ৫ মিথিলা (উত্তর বিহার) এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। গৌড় ও নবদ্বীপ বল্লালের রাজধানী ছিল। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনও প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় মুসলমান সেনপতি বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় ও নবদ্বীপ অধিকার করেন (১১৯৯)। রাজা সপরিবারে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন, তথায় তাঁহার বংশধরগণ আরও ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, মুসলমানের ভয়ে রাঢ় ও বরেন্দ্র হইতে পলাইয়া বিক্রমপুরে বাস করেন। সেইজন্যই বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে। সেন বংশীয় রাজারা শাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাসেন দানসাগর নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ জয়দেব গীত-গোবিন্দ নামক সুললিত গীতিকাব্য প্রণয়ন করেন এবং মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

(৩) মালব। নবম শতাব্দীতে পরমারবংশীয়গণ মালবে রাজত্ব করিতেন। ধারানগর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইহাঁর সভায় অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ১২৩২ অব্দে সুলতান আলতামাস মালব আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনী নগর ধ্বংস করেন।

(৪) গুজরাট। প্রাচীনকালে যদুবংশীয়েরা এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে সেন, চৌরা এবং চালুক্য বংশের

আধিপত্য হয়। এই শেষোক্ত বংশের রাজত্ব কালে (১১৯৭ অব্দে) মুসলমানেরা গুজরাট হস্তগত করেন।

(৫) পঞ্জাব। দশম শতাব্দীর শেষভাগে পাল উপাধি-ধারী রাজগণ পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। লাহোর তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। গজনীপতি সবক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মামুদ লাহোর-রাজ জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে কর দিতে বাধ্য করেন। পরে ১০২৩ খৃঃ অব্দে তিনি দ্বিতীয় জয়পালকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবে মুসলমান অধিকার স্থাপন করেন।

(৬) দিল্লী ও আজমীর। প্রথমে দুই স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। দিল্লীর রাজারা তুয়ার বংশীয় এবং আজমীরের রাজারা চৌহান বংশীয় ছিলেন। তুয়ার বংশীয় শেষ রাজা অনঙ্গপালের পুত্র না হওয়ায় দৌহিত্র চৌহানবংশীয় আজমীররাজ পৃথ্বীকে তিনি উত্তরাধিকারী স্থির করেন; এই সূত্রে পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীর উভয় প্রদেশের অধিপতি হন। তিনিই এই দুই রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা। খৃঃ ১১৯৩ অব্দে থানেশ্বরের যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে উভয় রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তগত হয়।

দাক্ষিণাত্য।

রামায়ণের সময় দাক্ষিণাত্যে আর্য্যজাতির প্রায় বসতি ছিল না। রামচন্দ্র যে সকল ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস লইয়া যুদ্ধ করেন, অনেকের মতে উহারাই ঐ দেশের আদিম-নিবাসী। মহাভারতের সময়ে বহুল পরিমাণে উহাতে আর্য্যজাতির বসতি হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ঐ দেশের কয়েকটী প্রধান রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

(১) পাণ্ড্য ও (২) চোল রাজ্য। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের মধ্যে পাণ্ড্য, ও চোল রাজ্য অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাণ্ড্য রাজ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, রাজধানীর নাম মাদুরা। চোল রাজ্য কাবেরীর উত্তর-বর্ত্তী পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত, রাজধানীর নাম কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুর। কাঞ্চীপুর শাস্ত্রালোচনার জন্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

(৩) উড়িষ্যা। উৎকল, ওড্র বা উড়িষ্যারাজ্য পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল এবং তথায় বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শবর রাজগণ উৎকলের আধিপত্য লাভ করেন। কেশরী বংশের আদিপুরুষ জন্মেজয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তৈলঙ্গ হইতে আসিয়া উৎকল জয় করেন। জন্মেজয়ের পুত্র মহারাজ যযাতি পরম শৈব ছিলেন। উত্তরকালে এই বংশে উদ্যোতকেশরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে খণ্ডগিরির কয়েকটা গুহা খোদিত হয়। এই সময়েই ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিছুকাল পরে গঙ্গাবংশীয় চোড়গঙ্গদেব উড়িষ্যা অধিকার করিয়া, বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র অনঙ্গ-ভীমদেবের সময়ে উক্ত মন্দির বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে চৈতন্য দেব উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গাবংশের পতন হইলে, তৈলঙ্গদেশীয় অপর একটী রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার শেষ স্বাধীন

রাজা মুকুন্দদেব তৈলঙ্গ ১৫৫২ অব্দে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে পাঠানরাজ সলিমানের সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লন। (১৫৬৭)

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণ।

৭১১—১২০৬ খৃঃ অঃ।

মহম্মদের জীবনী। খৃষ্টীয় ৫৭০ অব্দে আরবদেশের মক্কা নগরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রকাশক মহম্মদের জন্ম হয়। এই সময়ে আরববাসারা পুত্তলিকার পূজা করিত এবং ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের প্রকৃত ভক্তিশ্রদ্ধা কিছুই ছিল না। মহম্মদ আপনার ত্রিকালজ্ঞতা খ্যাপন করিয়া, তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্ম ভ্রমসঙ্কুল—অতএব তাহা ত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করে। সুতরাং মহম্মদকে মক্কা হইতে মদিনায় পলাইয়া যাইতে হয়—(৬২২) তথাকার লোকেরা তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে রাজা করে, এবং তাঁহার মক্কা হইতে মদিনা পলায়নের দিন অবধি 'হিজিরা' নামক শকের গণনা করে। মহম্মদ তাঁহার

ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'কোরাণ' রাখিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের 'মুসলমান' অর্থাৎ ধার্ম্মিক এবং তদিতর লোকদিগের 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্ম্মী এই আখ্যা দিলেন।

বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক কাফেরদিগকে মুসলমানধর্ম্মে আনিতে পারিলে পরকালে স্বর্গসুখলাভ হয়, কোরাণের এই মত অবলম্বন করিয়া পরাক্রান্ত মুসলমানেরা চারিদিকে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল, এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাদেশ জয় করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিতে লাগিল। পরে 'খলিফা' নামক মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা ভারতবর্ষেও কয়েকবার সামান্যরূপ অভিযান করিয়াছিলেন। পরিশেষে বাগদাদ নগরীস্থ খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে, খৃঃ ৭১১ অব্দে, সিন্ধুদেশের অন্তর্গত দেবাল নামক স্থানে এক আরবীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হয়, এই সূত্রে মুসলমানদিগের সহিত সিন্ধুদেশরাজ দাহিরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে।

আরবীয়দিগের সিন্ধুজয়। মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বিন্‌কাসিম সৈন্যসহ সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর নগর আক্রমণ করিলে, দাহির যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া সমরে নিহত হইলেন। কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়া বিনা বাধায় মুলতান প্রদেশ অধিকার করেন।

৭১৪ অব্দে খলিফার আদেশে কাসিমের প্রাণদণ্ড * হইলে

---

* কাসিমের মৃত্যুকাহিনী অদ্ভুত। কথিত আছে, কাসিম রাজা দাহিরের দুইটি লাবণ্যময়ী কন্যাকে খলিফা ওয়ালিদের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইহারা খলিফার নিকট উপনীত হইলে জ্যেষ্ঠা কন্যা সজলনয়নে কহিলেন যে, তিনি খলিফার প্রণয়ের অযোগ্যা; যেহেতু কাসিম তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক কাসিম নিরপরাধ ছিলেন। দাহির-কন্যা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ জন্য কাসিমের প্রতি মিথ্যাপবাদ

মুসলমানেরা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিজিত সিন্ধুদেশ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সকল কিছুকাল মুসলমান-দিগের অধিকৃত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতেরা স্বীয় প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত করেন।

ইস্মাইল সামানি। খলিফারা অপ্রতিহত প্রভাবে এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্রমশঃ হীনবল হইলে বুখারা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইস্মাইল সামানি রাজপদ গ্রহণ করেন। ইঁহার বংশীয়েরা ১২০ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের পঞ্চম রাজা আবদুল মালিকের আলেপ্তগীন নামে একটি ক্রীতদাস ছিল। আলেপ্তগীন ক্রমে প্রভুর প্রিয় পাত্র হইয়া খোরাসানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। পরিশেষে স্বয়ং রাজা হইয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করত গজনীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

সবক্তগীন (৯৭৭—৯৯৭)। আলেপ্তগীনের মৃত্যু হইলে সবক্তগীন নামে তাঁহার এক ক্রীতদাস গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি চারিদিকে আপন রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে ক্রমে হিন্দু রাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন। এই সময়ে জয়পাল লাহোরে আধিপত্য করিতে ছিলেন, তিনি সবক্ত-গীনকে দমন করিবার জন্য দিল্লী, আজমীর, কনোজ ও কালঞ্জরের রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন। লঘমান নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে জয়পাল সম্পূর্ণরূপে

রটাইয়া ছিলেন। ভৃত্যের এইরূপ আচরণে ক্রোধান্ধ হইয়া খলিফা কাসিমের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করেন।

পরাজিত হন। সবক্তগীন পঞ্জাবে একজন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করেন। ৯৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুলতান মামুদ, ৯৯৭—১০৩০। সুপ্রসিদ্ধ মামুদ কনিষ্ঠ ইসমাইলকে কারারুদ্ধ করিয়া 'সুলতান' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক গজনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং পশ্চিমে পারস্য হইতে পূর্ব্বে পঞ্জাবের বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১০০১ খৃঃ হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তন্মধ্যে দ্বাদশটী আক্রমণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

(১) ১০০১ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ লাহোররাজ জয়পালকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন।

(২) ভাতিয়ার রাজা মামুদের অধীনতা স্বীকার না করায় মামুদ তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। সানুচর রাজা যুদ্ধে নিহত হন। (১০০৪)।

(৩) মুলতানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা আবদুলফতে লোদি বিদ্রোহী হন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য মামুদ তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন (১০০৫)।

(৪) মামুদের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া আজমীর, কালঞ্জর, উজ্জয়িনী, কনোজ প্রভৃতির রাজগণ জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালকে নেতা করিয়া একযোগে তাঁহার পরাক্রম হ্রাস করিতে উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া, মামুদ চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর হিন্দুরাজগণ পরাস্ত হন (১০০৮)। মামুদ নগরকোট লুণ্ঠন ও অনেক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন। (১০০৮)।

(৫) মামুদ দ্বিতীয়বার মুলতানে উপস্থিত হইয়া আবুলফতে লোদিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন এবং অসংখ্য নরনারীকে বন্দিভাবে গজনীতে লইয়া যান। (১০১১)

(৬) মামুদ ষষ্ঠবার যমুনার তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করেন (১০১১)

(৭) ও (৮) ১০১৩ ও ১০১৫ অব্দে মামুদ কাশ্মীরে গিয়া ঐ দেশ বশীভূত করেন।

(৯) ১০১৭ অব্দে মামুদ সহসা কনোজ আক্রমণ করেন। কনোজরাজ রাজ্যপাল যুদ্ধে প্রস্তুত না থাকায় বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করায় মামুদ কনোজ পরিত্যাগ করিয়া মথুরা লুণ্ঠন ও দেব মন্দিরাদি ধ্বংস করেন।

(১০) ও (১১) কালঞ্জরের রাজা গণ্ডদেব মামুদের মিত্র কনোজরাজকে আক্রমণ করিলে মামুদ মিত্রের সাহায্যার্থ কালঞ্জর আক্রমণ করেন এবং লাহোরে মুসলমান শাসন বদ্ধমূল করেন। (১০২২-১০২৩)

(১২) ১০২৪ খৃঃ অব্দে মামুদ সোমনাথ শিবলিঙ্গের মন্দির লুণ্ঠনার্থ গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তন আক্রমণ করেন। তত্রত্য রাজা চামুণ্ডদেব পলায়ন করিলে গুজরাট সহজেই মামুদের অধিকৃত হয়। তৎপরে মামুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন। চামুণ্ডদেব বহুতর সৈন্য সমবেত করিয়া মন্দির রক্ষার্থ তিন দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করেন; কিন্তু শেষে মামুদেরই জয়লাভ হয়। মামুদ দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া বহুতর অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

মামুদের মৃত্যু। এই বিজয় গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়ে মামুদের মৃত্যু হয়। (১০৩০) মরুভূমি ভ্রমণজনিত ব্যাধিই তাঁহার এই অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ।

ঘোর বংশ ১১৫২-১১৮৬। গজনীর রাজারা প্রায় দেড়শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্রমে হীনবল হইলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিহিত ঘোর নামক প্রদেশের অধিপতিরা ঐ রাজ্য অধিকার করেন। ঐ বংশীয় রাজা গিয়াসুদ্দীনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দীন বা **মহম্মদ ঘোরী** ১১৭৩ অব্দে জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে গজনীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই এই দেশ প্রকৃতরূপে মুসলমানদিগের অধিকৃত হইতে আরম্ভ হয়।

মহম্মদ ঘোরী সর্ব্বপ্রথমে লাহোর আক্রমণ করিয়া ঐ দেশের মামুদবংশীয় তাৎকালিক শেষ রাজা খসরুকে কারাবদ্ধ করেন (১১৮৪)। এই সময়ে দিল্লী, আজমীর ও কনোজের পরস্পর নিকটসম্পৃক্ত রাজারা উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহান বংশীয় এবং কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র রাঠোর বংশীয় ছিলেন। মহম্মদ এই গৃহবিবাদের সুযোগে দিল্লী আক্রমণ করিলেও ১১৯১ অব্দে তিরোরির যুদ্ধে দিল্লীরাজ পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন; কিন্তু ১১৯৩ অব্দে থানেশ্বরের ঘোরতর যুদ্ধে জয়ী হইয়া পৃথ্বীরাজকে বন্দীকৃত ও নিহত করেন, এবং 'আজমীর' ও 'দিল্লী' অধিকার করিয়া নিজ রাজত্ব বদ্ধমূল করেন। পরবৎসর (১১৯৪) মহম্মদ ঘোরী কনোজের রাজা জয়চন্দ্রকে এটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত

করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। কনোজের সঙ্গে 'বারাণসী'ও মুসলমান দিগের হস্তগত হয়।

বঙ্গদেশ জয়, ১১৯৯। মহম্মদ ঘোরী স্বদেশগমনকালে প্রিয় সেনাপতি কুতবুদ্দীনকে ভারতীয় রাজ্যশাসনার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কুতব দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১১৯৫ অব্দে গোয়ালিয়র হস্তগত করেন; তাঁহার সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি (মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার) ১১৯৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ নগর আক্রমণ করেন। অশীতি-বর্ষবয়স্ক রাজা লক্ষ্মণ সেন অন্তঃপুরদ্বার দিয়া পলায়ন করিলে, বক্তিয়ার বিনা বাধায় বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া লন।

রাজধানী গজনীনগরে প্রতিগমন কালে মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুনদতটে শিবির স্থাপন করেন; কিন্তু রাত্রিযোগে গোক্ষুর নামক পার্ব্বত্যজাতি কর্ত্তৃক নিহত হন। (১২০৬)

অষ্টম অধ্যায়।

পাঠান অধিকার কাল।

১২০৬—১৫২৬ খৃঃ অঃ।

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে কুতবুদ্দীন গজনীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; সুতরাং তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট্। তাঁহার রাজত্ব

কাল হইতে ইব্রাহিম লোদির অধিকার পর্য্যন্ত সময়কে পাঠান-দিগের অধিকার কাল বলা যায়।

(ক) দাস বংশ (১২০৬—১২৮৮)

১। কুতবুদ্দীন ১২০৬	৬। বেহরাম সা ১২৩৯।
২। আরাম সা ১২১০।	৭। মুসায়ুদ ১২৪১।
৩। আল্তামস্ ১২১১।	৮। নাসিরুদ্দীন ১২৪৬।
৪। রুকণুদ্দীন ১২৩৬।	৯। গিয়াসুদ্দীন বুলবন ১২৬৬
৫। রেজিয়া বেগম ১২৩৬।	১০। কৈকোবাদ ১২৮৬।

দাসরাজগণ।

কুতবুদ্দীন প্রথমাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন; এজন্য তাঁহা হইতে তৎসম্পৃক্ত কৈকোবাদ পর্য্যন্ত দশ জন দাস বা দাসপুত্র বলিয়া 'দাস-রাজ' নামে অভিহিত। ইঁহারা ১২০৬ হইতে ১২৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৮২ বৎসর রাজত্ব করেন। কুতবের সময় নাসিরুদ্দীন মুলতান ও সিন্ধুদেশের এবং বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আল্তামস নামক কুতবের এক দাস ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া জামাতা হইয়াছিলেন। কুতব সাহসী এবং জনসাধারণের প্রিয় ছিলেন। অদ্যাপি দিল্লীনগরে 'কুতব-মস্জিদ্' এবং 'কুতব-মিনার' নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকাদ্বয় তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ১২১০ খৃঃ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া কুতবের মৃত্যু হয়। অনন্তর তাঁহার অযোগ্য পুত্র আরাম সিংহাসনারূঢ় হইলে তদীয় ভগিনী-পতি আল্তামস তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হন।

ইঁহার সময়েই তাতারদেশে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গীস্ খাঁ প্রাদুর্ভূত হন। জঙ্গীস্ এসিয়ার অনেক দেশ একবারে উৎসন্ন করেন। ইহা হইতেই মোগলদিগের উন্নতির সূত্রপাত। আল্তামসের ভাগ্যবলে ভারতবর্ষকে জঙ্গীসের উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই। আল্-তামস মালবদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং রাজপুতানা ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদয় প্রদেশেই দিল্লীর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৩৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আল্তামসের পুত্র রুকণুদ্দীন্, পরে কন্যা রেজিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রেজিয়া বিবিধ রাজোচিতগুণে ভূষিতা ছিলেন। কোরাণে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি পুরুষের বেশে বিচার কার্য্য সম্পাদন ও শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বিপৎকালে তিনি অধীর না হইয়া স্থিরচিত্তে প্রতীকারের চেষ্টা পাইতেন। এইজন্য ইতিহাসে তিনি 'সুলতান রেজিয়া' নামে খ্যাত।

অবলাসুলভ কোমলতাবশতঃ আবিসীনিয়াবাসী এক জন ক্রীতদাসের প্রতি রেজিয়া অতিশয় কৃপা প্রকাশ করিতেন; এজন্য রাজ্যের প্রধান লোকেরা বিরক্ত হইয়া তিন বৎসর পরে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নিহত করেন। রেজিয়া তিন বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন। রেজিয়া ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমান সিংহাসনে অন্য কোন স্ত্রীলোক আরোহণ করেন নাই। রেজিয়ার পর তদ্ভ্রাতা বেহ্রাম, অনন্তর রুকণের পুত্র মুসাউদ ও পরে আলতাম-সের ২য় পুত্র নাসিরুদ্দীন রাজত্ব করেন। নাসির শান্ত, বিদ্যোৎসাহী ও অবিলাসী ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে মোগলেরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

নাসির কুড়ি বৎসর অবাধে রাজত্ব করিয়া ১২৬৬ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করিলে তাঁহার উজীর (আল্তামসের জামাতা) গিয়াস্উদ্দীন বুলবন্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে বাঙ্গালার নবাব তোগ্রাল বিদ্রোহী হইলে, বুলবন স্বয়ং রাজধানী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়া তোগরালকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বীয় মধ্যম পুত্র বখরা খাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া যান। এই সময়ে মোগলেরা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। বুলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অবশেষে একটী যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরে নিহত হন। এই শোকে ১২৮৬ খৃঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে বুলবনের মৃত্যু হয়। অনন্তর বখরা খাঁর পুত্র কৈকোবাদ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যসনাসক্ত ও অত্যন্ত ভগ্নশরীর হইলেন। নিজাম উদ্দীন নামক দুষ্ট মন্ত্রীই তাঁহার সকল কুক্রিয়াসক্তির মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে নিহত করিলেন; কিন্তু স্বয়ং রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না—অমাত্যগণের মধ্যে পরাক্রান্ত খিলিজিবংশীয়েরা তাঁহাকে নিহত করিয়া জেলালুদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। এই হইতেই দাস বংশের লোপ হয়।

(খ) খিলিজি বংশ (১২৮৮—১৩২১)

১।	জেলালুদ্দীন	১২৮৮
২।	আলাউদ্দীন	১২৯৫
৩।	মুবারক	১৩১৫

খিলিজি রাজগণ।

খিলিজিরা ১২৮৮ হইতে ১৩২১ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। ইহাঁরাও পাঠানজাতীয়। জেলালুদ্দীন, সম্রাট্ হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে, স্বকীয় প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হন। জেলাল কয়েক বৎসর অত্যন্ত দয়ার সহিত রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়েও মোগলেরা একবার এদেশ আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন কোরার শাসনকর্ত্তৃত্বে ও বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৯৪ অব্দে তিনি মহারাষ্ট্রদেশের রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করেন। দেবগিরির রাজা রামদেব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হন। জেলাল প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে উপযুক্ত ভাইপো তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। (১২৯৫)

আলাউদ্দীন, কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে গুজরাট অধিকৃত হইয়া প্রথম মুসলমান শাসনে আইসে (১২৯৭)। ১৩০৩ অব্দে চিতোর রাজমহিষী পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোরের রাজপুতগণ পরাজয় স্বীকার না করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পদ্মিনী ও অন্যান্য ১৩,০০০ রমণী জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করেন। আলাউদ্দীনের সময়ে রাজ্যমধ্যে শান্তি ও সৌভাগ্য বিরাজ করিয়াছিল। ঐ সময়ে মোগলেরা বারংবার এদেশ

আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মালিক কাফুর নামে তাঁহার একজন প্রিয় সেনাপতি ছিলেন, ইহারই বাহুবলে তিনি—তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মলবার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক দেশ জয় করেন। ১৩১৬ অব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, কাফুর বিষপান করাইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়া ছিলেন। অনন্তর কাফুর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মুবারক তাঁহাকে নিহত করিয়া পিতৃ-সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মুবারক নিতান্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া, খসরু নামক উজীরের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেন। খসরু একজন নীচ-বংশীয় হিন্দু; শেষে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় মুবারক তাহাকে উচ্চপদে উন্নীত করেন।

এইরূপে সর্ব্বস্ব প্রভুতা পাইয়া খসরু অল্পকাল মধ্যেই মুবারককে সবংশে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করে। কিন্তু তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইলনা। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দীন তোগলক বহুসংখ্য সৈন্যসমেত দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন; দিল্লী অধিকৃত ও খসরু নিহত হইল। গিয়াস দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

(গ) তোগলকবংশ (১৩২১—১৪১২)

১। গিয়াসুদ্দীন তোগলক ১৩২১

২। মহম্মদ তোগলক ১৩২৫

৩। ফিরোজ সাহ ১৩৫১

৪। গিয়াসুদ্দীন (২য়) ১৩৮৮

৫। আবুবেকর ১৩৮৯

৬। নাসিরুদ্দীন ১৩৮৯

৭। হুমায়ুন বিন মহম্মদ ১৩৯২

৮। মামুদ তোগলক ১৩৯২

তোগলক্ রাজগণ।

গিয়াসুদ্দীন হইতে মামুদ তোগলক পর্য্যন্ত ৮ জন তোগলক-বংশীয় রাজা ১৩২১ হইতে ১৪১২ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৯১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও মধ্যে ২।৩ জন নামে মাত্র রাজত্ব করেন। গিয়াসুদ্দীন প্রথমাবস্থায় বুলবনের ক্রীতদাস ছিলেন ; পরে বুদ্ধিকৌশলে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন এবং চারি বৎসর সুবিচার পূর্ব্বক রাজত্ব করেন। চতুর্থ বৎসরে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ বিদর জয় করেন, এবং বরঙ্গল অধিকার করিয়া তত্রত্য রাজাকে বন্দিভাবে দিল্লীতে আনয়ন করেন। অতঃপর গিয়াস বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে, তথাকার শাসন কর্ত্তা বথরা খাঁ কর দিবার অঙ্গীকার করেন। তৎপরে গিয়াস সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে পুত্র-নির্ম্মাপিত কাষ্ঠমণ্ডপ মস্তকে পতিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন। অনেকে সন্দেহ করেন জুনা খাঁ ইচ্ছা করিয়া এরূপ ঘটাইয়া ছিলেন।

মহম্মদ তোগলক ১৩২৫-১৩৫১। জুনাখাঁ 'মহম্মদ তোগলক' নাম ধারণ করিয়া ১৩২৫ হইতে ১৩৫১ অব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করেন। মহম্মদ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু প্রজার সুখের দিকে তাঁহার কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। অনেকে অনুমান করেন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। দেবগিরির পার্ব্বতীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, এবং উহা অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান দেখিয়া, তিনি তথায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং উহার নাম দৌলতাবাদ রাখেন। প্রাণদণ্ড ভয়ে দিল্লীবাসীদিগকে সপরিবারে তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। পারস্য জয় করিবেন—চীনদেশ লুণ্ঠন করিবেন—এই দুরাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হওয়ায় তৎসম্পাদনার্থ তিনি রাজ্যের বিস্তর ধন ও অসংখ্য সেনা বৃথা নষ্ট করেন; শূন্য ধনাগার পূরণার্থ নোটের মত তাম্রখণ্ড প্রচলনের বিফল চেষ্টা পান এবং ধনের জন্যই ভূমির উপর অসঙ্গত করবৃদ্ধি করেন। এই সকল উপদ্রবের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ ও নানা কষ্ট উপস্থিত হয়—সুতরাং নানা স্থানে রাজবিদ্রোহ হইতে থাকে।

প্রদেশীয় শাসন-কর্ত্তৃগণের বিদ্রোহ। মহম্মদ তোগলক এক অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন; কিন্তু অমানুষিক অত্যাচার ও অবিমৃষ্যতাদোষে তাঁহারই সময়ে উক্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ইসলামধর্ম্মে অতিমাত্র বিশ্বাস হেতু তিনি হিন্দুমাত্রকেই বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রধান প্রধান পদগুলি আগন্তুক মুসলমানদিগের উপর ন্যস্ত করিতে হইয়াছিল। রাজ্যের শুভাশুভের উপর

তাহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি না থাকায় চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। মালব প্রদেশে মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্রোহী হইলে, মহম্মদ তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার শরীরের ত্বক উন্মোচন করেন (১৩৩৯)। ১৩৪০ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন; মহম্মদ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না।

১৩৪৪ অব্দে কর্ণাট প্রদেশে হিন্দুরাজগণ 'বিজয় নগর' নামে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত (১৫৬৫ খৃঃ) বিজয়নগরের রাজারা স্বাধীন ছিলেন। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে হোসেন গঙ্গু নামক এক জন মুসলমান সেনাপতি 'বাহমণি' রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি গঙ্গদত্ত নামক কোন ব্রাহ্মণের নিকট উপকৃত ছিলেন, এজন্য নিজ রাজ্যের নাম বাহমণি (ব্রাহ্মণী) রাখেন। মহম্মদ দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলে, হোসেন তথায় এক জায়গীর লাভ করেন। পরে ধন সঞ্চয় ও সৈন্য বৃদ্ধি করত মহম্মদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা হন। এই রাজ্যের রাজধানী প্রথমে গুল্‌বর্গ পরে বিদর হয়। ইহার পর শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে বাহমণি রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, পরে সিয়া, সুন্নী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের বিবাদে ইহার অধঃপতন হয়। ইহার বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের উৎপত্তি হয়—(১) আদিল স্যাহীরাজ্য (২) কুতুবসাহী রাজ্য (৩) নিজামসাহী রাজ্য (৪) ইমাদসাহী রাজ্য (৫) বারীদসাহী রাজ্য।

১৩৫১ অব্দে মহম্মদের পরলোক হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

ফিরোজসাহ্ সম্রাট্ হন। ইনি হীনবলতাবশতঃ বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যকে দিল্লীর অনধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার সময়ে সেতু,পান্থাবাস,মসজিদ্,চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণ হিতকর অনেক কার্য্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রাচীন যমুনার খাল তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি; উহাদ্বারা অদ্যাপি কৃষিকার্য্যের অনেক উপকার হইতেছে। ১৩৮৮ অব্দে ৯০ বৎসর বয়সে ফিরোজ পরলোক গমন করিলে ৫ বৎসর মধ্যে তদ্বংশীয় ৫ জন সম্রাট্ হন। এই বংশীয় শেষ সম্রাটের নাম মামুদ। ইহাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। গুজরাট, মালব, খান্দেস ও জৌনপুর এই চারিটী প্রদেশ এক একটী পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, এবং ইহারই সময়ে ১৩৯৮ অব্দে তাতার-দেশীয় প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

তৈমুরলঙ্গের ভারত-আক্রমণ, ১৩৯৮। তৈমুরলঙ্গ অগণিত তাতার-সৈন্য সহ দেশলুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দিল্লীর সমীপস্থ হইলে, মামুদ তোগলক গুজরাটে পলায়ন করিলেন; সুতরাং তৈমুর দিল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া—ঘর জ্বালাইয়া—অসঙ্খ্য লোককে করবালমুখে নিক্ষেপ করিয়া এবং অসংখ্য স্ত্রীপুরুষকে বন্দিভাবে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে মিরাটে গমন করিলেন এবং সেখানেও ঐ দুষ্প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া হরিদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমনের পর দিল্লীনগর দুই মাস কাল অরাজক ও জনশূন্য রহিল। অনন্তর মামুদ অতি দীনভাবে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং ১৪১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর নামে মাত্র রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার

মৃত্যুর পর হইতে সৈয়দবংশের সিংহাসন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত একরূপ অরাজকতা ছিল। এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদি প্রকৃত শাসনভার হস্তগত করেন; কিন্তু ১৫ মাস যাইতে না যাইতেই পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন।

(ঘ) সৈয়দ বংশ।—(১৪১৪-১৪৫০)

১।	খিজির খাঁ	১৪১৪	৩।	মহম্মদ	১৪৩৩
২।	মুবারক	১৪২১	৪।	আলাউদ্দীন	১৪৪৪

সৈয়দবংশীয় রাজগণ।

খিজিরখাঁ, মুবারক, মহম্মদ ও আলাউদ্দীন সৈয়দবংশীয় এই চারিজন সম্রাট্ ১৪১৪ হইতে ১৪৫০ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজ্য করেন। সৈয়দ রাজাদিগের সময়ে দিল্লীর বাহিরে প্রায় কোন ক্ষমতা ছিল না। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিলোলি লোদি দিল্লী আক্রমণ করিলে, শেষ সৈয়দরাজ আলাউদ্দীন তাঁহার হস্তে দিল্লী সমর্পণ করিয়া বদাউন নগরে প্রস্থান করেন। (১৪৫০) ইহা হইতেই সৈয়দ বংশের রাজত্ব শেষ হয়।

(ঙ) লোদিবংশ।—(১৪৫০-১৫২৬)

বিলোলি	১৪৫০
সেকেন্দর	১৪৮৮
ইব্রাহিম	১৫১৬

লোদিবংশীয় রাজগণ।

বিলোলি, সেকেন্দর ও ইব্রাহিম—লোদিবংশীয় এই ৩ জন

সম্রাট্ ১৪৫০ হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৭৬ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। বিলোলি ছাব্বিশ বৎসরকাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া জৌনপুর রাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন (১৪৭৮)। তাঁহার পুত্র সেকেন্দর রাজা হইয়া বিহার দেশ দিল্লীর অধীনে আনেন এবং তিরহুট হইতে কর সংগ্রহ করেন। হিন্দুদিগের প্রতি ইহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, এমন কি তাঁহাদের তীর্থযাত্রা পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৫১৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বকীয় উদ্ধত ব্যবহারে ইনি অল্প কাল মধ্যেই আমীর ওমরা-দিগের বিরাগভাজন হন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ বিদ্রোহী হইয়া কাবুলাধিপতি সুলতান বাবরকে সিংহাসন গ্রহণার্থ আহ্বান করিলেন। বাবর অতি অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে নিহত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে অল্প বিস্তর প্রায় ৪০ হাজার পাঠানসৈন্য নিহত হয়। ইব্রাহিম হইতে পাঠানবংশীয় রাজাদিগের লোপ হয়। বাবর যদিও প্রকৃতরূপে তাতারজাতীয় ছিলেন না, এবং তাতারীয়েরাই মোগল, তথাপি তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা 'মোগল' বলিয়াই খ্যাত।

নবম অধ্যায়।

মোগল অধিকার কাল।

মোগল বংশ।—(১৫২৬-১৭৬১)

[মোগল সম্রাট্‌দিগের নাম ও রাজ্যপ্রাপ্তির ধারাবাহিক তালিকা]

১। বাবর ১৫২৬   ২। হুমায়ুন ১৫৩০

[শূরবংশ—সেরশূর, সেলিম, আদিল।]

৩।	আকবর	১৫৫৬	৯।	ফেরোক্‌সিয়ার	১৭১৩
৪।	জাহাঙ্গীর	১৬০৫	১০।	রাফিউদ্দারাজাৎ	১৭১৯
৫।	সাজাহান	১৬২৭	১১।	রাফিউদ্দৌলা	১৭১৯
৬।	আরঙ্গ্‌জেব		১২।	মহম্মদ সাহ	১৭১৯
	(আলমগীর ১ম)	১৬৫৮	১৩।	আমেদ সাহ	১৭৪৮
৭।	বাহাদুর সাহ	১৭০৭	১৪।	আলমগীর (২য়)	১৭৫৪
৮।	জাহান্দার সাহ	১৭১২	১৫।	সাহ আলম (২য়)	১৭৫৯

বাবর, ১৫২৬-৩০।

সুলতান বাবর পিতৃক্রমে তৈমুর খাঁর, ও মাতৃক্রমে জঙ্গীস্ খাঁর বংশজাত। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি পৈত্রিক রাজ্য ফরগণার অধিপতি হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি দুইবার সমরকন্দ অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহার পরম শত্রু উজবেকেরা তথা হইতে

তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। পরে তিনি কাবুলে উপস্থিত হইলে কাবুলবাসীরা তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে। ইব্রাহিম লোদির সগর্ব্বব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদি ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে বাবরকে আহ্বান করেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণিপথের যুদ্ধে কেবল দিল্লী ও আগরা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান বাবরের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বাবর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে সেনাপতি করেন। হুমায়ুন চারি মাসের মধ্যে ইব্রাহিম লোদির অধিকারভুক্ত তাবৎ প্রদেশ অধিকার করিলেন। এই সময়ে চিতোরপতি রাণা সংগ্রাম সিংহ বলবিক্রমে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ১৫২৭ অব্দে তিনি সসৈন্যে বাবরকে আক্রমণ করেন; আগরার দক্ষিণ ফতেপুর শিকৃরি নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়, বাবর জয়লাভ করেন, সংগ্রাম সিংহ বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন।

ইহার পরবর্ত্তী ছয়মাস কাল বাবর অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে অতিবাহিত করেন। পরবৎসর সংগ্রামসিংহের অনুচর মেদিনী রায়ের বাসস্থান চান্দেরী নগর ও সংগ্রামসিংহের অধিকারভুক্ত রণস্তম্ভপুর বাবরের হস্তগত হইল। এই সময়ে বাবর ও হুমায়ুনের এককালে ভয়ঙ্কর পীড়া হয়। হুমায়ুন অতি কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু ১৫৩০ খৃঃ অব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর পাণিপথের যুদ্ধে পাঠানদিগের এবং ফতেপুর শিকৃরির যুদ্ধে রাজপুতদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত করেন। তাঁহার দেহ কাবুলে সমাহিত রহিয়াছে।

বাবরের চরিত্র। বাবর ভারতবর্ষের একজন উৎকৃষ্ট

সম্রাট্ ছিলেন। তিনি তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গীসখাঁর ন্যায় পরাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি প্রফুল্লচিত্ত, সদয়, সুকবি, বিলাসশূন্য ও মিষ্টভাষী নৃপতি ছিলেন। প্রতিদিন যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, তিনি স্বহস্তে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এই "আত্মজীবন বৃত্তান্ত" (Memoirs) তাঁহার স্বভাবের সরলতা ও ঔদার্য্যের বিশিষ্ট পরিচায়ক।

হুমায়ুন, ১৫৩০-৫৬।*

বাবরের চারি পুত্র—হুমায়ূন, কামরাণ, হিণ্ডাল ও মীর্জ্জা আস্করী। হুমায়ুন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কায় হুমায়ুন, কামরাণের হস্তে কাবুল সমর্পণ করিলেন, হিণ্ডালকে সম্বলের অধিকারী করিলেন এবং মীর্জ্জা আস্করীকে মেওয়াট রাজ্য দিলেন। কেবল হিন্দুস্থান তাঁহার অধীন রহিল। হুমায়ুন প্রথমে জৌনপুরের বিদ্রোহ নিবারণে মনোযোগী হইলেন। ইহার পর গুজরাটপতি বাহাদুর সাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বাহাদুর—খান্দেস, বিরার ও আমেদনগর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া দিল্লীশ্বরের প্রতিকূলতাচরণ করিতে ছিলেন। হুমায়ুন গুজরাট অবরোধ করিলে বাহাদুর সাহ পলায়ন করেন। এই সময়ে বাদসাহ বিপুল বিক্রমের সহিত চম্পানগরের গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার অনতি-

---

* এই সময়ের মধ্যে ১৫৪০ হইতে ১৫৫৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজ্যচ্যুত থাকেন।

বিলম্বেই সের খাঁর বিদ্রোহবার্ত্তা উপস্থিত হইলে, হুমায়ুন তাৎকালিক রাজধানী আগরায় যাত্রা করিবামাত্র, অমনি বাহাদুর নিজরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন।

সের খাঁ। সের খাঁ পাঠানজাতীয় এক আমীরের পুত্র; বিহারদেশ ইঁহার জন্মভূমি এবং সাসিরাম ইঁহার পিতার জায়গীর ছিল। সের, বাবরের সময় হইতে আপন ভাগ্যোন্নতির প্রয়াস পাইতেছিলেন। পরে বিহারের অধিপতি হইয়া বাঙ্গালাদেশ পরাজয় করিবার মানসে গৌড় নগরের দিকে যাত্রা করিলে, হুমায়ুন তাঁহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। সের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক চুনারের দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে বহুল সেনা প্রেরণ করিলে, হুমায়ুন যেমন সেই দুর্গ জয় করিতে গেলেন, অমনি সের বাঙ্গালা জয় করিয়া লইলেন। অনন্তর প্রতারণাধিকৃত রোটাস্ দুর্গে স্বীয় সম্পত্তি রাখিয়া সের বাঙ্গালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, হুমায়ুন আসিয়া গৌড়নগর অধিকার করিলেন। বর্ষাধিক্যবশতঃ বহু দিবস হুমায়ুনকে গৌড়ে বদ্ধ থাকিতে হয়। সের এই সময়ের মধ্যে বিহার হইতে কনোজ পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৩৮)।

বক্সারের যুদ্ধ, ১৫৩৯। অনন্তর হুমায়ুন আগরা প্রতিগমনমানসে বক্সারে উপস্থিত হইলে, সের রাত্রিযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া আগরায় পৌঁছিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্ত প্রায় সমুদয় নষ্ট হইল; মহিষীও তখন সেরের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ অসম্মান হয় নাই। যাহা হউক হুমায়ুন কামরাণের সাহায্যে আবার সেনাসংগ্রহ করিয়া কনোজের সন্নিধানে

পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন (১৫৪০) এবং পলায়নপূর্ব্বক কামরাণের রাজ্য পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। কামরাণ ঐ দেশ সের-খাঁকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক কাবুলে গমন করিলেন। হুমায়ুন তথায় থাকিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল সিন্ধু-দেশে, পরে যোধপুরের রাজা মল্লদেবের সন্নিধানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর বহুক্লেশে সুদুর্গম মরুভূমি পার হইয়া অমরকোটস্থ রাণা প্রসাদের সমীপগত হইলেন। রাণা যথেষ্ট সম্মান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। অমরকোটে অবস্থান কালে সুপ্রসিদ্ধ আকবর ভূমিষ্ঠ হন (১৫৪২)।

রাণা প্রসাদ ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া হুমায়ুন সিন্ধুদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় সে উদ্যম বিফল হওয়ায়, তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কান্দাহার যাত্রা করিলেন। ঐ নগরে কামরাণের অধীনে আস্করী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন তাঁহার নিকটে শিশুপুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং মক্কা গমন করিবেন এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শুনিলেন, আস্করী তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্যসমেত আসিতেছেন। অতএব তিনি ত্বরিত-পদে মহিষীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পারস্য-রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় রহিলেন (১৫৪৮)। এ দিকে আস্করী হুমায়ুনের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনাথবৎ পতিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সুরবংশ—সের সাহ (১৫৪০-১৫৪৫)।

১৫৪০ অব্দে কনোজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সের, 'সেরসাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইলেন। অনন্তর দিল্লী সাম্রাজ্য ও পঞ্জাবদেশ অধিকার করিয়া তিনি বাঙ্গালার বিদ্রোহ নিবারণপূর্ব্বক হিন্দু রাজাদিগের পরাজয়সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে মালবদেশ বশীভূত করিলেন, পরে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক রেসিনের দুর্গ অধিকার করিলেন। অতঃপর যোধপুর আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন। তৎপরে কালঞ্জরের গিরিদুর্গ অধিকার করিবার সময়ে শত্রুপক্ষীয় জ্বলন্ত-গোলা নিজের বারুদখানায় পতিত হওয়ায় অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিলেন (১৫৪৫)। তিনি বহু চেষ্টার ফল ভারতসাম্রাজ্য ৫ বৎসরের অধিক ভোগ করিতে পান নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা, দস্যুতস্করাদির শাসন, বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত কূপ ও পান্থাবাস সমেত সুন্দর রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সংবাদাদি পাইবার সুবিধার জন্য তিনিই ঘোড়ার ডাকের প্রথার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রাজস্বসংগ্রহ-বিধি অবলম্বন করিয়াই আকবরের রাজস্ব সংগ্রহ বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। সের উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ রাজকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, কার্য্যদক্ষ ও উৎকৃষ্ট সম্রাট্ সচরাচর দেখা যায় না—শত্রুরাজগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার প্রধান দোষ। সাসিরামস্থ প্রাসাদে তাঁহার শব সমাহিত রহিয়াছে।

সেরসার মৃত্যুর পর তৎপুত্র 'সেলিমশাহ' ৮ বৎসর প্রায়

নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়া (১৫৫৩) গতাসু হইলে, তাঁহার শ্যালক 'আদিলসাহ' স্বীয় ভাগিনেয় ফিরোজ খাঁর প্রাণবধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই ব্যক্তি মূর্খ ও ব্যসনাসক্ত। ইহাঁর অতিব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হইলে, অমাত্যগণের ভূসম্পত্তি-হরণের চেষ্টা ও তন্নিবন্ধন রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং ইব্রাহিম সুর নামক তাঁহারই পরিবারস্থ একব্যক্তি দিল্লী ও আগরা অধিকার করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই সেকন্দরনামা আর একজন পঞ্জাব হইতে আসিয়া ইব্রাহিমকে দূর করিয়া দেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ ঘটিলে আদিলসার মন্ত্রী হিমু (হেমচন্দ্র) তন্নিবারণার্থ যাত্রা করিলেন; এদিকে হুমায়ুন পুনরাগত হইয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করিয়া লইলেন। (১৫৫৫)

হুমায়ুনের পুনরধিকার—১৫৫৬।

হুমায়ুন কান্দাহারের পথ হইতে পারস্যে পলায়ন করেন, একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে 'সিয়া' ও 'সুন্নি' নামে দুই প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ধর্ম্মসংস্থাপক মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার দায়াদ-সম্পর্ক-বিহীন তিনজন 'খলিফা' অর্থাৎ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তৎপরে তাঁহার জামাতা 'আলি' খলিফাপদ লাভ করেন। সুন্নিগণ এই ৪ জনকেই খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সিয়ারা প্রথমোক্ত ৩ জনকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। সিয়া ও সুন্নি-দিগের প্রধানতঃ এই ভেদ। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ আছে। হুমায়ুন সুন্নি এবং পারস্যরাজ তমাস্প

দিয়া ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে শিয়া করিবার জন্য নানাবিধ উৎপীড়ন ও অনেক অপমান করেন। সুতরাং হুমায়ুনকে অগত্যা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া শিয়া মত গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, তিনি ঐ রাজার সাহায্যে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমে কান্দাহার ও পরে কাবুল অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা কামরাণের বারংবার বিদ্রোহিতায় ১৫৫৩ অব্দের পূর্ব্বে তথায় দৃঢ় হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটন করিয়া ১৫৫৫ অব্দে পঞ্জাব জয় করেন, এবং সরহিন্দ প্রদেশে সেকন্দর সুরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগরার পুনরধীশ্বর হন। কিন্তু হুমায়ুনের অদৃষ্টে দ্বিতীয়বার রাজ্যভোগ অধিকদিন ঘটিল না। ছয়মাসের মধ্যে তিনি নিজ পুস্তকালয়ের মার্জ্জিত মার্ব্বেল নির্ম্মিত সোপানে পদস্খলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

হুমায়ুন সাহসী, রণনিপুণ, বিদ্যোৎসাহী ও সদাশয় লোক ছিলেন; কিন্তু সর্ব্বদা শত্রুসমূহে পরিবেষ্টিত থাকায় তাঁহাকে কখন কখন দয়ার বহির্ভূত কার্য্যও করিতে হইয়াছিল।

আকবর, ১৫৫৬-১৬০৫।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পঞ্জাবদেশে রহিলেন। পৈতৃক বিশ্বস্ত মন্ত্রী বৈরাম খাঁ তাঁহার অভিভাবক ও প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে পূর্ব্বোল্লিখিত আদিল সাহের মন্ত্রী হিমু বাঙ্গালাদেশ জয় করিয়া আপন প্রভুকে পুনর্ব্বার সম্রাট পদে বসাইবার অভিলাষে যুদ্ধ করিয়া আগরা ও দিল্লী হইতে

মোগলদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং আকবরকে দূরীভূত করিবার মানসে লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালক আকবর, মন্ত্রী বৈরামের পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৫৫৬। ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে আকবর জয়ী এবং হিমু বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন। এই সময়ে আদিল চুনারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁর সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আদিল সার রাজত্ব শেষ হইল।

বৈরাম খাঁ। ইনি অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও মাৎসর্য্য দোষে রাজকীয় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অপ্রিয় হইয়া উঠেন। অকারণে কয়েকজন প্রধান রাজপুরুষের প্রাণবধ করায় আকবরও তাঁহার প্রভুত্বে বিরক্ত হইলেন, এবং কৌশলক্রমে একদা (১৫৬০) তাঁহাকে দূরে পাঠাইয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, 'অদ্যাবধি আমি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম.প্রজাগণকে অন্যের আজ্ঞা আর মানিতে হইবে না। এই আজ্ঞায় রাজ্যের সমস্ত লোক বড়ই প্রীত হইল। বৈরাম লোকের নিকট ক্রমশঃ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি আকবরকে পুনর্ব্বার হস্তগত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা কবিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে আকবরের শরণাপন্ন হইলেন এবং শেষাবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করাই স্থির করিলেন। আকবর প্রভূত বৃত্তিনির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে মক্কা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে গুজরাটে একজন

পাঠান, তাঁহার প্রাণনাশ করিল। বৈরাম এই পাঠানের পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আকবরের বয়স ১৮ বৎসর। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই নানা উৎপাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বালক দেখিয়া আমীরেরা প্রতিকূল হন। সেনানিবিষ্ট উজবেক জাতীয়েরা বিদ্রোহী হয়। তাঁহার ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা মির্জ্জা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করেন, এবং জৌনপুর, গোয়ালিয়র অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। আকবর তেজস্বিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা সাত বৎসরের মধ্যে সকল উৎপাতের নিবারণ করিলেন, এবং অধিকৃত রাজ্য সমূহের সুব্যবস্থা করিলেন।

রাজপুতদিগের সহিত মৈত্রীকরণ। এ যাবৎ কোনও সম্রাট্ রাজস্থান বশীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। আকবরের উদারতায় ও বুদ্ধিবলে তাহার কতক সম্পাদিত হইয়াছিল। অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না; বরং তাঁহাদিগকে মুসলমানদিগের ন্যায় সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি স্বয়ং জয়পুর ও যোধপুরের দুই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়পুরের অপর এক রাজ-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এইরূপ কুটুম্বতা সূত্রে বদ্ধ এবং সম্রাটের উদার ব্যবহারে অধিকতর বশীভূত রাজপুত রাজগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় রাজপুত সৈন্য লইয়া সম্রাটের কার্য্যসাধন করিতে লাগিলেন।

চিতোর সহিত যুদ্ধ। একমাত্র চিতোরাধিপতি রাণা উদয়সিংহ এরূপ অনার্য্য সম্বন্ধ স্থাপনে অনুমোদন করেন নাই। ১৫৬৭ অব্দে আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে, উদয়সিংহ নগর

ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। চিতোর আকবরের হস্তগত হইল (১৫৬৮)। ইহার নয় বৎসর পরে উদয়ের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ মিবার রাজ্যের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে উদয়পুর নগর স্থাপন করিয়া পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য আকবর মানসিংহ ও মহাবৎ খাঁকে সেনাপতি করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপ বাইশ হাজার রাজপুত সৈন্যসহ হলদিঘাট নামক গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের সম্মুখীন হন। এই স্থানে উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে রাজপুতেরা অতুল বিক্রম প্রকাশ করিলেও অগণ্য মোগলসেনার গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৫[illegible] অব্দে কালঞ্জর ও রণস্তম্ভপুর আকবরের হস্তগত হয়।

গুজরাট অধিকার। বাহাদুর সাহার মৃত্যুর পর গুজরাটে অনেক গোলযোগ ঘটে। তৃতীয় রাজা মোজাফরের রাজত্বকালে এতিমাদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি সমুদয় রাজক্ষমতা হস্তগত করেন। এজন্য তাঁহার অনেক শত্রু হয়, এদিকে আকবরের কতিপয় সেনানী গুজরাটে গিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া এতিমাদ আকবরকে গুজরাট অধিকার জন্য আহ্বান করিলেন। ১৫৭২ খৃঃ অব্দে শেষ রাজা মোজাফর আকবরের হস্তে গুজরাট সমর্পণ করিয়া তাঁহার সদস্য মধ্যে পরিগণিত হন।

বাঙ্গালা-বিজয়। অনন্তর ১৫৭৬ অব্দে আগমহলের যুদ্ধে বিহার ও বাঙ্গালা দেশ আকবরের রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে পাঠানেরা ঐ দুই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগেরই অন্যতম নবাব সলিমানের সময়ে

উড়িষ্যাদেশ পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। যাহা হউক, পাঠান-দিগের শেষ নবাব দাউদ খাঁ কয়েকবার আকবরের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া পরিশেষে হত হইলে বাঙ্গালা ও বিহার যদিও পুনর্ব্বার দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, তথাপি বারংবার রাজবিদ্রোহ নিবন্ধন ১৫৪২ অব্দের পূর্ব্বে নিরুপদ্রব হয় নাই। আকবরের ভ্রাতা মির্জ্জা হাকিম আর একবার বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরাজিত ও মার্জ্জিতাপরাধ হইয়া কাবুলেই থাকেন। বাঙ্গালা দেশের রাজবিদ্রোহ নিবারণার্থ আকবরের প্রেরিত হিন্দুজাতীয় রাজপুত রাজা তোডরমল ও মানসিংহ অনেক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর ও সিন্ধুজয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু রাজগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে শেষ হিন্দুরাজা মুসলমান মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হইলে কাশ্মীরে মুসলমানশাসনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর ভুটিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করায় তথায় বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। আকবর এই সুযোগে কাশ্মীর অধিকার করিয়া আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং তত্রত্য রাজাকে বিহারে জায়গীর প্রদান করেন।

এই সময় (১৫৯২) সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিয়া আকবর দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন এবং সিন্ধুরাজকে আপন সদস্য শ্রেণী-ভুক্ত করেন। ১৫৯৪ অব্দে কৌশল পূর্ব্বক আকবর কান্দাহার অধিকার ভুক্ত করেন। এইরূপে সমগ্র হিন্দুস্থান আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

দাক্ষিণাত্য জয়। অতঃপর আকবর দাক্ষিণাত্যের জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৫৯৫ অব্দে আমেদ নগরের সিংহাসন

লইয়া গোলযোগ হইলে, আকবর তথায় আপনার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদকে পাঠাইলেন। তৎকালে ঐ নগরে নাবালক রাজা বাহাদুর সার অভিভাবিকা রাজ্ঞী চাঁদসুলতানা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুরাদ ঐ নগর আক্রমণ করিলে, চাঁদসুলতানা অসীম সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের সহিত এরূপে নগর রক্ষা করিলেন যে, মুরাদ কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে বিরারদেশ সম্রাটকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব হওয়ায় সন্ধি হইল (১৫৯৬); কিন্তু এই সন্ধি অধিককাল থাকে নাই। ১৫৯৯ অব্দে সম্রাট স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, দৌলতাবাদ গৃহীত হইয়াছিল, এবং তৃতীয় রাজকুমার দানিয়াল আমেদনগর পুনর্ব্বার অবরোধ জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে চাঁদ-সুলতানা নিজ রাজ্যের বিপক্ষদিগের কর্ত্তৃক হত হওয়ায় মোগ-লেরা ঐ নগরের অধিকারে সমর্থ হন এবং রাজাকে গোয়ালিয়ারে বন্দী করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর খান্দেশরাজ্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। তিনি দানিয়ালকে তথাকার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া (১৬০১) আগরায় প্রত্যাগমন করেন।

আকবরের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু। আকবরের মধ্যম পুত্র মুরাদ ১৫৯৯ অব্দে, এবং তৃতীয় পুত্র দানিয়াল পানদোষে ১৬০৪ অব্দে পরলোক গমন করেন। সেলিম (জাহাঙ্গীর) নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১৬০১ অব্দে বিদ্রোহী হওয়াতেই আকবরকে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া আগরায় যাইতে হয়—তিনি ঐ বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া সেলিমকে, বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিয়া দিলেন। যাহা হউক, উপর্য্যুপরি দুই পুত্রের শোক পাওয়ায় আকবরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি

সেলিমকেই আপন উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্যে সেলিমের পুত্র (রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়) খসরুকে সম্রাট করিবার চক্রান্ত হয়। সেই চক্রান্তে লিপ্ত ভাবিয়া, সেলিম সম্রাটের প্রিয় পারিষদ "আইন-ই-আকবরী" রচয়িতা আবুল ফজলকে, বিনষ্ট করেন, এবং খসরুর প্রতি জাতক্রোধ হন। পরিশেষে সকল বাধা অতিক্রান্ত হইল—আকবর সেলিমকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ১৬০৫ অব্দে পরলোকগমন করেন।

আকবর-চরিত্র। আকবরের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত মুসলমান সম্রাট্ ভারতবর্ষে কখন হয় নাই। তিনি বলবান্, সুশ্রী, পরিশ্রমী, সাহসী, পরাক্রান্ত, সুরাপানবিরত, উদারস্বভাব, ন্যায়পরায়ণ, পরাজিত রাজগণের প্রতি কৃপাসম্পন্ন ও বিদ্যানুরাগী লোক ছিলেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত বুঝিতেন এবং সকল শাস্ত্রেরই আলোচনার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন।

আকবরের ধর্ম্মমত। আকবর অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় পরধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন না। যুক্তিসঙ্গত সকল ধর্ম্মেই তিনি বিশ্বাস করিতেন। এইরূপে ক্রমে মহম্মদীয় ধর্ম্মে তাঁহার অনাস্থা জন্মে। তিনি 'দীনইলাহী' (ঐশ্বরিকবিশ্বাস) নামে এক ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই মতে ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং আকবর পৃথিবীতে তাঁহার আদেশবাহক প্রতিনিধি। এইরূপে আকবর আপনাকে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের নিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। ফতেপুরস্থ 'ইবাদৎ' খানা নামক সভামণ্ডপে প্রতি শুক্রবারে হিন্দু, মুসলমান, পারসীক, ইয়ুদী ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। আকবর অবহিত হইয়া সকলের যুক্তি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন।

সাম্রাজ্যের বিভাগ। আকবর সমুদয় সাম্রাজ্যকে পঞ্চদশ * প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সুবার এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব, বিচার ও সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। বিচার কার্য্য রাজধানীস্থিত প্রধান বিচারপতি (মীর আদেল) এবং প্রধান প্রধান নগরের কাজীদ্বারা নির্ব্বাহ হইত।

রাজস্বের সুনিয়ম। আকবরের পূর্ব্বে সেরসাহ রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেরসাহ, উৎপন্নের চতুর্থাংশ কর গ্রহণ করিতেন। আকবর, উৎপন্নের তৃতীয়াংশ রাজকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার সময় সমস্ত হিন্দুস্থান জরীপ হয়, এবং উৎপন্নের তারতম্য অনুসারে ভূমির শ্রেণী বিভাগ হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে রাজা তোডরমল তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর—১৬০৫-২৭।

সেলিম, ১৬০৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'জাহাঙ্গীর' (ভুবনবিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কতিপয় বিরক্তিকর শুল্কের অপ্রচলন, নাসাকর্ণচ্ছেদরূপ দণ্ডের নিবারণ, মদিরা সেবন নিষেধ প্রভৃতি সৎকার্য্যদ্বারা সকলের অনুরাগ ভাজন হইবার

---

* ১ দিল্লী ২ আগরা ৩ কাবুল ৪ লাহোর ৫ মুলতান ৬ আজমীর ৭ গুজরাট ৮ মালব ৯ অযোধ্যা ১০ এলাহাবাদ ১১ বিহার ১২ বাঙ্গালা ১৩ খান্দেশ ১৪ বিরার ১৫ আমেদনগর।

চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিয়া সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে ইহার সুব্যবস্থা করিলেন।

খসরুর বিদ্রোহ ও পরাজয়। খসরুর প্রতি সম্রাট্ জাতক্রোধ ছিলেন। খসরু এক্ষণে আপনাকে নিরাপদ ভাবিতে না পারিয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেশলুণ্ঠন করিতে করিতে কাবুলের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সম্রাট সসৈন্যে গমনপূর্ব্বক পঞ্জাবে তাঁহাকে পরাস্ত, ধৃত ও নিগড়বদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সাতশত অনুচরকে শূলে চড়াইয়া প্রাণবধ করিলেন। ঐ সময় হইতে মৃত্যুকাল (১৬২১) পর্য্যন্ত খসরু বন্দিভাবে ছিলেন।

মালিক আম্বর। ১৫৯৯ অব্দে আমেদনগর মোগলদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে মালিক আম্বর নামক একজন আবিসীনীয় প্রবল হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন, এবং ১৬১০ অব্দে তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া ঐ রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন।

নুরজাহান। ১৬১১ অব্দে সম্রাট্ বিখ্যাত নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন। মির্জ্জাগিয়াস নামক একজন সৎকুলোদ্ভব পারসীক ধনোপার্জ্জনমানসে তিহারাণ হইতে সপরিবারে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পত্নী এক কন্যা প্রসব করেন। গিয়াস, তৎকালে এরূপ নিঃসম্বল হইয়া ছিলেন যে, কোনরূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, পথিপ্রান্তে কন্যাকে নিক্ষেপপূর্ব্বক চলিয়া আইসেন। দৈবযোগে এক বণিক ঐ পথ-আলো করা কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া

দান, প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার মাতাপিতাকে জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সমর্পণ করেন। গিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমশঃ আকবরের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী হন এবং মেহেরুন্নিসা নাম্নী তাঁহার সেই কন্যা ভুবনমোহিনী যুবতী হইয়া উঠেন। সেলিম উহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের প্রতিকূলতায় তাহা হয় নাই—সেরখাঁ নামক একজন আফগানের সহিত উহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সেরখাঁ সেলিমের দৌরাত্ম্যভয়ে প্রাণ ও পত্নী লইয়া বর্দ্ধমানে আগমনপূর্ব্বক উহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। জাহাঙ্গীর সম্রাট্ হইলে মেহেরুন্নিসাকে হস্তগত করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেরখাঁর বিনাশের নিমিত্ত কুতবুদ্দীনকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। বীরপুরুষ সেরের হস্তে কুতব, নিহত হইলেন, কিন্তু অনেকে সমবেত হইয়া সেরকেও বিনাশ করিল এবং তৎপত্নী মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে লইয়া গেল। তথায় চারি বৎসর পরে জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, তিনি নুরজাহান (জগতের আলোক) নামে ভারতের সর্ব্বেশ্বরী হইলেন। ক্রমে তাঁহার আধিপত্য এরূপ হইল যে, টাকাতে জাহাঙ্গীরের নামের সহিত উঁহারও নাম মুদ্রিত হইতে লাগিল।

এই বিবাহের পর আমেদনগরের পুনরুদ্ধারার্থ সম্রাটের ২য় পুত্র পার্ব্বিজ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মালিক আম্বরের রণকৌশলে সেবারেও মোগলেরা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে সম্রাটের অন্যতম পুত্র খরম প্রেরিত হইয়া অনুকূল দৈববলে আম্বরকে বশীকৃত ও আমেদনগর অধিকৃত করিলেন।

স্যর্ তমাস রোর দৌত্য। ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমসের দূত স্যর্ তমাস রো ১৬১৫ অব্দে দিল্লীতে আসিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা করাই ইঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। পর্ত্তুগীজেরা ইহার পূর্ব্ব হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতেছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে পোর্ত্তুগীজদিগের হইতেই এদেশে তামাকের প্রচলন হয়।

খরমের বিদ্রোহ। ১৬২১ অব্দে রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র সাহরিয়র, সেরখাঁর ঔরসজাত নুরজাহানের কন্যাকে বিবাহ করেন। এক্ষণে সম্রাটের শেষদশা দেখিয়া, জামাতাকে রাজ্য দিবার জন্য নুরজাহান সচেষ্ট হইলেন। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত খরম এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। ঐ বিদ্রোহ নিবারণের জন্য রাজকুমার পার্ব্বিজ ও কাবুলের শাসনকর্ত্তা মহাবৎ খাঁ প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া খরম দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য সুবদারকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক পিতার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

মহাবৎ খাঁ। ইনি একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ। খরমকে দমনে রাখিয়া সাহরিয়রের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আনুকূল্য করিতে পারিবেন এই আশয়েই নুরজাহান কাবুল হইতে ইঁহাকে আনাইয়াছিলেন। ইনিও প্রথমে তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও সম্মান দর্শনে রাজ্ঞী ঈর্যান্বিত হইলেন, এবং রাজকুমার পার্ব্বিজের প্রতি ইঁহার অনুরাগ দেখিয়া ইঁহাকে শক্র-

বোধ করিলেন। মহাবৎ সৈন্যসমেত কাবুলে প্রতিগমন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে তাঁহাকে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা পাঠান হইল। মহাবৎ ৫০০০ বিশ্বাসী রাজপুত সেনাসমেত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাবুলগামী সম্রাটের বিপাশাবাম-তীরস্থ শিবিরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করায় তিনি অতিশয় অপমান বোধ করিলেন, এবং সম্রাটের সেনাসকল বিপাশা পার হইলে পর, নিজ রাজপুত সেনা সঙ্গে লইয়া শিবিরস্থ সম্রাটকে বন্দী করিলেন। রাজ্ঞী স্বামীর বন্দিভাব বিমোচনের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার ও অনেক সাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বন্দিভাবাপন্ন স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। মহাবৎ প্রায় এক বৎসর কাল সম্রাটকে কাবুলে আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কখন অসম্মান করেন নাই। অনন্তর চতুরা নুরজাহানের বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট বন্দিদশা হইতে নির্ম্মুক্ত হন। মহাবৎকে, পলাইয়া দাক্ষিণাত্যে খরমের সহিত মিলিত হইতে হয়।

এই সময়ে খরম দুরবস্থাপন্ন হইয়া পারস্যদেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে (১৬২৬) পার্ব্বিজের মৃত্যু হওয়ায় এবং মহাবৎ খাঁর আনুকূল্য পাওয়ায় তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির আশা পুনরুজ্জীবিত হইল। ইহারই পর বৎসর সম্রাট কাশ্মীর হইতে লাহোরে আসিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পূর্ব্বলক্ষিত শ্বাসরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। (১৬২৭)

একমাত্র পানদোষ ভিন্ন জাহাঙ্গীরের আর কোন গুরুতর দোষ ছিল না। তিনি প্রজাদিগের বিবাদের ন্যায্য বিচার

করিবার জন্য বড়ই উৎসুক ছিলেন। "আইন-ই-আকবরি" রচয়িতা আবুল ফজলের হত্যা তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক।

সাজাহান, ১৬২৭-১৬৫৮।

পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া খরম দাক্ষিণাত্য হইতে ত্বরিতপদে আগরায় গিয়া সাজাহান (ভুবনপতি) নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁ, পিতার মৃত্যুর পর রাজমন্ত্রিত্বপদে বৃত হইয়াছিলেন। ইনি সাজাহানের শ্বশুর—সুতরাং জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিবেন, একথা বলা বাহুল্য। সাহরিয়র ও আকবর বংশজাত যে কেহ সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ বিনাশ করিয়া সাজাহান আপন পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। নুরজাহান বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত জীবনকাল (১৬৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত) অতিবাহিত করিলেন। সম্রাটের সাহায্যকারী উক্ত আসফ্ খাঁ ও মহাবৎ খাঁ রাজ্যের প্রধান লোক হইয়া প্রচুর সম্মানলাভ করিলেন।

আমেদনগর বিজয়। সাজাহানকে সর্ব্বপ্রথমেই দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। খাঁজাহানলোদি নামক দাক্ষিণাত্যের কোন প্রবল সুবাদার স্বাধীন হইবার মানসে গোপনে আমেদনগরের পূর্ব্বপতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে আগরায় গিয়া সম্রাটের অবিশ্বস্তভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হন, এবং দাক্ষিণাত্যে

গমনপূর্ব্বক আমেদনগরের রাজার সহযোগে সম্রাটের সহিত বহু-যুদ্ধের পর পরিশেষে বুন্দেলখণ্ডে নিহত হন (১৬৩০)। খাঁজাহান নিহত হইলেও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ অনেক দিন চলিয়াছিল। মোগলেরা কখন আমেদনগর, কখন বিজাপুর, কখন উভয় রাজ্যই আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময়ে প্রসিদ্ধ শিবাজীর পিতা সাহাজী আমেদনগরের সন্নিহিত অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া সাহাজান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন-পূর্ব্বক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডানগরকে বশ্যতা স্বীকার করাইলেন, এবং সাহাজীকে পরাজিত করিলেন। ১৬৩৭ অব্দে আমেদ-নগরের গোলযোগ একবারে নিবৃত্ত হয়।

আলিমর্দ্দান খাঁ। এই সময়ে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দ্দান খাঁ স্বপ্রভু পারস্যরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া সাজা-হানকে ঐ রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন। ইনি প্রথমে রাজপুত্র মুরাদ, পরে আরঙ্গ্‌জেবের সহযোগে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিমস্থ বল্খ রাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করেন; কিন্তু তত্রত্য উজ্‌বেক জাতীয়দিগকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। কান্দাহাররাজ্য পারসীকেরা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সম্রাটের পুত্র দারা ও আরঙ্গ্‌জেব অনেক যুদ্ধ করিয়াও উহার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন নাই।

মিরজুম্‌লা। ১৬৫২ অব্দে রাজকুমার আরঙ্গ্‌জেব দাক্ষি-ণাত্যের সুবাদার হন। তিনি গোলকুণ্ডার রাজমন্ত্রী মিরজুম্‌লা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঐ রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করিতে যাত্রা করিলেন এবং বাঙ্গালার তাৎকালিক সুবাদার, ভ্রাতা সুজার

কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে যাইবার যাত্রার ছলে সসৈন্যে গমন করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। তত্রত্য রাজা পরাজিত হইয়া উপযুক্ত রাজস্ব দান এবং আরঙ্গ্‌জেবের পুত্র মহম্মদকে কন্যাপ্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই সময় হইতে মিরজুম্‌লা আরঙ্গ্‌জেবের প্রিয় সেনাপতি হইলেন। অনন্তর সাজাহানের গুরুতর পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রাজ্যাধিকার লইয়া তৎপুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল।

দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ। সাজাহানের চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন—জ্যেষ্ঠ দারাসিকো, দ্বিতীয় সুজা, তৃতীয় আরঙ্গ্‌জেব এবং চতুর্থ মুরাদ। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই রাজ্যাধিকার প্রদান করিতে মানস করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই পূর্ব্ব হইতেই রাজকার্য্যের কতক ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। ১৬৫৭ অব্দে সম্রাট পীড়িত হইলে তৎসংবাদ, দারা গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সকল ভ্রাতাই জানিতে পারিলেন এবং বাঙ্গালার সুবাদার সুজা ও গুজরাটের সুবাদার মুরাদ রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ধূর্ত্ত আরঙ্গ্‌জেব সেরূপ না করিয়া মীরজুম্‌লার সহিত যুক্তি করিয়া নির্ব্বোধ মুরাদের সহিত যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনার রাজ্যনিস্পৃহতা ও মক্কা গমনেচ্ছা খ্যাপন করিয়া কেবল নাস্তিক * দারা ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকেই শাসন করিবার উদ্দেশে মুরাদের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

* দারা আকবর সাহের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিতেন এজন্য অভিভক্ত মুসলমানেরা তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন।

আরঙ্গ্জেবের বিদ্রোহ, ১৬৫৭। এই সময়ে সাজাহান সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন; তথাপি পুত্রদিগের বিরোধ নিবৃত্ত হইল না। বারাণসীর সমীপে কার্জোয়া নামক স্থানে দারা ও তৎসহযোগী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে সুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এ দিকে মুরাদ ও আরঙ্গ্-জেবের দমনার্থ রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তিনি উজ্জয়িনীর নিকটে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য যোধপুরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর দারা অগ্রসর হইয়া আগরার সমীপে আরঙ্গ জেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। এদিকে আরঙ্গ্জেব জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া আগরায় প্রবেশ করিলেন এবং দারার প্রতি পিতার স্নেহ কোনরূপে বিচলিত হইবার নহে বুঝিয়, পিতাকে ঐ নগরের আবাসদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সুতরাং যদিও সাজাহান ১৬৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তথাপি ১৬৫৮ অব্দেই তাঁহার রাজ্যাধিকারের শেষ হইযাছিল, বলিতে হইবে।

সাজাহানের প্রাসাদমালা। সাজাহানের সভা অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। তিনি প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া নানাবিধ মণিমাণিক্যবিভূষিত এক ময়ুর সিংহাসন নির্ম্মাণ করান। তিনি মতিমসজিদ, জুমামসজিদ প্রভৃতি বহুসঙ্খ্যক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আগরা নগরে 'মুমতাজমহল' নাম্নী প্রেয়সী মহিষীর সমাধির উপরিভাগে বহুবিধ প্রস্তরঘটিত (এক্ষণে তাজমহল নামে খ্যাত) যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, তাহা অদ্যাপি পৃথিবীর উৎকৃষ্ট প্রাসাদমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত।

তাঁহার অধিকারকালে কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল প্রজাই ন্যায্য বিচারলাভে পরিতুষ্ট ছিল। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময়ে ধনাগারে নানাবিধ মণিমাণিক্য এবং অনূ্যন ২৪ কোটি মুদ্রা মজুত ছিল।

আরঙ্গ্‌জেব, ১৬৫৮-১৭০৭।

আরঙ্গ্‌জেব ও মুরাদ, মিলিত হইয়া দিল্লীতে পলায়িত দারার অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক আরঙ্গ্‌জেব নির্ব্বোধ মুরাদকে নিগড়বদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গমধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীতে গমনপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৬৫৮)। ঐ সময়ে তিনি 'আলমগীর (বিশ্ববিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন।

দায়াদ-হত্যা। দারা ও সুজা জীবিত থাকিতে রাজ্য নিরাপদ নহে বুঝিয়া, আরঙ্গ্‌জেব তাঁহাদের বিনাশসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। আরঙ্গ্‌জেবের অনুসরণে ভীত হইয়া দারা প্রথমতঃ মুলতানে পলায়ন করেন। পরে তথা হইতে এক এক করিয়া অনেক রাজপুত সর্দ্দারের নিকট যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর কান্দাহারের সন্নিহিত জুন নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে আরঙ্গ্‌জেবের হস্তে সমর্পণ করেন। নিষ্ঠুর আরঙ্গ্‌জেব জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অতি হীনবেশে দিল্লীনগরের পথে পথে ভ্রামিত করিয়া মুসলমানধর্ম্মত্যাগরূপ মিথ্যাপরাধে তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইলেন এবং কপটশোক প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ডের উপর কতই অশ্রুবর্ষণ করিলেন!

হার পূর্ব্বে সুজা বাঙ্গালা হইতে পুনর্ব্বার দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাজোয়ার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ঐ সময়ে সম্রাট্ আপন পুত্র মহম্মদ ও সেনাপতি মির-জুম্‌লাকে সুজার অনুসরণে প্রেরণ করেন। কিয়দ্দিন পরেই কুমার মহম্মদ পিতৃসৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সুজার সহিত মিলিত হইয়া সুজার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং আবার সুজাকে ত্যাগ করিয়া পিতৃসৈন্যে আসিলে গোয়ালিয়রের দুর্গে কারাবদ্ধ হন। সুজা মিরজুম্‌লাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রথমে ঢাকায় ও পরে আরাকাণে পলায়ন করেন এবং শেষোক্ত স্থানের রাজা-কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরভাবে সবংশে নিহত হন। দারার পুত্র সলিমানও সপরিবারে গোয়ালিয়রের দুর্গে নিরুদ্ধ থাকিয়া অল্পদিন পরেই গতাসু হন। মুরাদও ১৬৬১ অব্দে এক মিথ্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিষ্ঠুর দুরাত্মা আরঙ্গ্‌জেব এইরূপে ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি দায়াদগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

মিরজুম্‌লার আসাম আক্রমণ, ১৬৬২। সেনাপতি মিরজুম্‌লা ১৬৬২ অব্দে আসাম পর্য্যন্ত জয় করিতে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে বিফল হয়। আসামবাসীরা নানাদিক হইতে আসিয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করে এবং তাহাদের খাদ্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে। এ দিকে বর্ষার প্রাদুর্ভাব ও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুবশতঃ তাঁহার অনেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিরজুম্‌লা হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফিরিতে বাধ্য হন; কিন্তু পথকষ্টে ও মনোদুঃখে ঢাকা পৌছিবার পুর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই সময়ে আরঙ্গ্‌জেবের উৎকট পীড়া উপস্থিত হওয়ায়

তাঁহার পদপ্রাপ্তির জন্য নানা চক্রান্ত হইতে লাগিল। কেহ সাজাহানকে, কেহ বা অপর ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল; কিন্তু আরঙ্গ্‌জেবের বুদ্ধি, সাহস ও বিক্রমে সমুদয় চক্রান্ত বিফল হইল। তিনি সুস্থ হইয়া শরীর-শোধনার্থ কাশ্মীরে গমন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় জাতি। ইহার পর আরঙ্গ্‌জেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। ভারতবর্ষের ভুচিত্রে পশ্চিম উপকূলস্থ সুরাটনগর হইতে তৎপূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী নাগপুরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখা, এবং গোয়া নগর হইতে চান্দা নগর পর্য্যন্ত আর এক কল্পিত রেখা পাত করিলে, সেই রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই স্থূলরূপে মহারাষ্ট্রদেশ বলা যায়। সহ্যাদ্রি এই দেশেই অবস্থিত; নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীসকল ইহার কোন না কোন প্রদেশে প্রবাহিত। এই পার্ব্বত্য ও উর্ব্বর প্রদেশের অধিবাসীরা খর্ব্ব দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও ধূর্ত্ত এবং সচরাচর 'মহারাষ্ট্র' নামে খ্যাত।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম বিবরণ দুর্জ্ঞেয়। মোগল অধিকারের সময়েও ইহাঁদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট রাজা ছিল না। এক এক জন প্রধান হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আমেদনগরে মালিক আম্বরের সময়ে ইহাঁদের অভ্যুদয় হয়। বিজাপুরের রাজসরকারে ইহাঁরা অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মালিক আম্বরের যাধবরাও নামে এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মালোজী ভোঁসলা নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। মালোজীর

সাহাজী নামে একটী দশমবর্ষীয় পুত্র ছিল। ইহার সহিত যাধব রাওর অষ্টমবর্ষীয় কন্যা জীজাবাইর বিবাহ হয়। কয়েক বৎসর পরে আমেদনগরের অধিপতির সহিত মোগলদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সাহাজী আপন পত্নীকে পুণার সিউনেরী নামক দুর্গে রাখিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই দুর্গে ১৬২৭ অব্দে সাহাজীর প্রসিদ্ধ পুত্র শিবাজীর জন্ম হয়।

কথিত আছে, জিজাবাই সিউনেরী দুর্গের 'শিবাই' দেবীর নিকটে মানস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিলে দেবীর নামানুসারে তাহার নাম করণ করিবেন। এই নিমিত্ত শিবাই দেবীর নামানুসারে পুত্রের নাম শিবাজী রাখেন। শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সংস্থাপন করেন।

শিবাজী, ১৬২৭-১৬৮০। সাহাজী অতঃপর বিজাপুর রাজসরকারে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া মহীসুরের জাইগীর প্রাপ্ত হন। শিবাজী পুণাতে থাকিতেন; সাহাজী দাদোজীকোণ্ডদেব নামক একজন বহুদর্শী ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার ভারার্পণ করেন। দাদোজীর সুশিক্ষাগুণে শিবাজী অল্পকাল মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঘোর অনুরক্ত, পুরাণাদি বর্ণিত বীরকার্য্যশ্রবণে একান্তাসক্ত এবং মুসলমানদিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষসম্পন্ন হইয়া উঠেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহস ও পরাক্রমের বৃদ্ধি হয়। তিনি মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে পার্ব্বত্য পথ ঘাট তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হন। এই জ্ঞান তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের একান্ত অনুকূল হইয়াছিল।

দাদোজীর মৃত্যুর পর শিবাজী পুণার জায়গীরের কর্ত্তৃত্ব

পাইয়া চারিদিকে লুঠ করিতে লাগিলেন। ১৬৫৯ অব্দে বিজা-পুর রাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তত্রত্য সেনাপতি আফজল খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। যুদ্ধ না করিয়া যাহাতে বিবাদ নিষ্পত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে শিবাজী আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; কিন্তু কথোপকথন কালে আফজল খাঁর অবিশ্বস্তভাব জানিতে পারিয়া, শিবাজী ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গুপ্ত 'বাঘনখ' নামক অস্ত্রদ্বারা তাঁহার প্রাণবিনাশ করেন। ইহাতে বিজাপুরের সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে (১৬৫৯)।

অতঃপর বিজাপুরপতি শিবাজীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিদ্বারা শিবাজীর কোঙ্কণ দেশ লাভ হয়। এই সময়ে শিবাজীর অধীনে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও সাত হাজার অশ্বারোহী সেনা ছিল। পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশ মব্‌লাজাতীয় ছিল। তরবারী, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল।

১৬৬২ অব্দে শিবাজী মোগল সম্রাটের অধিকৃত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে, আরঙ্গ্‌জেব স্বীয় মাতুল সায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর দমনার্থ প্রেরণ করেন। সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে পরাভূত করিয়া তাঁহার পুণানগরস্থ বাসভবন অধিকার পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শিবাজী তখন সিংহগড় নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন; তথা হইতে এক রজনীতে বর-যাত্রীর দলের সহিত মিশিয়া খাঁসাহেবের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সমস্ত পরিবারের প্রাণ বিনাশ করিলেন; কেবল সায়েস্তা খাঁ গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রাণে প্রাণে পলাইলেন। ইহার পর শিবাজীর সেনাদল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সর্ব্বোত্তর ভাগ

পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। এবার সম্রাটের অধিকৃত সুরাট নগরও পরিত্রাণ পায় নাই।

শিবাজীর রাজোপাধি গ্রহণ, ১৬৬৪। এই সময়ে সাহাজীর মৃত্যু হইলে, শিবাজী কোঙ্কণ প্রদেশের রায়গড় দুর্গে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্যভাবে রাজোপাধি গ্রহণ করেন। এই সকল সংবাদ শুনিয়া দিল্লীপতি আরঙ্গ্‌জেব অতিশয় কুপিত হইলেন, এবং শিবাজীর দমনার্থ রাজা জয়সিংহ ও দিলিরখাঁর সহিত বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতিরা শিবাজীর দুই প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নয় বুঝিয়া, শিবাজী রাজা জয়সিংহের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। জয়সিংহ তাঁহার সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া বাদসাহের সহিত সন্ধি করাইতে সচেষ্ট হইলেন। সন্ধির নিয়ম সকল সম্রাটের অনুমোদিত হইলে, তিনি জয়সিংহের পরামর্শানুসারে ১৬৬৬ অব্দে দিল্লীর রাজসভায় গমন করেন। আরঙ্গ্‌জেব তাঁহার সমুচিত সম্মান না করায়, তিনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া রাজসভা হইতে বিনানুমতিতে চলিয়া আইসেন। এজন্য আরঙ্গ্‌জেব তাঁহাকে দিল্লীমধ্যে অবরুদ্ধ করেন; কিন্তু ধূর্ত্ত শিবাজী সম্রাটের রক্ষিবর্গের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন এবং সন্ন্যাসিবেশে ৯ মাস ভ্রমণ করিয়া দাক্ষিণাত্যস্থ স্বীয় রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হন (১৬৬৬)।

শিবাজী দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিলে, আরঙ্গ্‌জেব আবার তাঁহাকে স্বকোষ্ঠে আনিয়া প্রবঞ্চনা মানসে তাঁহার সমুদায়

অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন; তাঁহার রাজোপাধি দৃঢ় করিলেন এবং তাঁহাকে এক জায়গীর দিলেন; কিন্তু শিবাজী আর ধরা দিলেন না। ১৬৬৮ অব্দ হইতে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ১৬৬৮ ও ১৬৬৯ এই দুই বৎসরকাল নবোপার্জ্জিত রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রতারণাদ্বারা শিবাজীকে হস্তগত করিবার আশা বিফল দেখিয়া সম্রাট তাঁহার সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে শিবাজী জয়লাভ করিতে লাগিলেন ও সম্রাটের কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন; পুনর্ব্বার সুরাট লুঠ করিলেন, এবং খান্দেশ প্রদেশে মহা উপদ্রব করিয়া ১৬৭০ অব্দে তথা হইতে করস্বরূপ 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ গ্রহণের সূত্রপাত করিলেন। ১৬৭২ অব্দে শিবাজীর দমনার্থ সম্রাট দাক্ষিণাত্যে আরও সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে সৈন্য শিবাজীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই। শিবাজীর সেনারা জয়োল্লাসে দ্বিগুণ সাহসী হইয়া ক্রমে প্রবলতরই হইতে লাগিল।

সত্নরামীযুদ্ধ, ১৬৭৬। এই সময়ে দিল্লীর নিকটে একেশ্বরবাদী সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয়, সত্নরামী নামে জনৈক পদাতির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উহা ক্রমে প্রকৃত যুদ্ধরূপে পরিণত হয়। প্রথম কয়েকবারের যুদ্ধে সত্নরামীরা জয়লাভ করিয়াছিল; পরে সম্রাটের বহুসংখ্যক সেনা আসিয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়।

জিজিয়াকরের প্রবর্ত্তন। আরঙ্গ্‌জেব অতিভক্ত

মুসলমান ছিলেন। আকবর যে সকল হিন্দু-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ইনি তৎসমুদায় উঠাইয়া দেন। মুসলমান ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট হইতে জিজিয়া নামক কর গ্রহণের প্রথা আকবরের সময়ে নিষিদ্ধ হইয়াছিল; ইনি তাহা পুনর্ব্বার প্রচলিত করেন (১৬৭৭)। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবল ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। রাজপুতেরা অনেক দিন হইতে মোগলদিগের অনুকূলতা করিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহারাও বিরূপ হইলেন, এবং দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরা শিবাজীর পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষী হইলেন (১৬৭৭)

প্রজাগণের অসন্তোষ। প্রায় এই সময়েই আরঙ্গ্জেবের প্রতি লোকের বিরাগের আর একটী কারণ উপস্থিত হয়। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ সম্রাটেরই কার্য্যে কাবুলে থাকিয়া গতাসু হন। দুর্গাদাস নামক একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুত যশোবন্তের পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে দেশে আনিতেছিলেন। পথিমধ্যে আটক নগরের নিকটে সম্রাট্ তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করেন; দুর্গাদাস কৌশলক্রমে বিধবা রাণী চন্দ্রাবতী ও তৎপুত্রদ্বয়কে ছদ্মবেশে দেশে পাঠাইয়া দেন এবং অনেক দিন সম্রাটের সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। যশোবন্তের পরিবারের প্রতি অন্যায়াচরণ ও জিজিয়ার প্রবর্ত্তন, এই উভয় কার্য্যের জন্য রাজপুতেরা প্রায় সকলেই বিরক্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রতিকূল হইলেন। উদয়পুরপতি রাজসিংহের সহিত দুইবার যুদ্ধ হয়; কিন্তু দুইবারই সম্রাট্ পরাজিত হইয়া হীন সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দুর্গাদাস আরঙ্গ্জেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে সিংহাসনপ্রাপ্তির

প্রলোভনে মোহিত করিয়া বিদ্রোহী করিলেন। তখন আকবরের অধীনে ৭০ হাজার যোদ্ধা ছিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া আজমীরে অবস্থিত সম্রাটের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু চতুর আরঙ্গ্‌জেব কৌশলক্রমে সৈনিকদিগকে ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লইলেন; আকবর অসহায় হইয়া পলায়নপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাগত হন (১৬৮১)। ইহার পরেও উদয়পুরপতি ও অপরাপর রাজপুতদিগের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে সন্ধি হয়, কিন্তু আরঙ্গ্‌জেব এবং রাজপুতদিগের মনের মিল আর কখন হয় নাই।

শিবাজীর মৃত্যু, ১৬৮০। আরঙ্গ্‌জেবের আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে শিবাজী দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমুদায় ভূভাগ অধিকার করেন এবং পারসীর পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দে আপন কর্ম্মচারীদিগের উপাধি প্রদান করেন। ১৬৭৫ অব্দে তাঁহার সেনারা গুজরাট লুঠ করে এবং ১৬৭৬ অব্দে তিনি স্বয়ং মহীসুরে যাইয়া তত্রত্য পৈতৃক জায়গীর অধিকার করেন। ১৬৭৯ অব্দে সম্রাটের সেনাপতি দিলির খাঁ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলে, শিবাজী বিজাপুরপতির সহিত মিলিত হইয়া নানা উপায়ে সম্রাটের সেনাদিগকে অপসারিত করিয়াছিলেন। ইহাতে শিবাজীর যথেষ্ট লাভ হইল। অনন্তর ১৬৮০ অব্দে ৫৩ বর্ষ বয়সে শিবাজী মানবলীলা সংবরণ করেন।

শিবাজীর চরিত্র। শিবাজী বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, অনলস, উচ্চাশয়-সম্পন্ন ও সুচতুর লোক ছিলেন। তিনি কেবল নিজ ক্ষমতায় সামান্য অবস্থা হইতে ততদুর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু অবমাননাগ্রস্ত সজাতীয়দিগকে তেজঃপুঞ্জ

করিয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল।

শম্ভুজী। শিবাজীর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি পৈতৃক গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি নিষ্ঠুর, অবিবেচক ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন; শিবাজী-প্রবর্ত্তিত সুব্যবস্থা সকল রহিত করায় তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনারা দেশ লুণ্ঠন কার্য্যেই একান্ত আসক্ত হইয়াছিল।

আরঙ্গ্‌জেবের দাক্ষিণাত্য জয়। উদয়পুরপতির সহিত সন্ধি হওয়ায় আরঙ্গ্‌জেব নিশ্চিন্ত হইয়া দাক্ষিণাত্য জয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং ১৬৮৩ অব্দে বর্হাণপুরে উপস্থিত থাকিয়া পুত্র মুয়াজিম্‌কে কোঙ্কণদেশলুণ্ঠনে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং বিজাপুর আক্রমণ করিবার মানসে আমেদ নগরে গমন করিলেন। এ দিকে কোঙ্কণ লুণ্ঠন করায় শম্ভুজী কুপিত হইয়া নিঃশব্দে বর্হাণপুরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ নগর লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া গেলেন। সম্রাট্‌ বিজাপুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; শম্ভুজী দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগ অরক্ষিত দেখিয়া ঐ দেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শম্ভুজী গোলকুণ্ডাপতির সহিত সন্ধি করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, সম্রাট্‌ বিজাপুর যাত্রা স্থগিত রাখিয়া, প্রথমে ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন, এবং পরাজয়পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুঠিয়া রাজাকে সন্ধিকরণে বাধ্য করিলেন। ইহার পর বিজাপুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইল। অনন্তর আরঙ্গ্‌জেব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক গোলকুণ্ডাপতির সহিত পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গকরিয়া ঐ রাজ্য উৎসন্ন করিলেন, এবং

মহীসুরদেশে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাষ্ট্ররাজের জায়গীর আত্মসাৎ করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিলেন।

শম্ভুজী এতাবৎকাল কিছুই করিতে পারেন নাই। অনন্তর সম্রাট্ তাঁহাকে কোঙ্কণদেশ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া আনিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদেশ করেন, কিন্তু তিনি তেজোগর্ভবাক্যে অস্বীকার করায় তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৮৯)

রাজারাম। অনন্তর শম্ভুজীর শিশু পুত্র 'সাহু' (২য় শিবাজী) রাজা হইলেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মোগলেরা রায়গড়দুর্গ অধিকার করিয়া সাহুকে বন্দী করে। রাজারাম কর্ণাটের অন্তর্গত জিঞ্জি নামক দুর্গে গমন করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। আরঙ্গ্জেব ঐ দুর্গও অধিকার করণার্থ জুলফিকার খাঁ নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন (১৬৯২)। রাজারাম শান্তজী ও ধনজী নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় প্রধানকে সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। ইঁহারা অনেক স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন।

জিঞ্জির দুর্গ আক্রমণ। জিঞ্জির দুর্গে রাজারাম অবস্থিতি করিতেন। ১৬৯৮ অব্দে জুলফিকার খাঁ দুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু রাজারাম তৎপূর্ব্বেই সেতারায় পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় শান্তজী স্বীয় সৈন্যকর্তৃক নিহত হইলেন; রাজারাম ধনজীর সহিত মিলিত হইয়া, দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগে লুঠ ও চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং আরঙ্গ্জেব

সবিশেষ উদ্যোগী হইয়া জুলফিকারকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয় দুর্গসকলের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ১৭০১ অব্দে সেতারা বশীভূত করিলেন।

তৃতীয় শিবাজী। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রাজারামের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিশুপুত্র ৩য় শিবাজী রাজা হইলেন; কিন্তু শিশুর জননী তারাবাই রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তখনও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। আরঙ্গ্‌জেব মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রধান প্রধান অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিলেন—তাঁহারাও সে সকলের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না; তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অনেকগুলির উদ্ধারও সম্পাদন করিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের এত উপচয় ও উপদ্রব হইয়াছিল যে, মোগলদিগকে তাঁহাদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্ধ করিতেন না--চতুরতা ও কৌশল করিয়া ক্লান্ত মোগল সেনাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ করিতেন। এইরূপে অনবরত প্রায় দুই বৎসরকাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া আরঙ্গ্‌জেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার রাজ-কোষ শূন্য হইল; সুতরাং সেনাদিগকে নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখনও মধ্যে মধ্যে রাজপুতদিগের সহিত সংগ্রাম চলিতেছিল, এবং এই সময়ে আগরার সন্নিহিত জাঠদিগের সহিতও বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে আরঙ্গ্‌জেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া অসঙ্গত পণ চাহিয়া বসিলেন।

আরঙ্গ্জেবের মৃত্যু। গর্ব্বিত আরঙ্গ্জেব সন্ধি না করিয়া উপদ্রব সহ্য করিতে করিতেই আমেদনগরে গমন করিলেন, এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া ১৭০৭ অব্দে ৮৯ বর্ষবয়সে কলেবর ত্যাগ করিলেন।

আরঙ্গ্জেবের চরিত্র। আরঙ্গ্জেব সাহসিক, অধ্যবসায়ী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধূর্ত্ত ও বিচারকার্য্যে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি অতিভক্ত মুসলমান ছিলেন বলিয়া, মুসলমানলেখকেরা তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তাঁহা হইতেই মোগলরাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ততা বশতঃ তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং তাঁহাকেও কেহ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করিত না। জিজিয়াপ্রচলন করায় ও হিন্দুদিগকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রতিষেধ করায়, তিনি হিন্দু মাত্রেরই বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পিতার প্রতি যেরূপ গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

বাহাদুর সাহ, ১৭০৭-১৭১২।

আরঙ্গ্জেবের তিন পুত্র ছিল—মুয়াজিম্, আজিম্ ও কামবক্স। তিনি মৃত্যুকালে, তিন পুত্রকেই রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলেই রাজ্যলাভার্থ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর সকলেই নিহত হইলে জ্যেষ্ঠ মুয়াজিম 'বাহাদুর সাহ', (সাহ আলম ১ম) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট্ হইলেন।

শম্ভুজীর পুত্র সাহু মোগলদিগের বন্দী হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিম্ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এক্ষণে সাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বোধ করিয়া, অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল, সুতরাং এই উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে দুই দল হইল। বাহাদুর সাহ সাহুর পক্ষই প্রবল রাখিলেন এবং তাঁহারই সহিত সন্ধি করিলেন—সন্ধির এই নিয়ম হইল যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রার্থিত চৌথ প্রদত্ত হইবে, কিন্তু মোগলেরাই উহা আদায় করিয়া দিবেন—মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বয়ং আদায় করিবেন না। যুদ্ধকার্য্যের শেষ করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করাই বাহাদুরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; এজন্য তিনি রাজপুতদিগের সহিতও সন্ধি করিলেন। কিন্তু এ সকল করিয়াও তাঁহাকে এক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।

শিখগণ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্জাবে ক্ষত্রকুলোদ্ভব নানক নামক একব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন। হিন্দু ও মুসলমান জাতিকে একত্র করিবার উদ্দেশে তিনি এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার মতে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক ভক্তিভাবে পূজা করিলে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ—'শিখ' (শিষ্য) নামে এবং প্রচারকেরা 'গুরু' নামে অভিহিত। নানকের সময়ে শিখেরা একটী নিরীহজাতি ছিল; পরে মুসলমান রাজাদিগের নিরন্তর অত্যাচারে তাহারা যোদ্ধৃবেশ পরিগ্রহ করে এবং দশম গুরু, গুরু গোবিন্দসিংহের সময়ে এক সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।

ইঁহার সময়ে মুসলমানেরা শিখদিগের দুর্গগুলি আক্রমণ করে

এবং তাহাদের প্রতি দারুণ অত্যাচার করে। গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইয়া নিহত হইলে, শিখেরা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বন্ধু নামক জনৈক বৈরাগীর অধীনে পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিয়া মস্‌জিদ্‌ভঙ্গ করে, মোল্লাদের প্রাণসংহার করে, এবং গ্রাম সমূহ তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিতে করিতে সাহারাণপুরে উপস্থিত হইলে, বাহাদুর সাহ স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং বন্ধুকে গিরিদুর্গে অবরোধ করেন, কিন্তু বন্ধু পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করেন। ১৭১২ অব্দে লাহোরে অবস্থান কালে বাহাদুর সাহের মৃত্যু হয়।

জাহান্দার সাহ, ১৭১২-১৭১৩।

জুলফিকার খাঁ। বাহাদুর সাহের চারি পুত্র মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র আজিমওযাণ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্য পান নাই। তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী জুলফিকারের সহায়তায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর 'জাহান্দার সাহ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহান্দারের আজিমওযাণ প্রভৃতি সকল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রগণ নিহত হন। কেবল আজিমওযাণের এক পুত্র ফেরোক্‌সিয়ার বাঙ্গালাদেশে অবস্থিতিনিবন্ধন জীবিত রহিলেন।

জাহান্দার একান্ত অনুপযুক্ত ও নিতান্ত বিলাসী ছিলেন। তাঁহাকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিবার মানসেই জুলফিকার তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এক্ষণে জুলফিকারের সগর্ব্ব ব্যবহারে ওমরাহগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে

আজিমওষাণের পুত্র ফেরোক্সিয়ার বিহারের গবর্ণর সৈয়দ-হোসেন ও এলাহাবাদের গবর্ণর সৈয়দ আবদুল্লা নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের শরণাপন্ন হইলেন এবং উহাঁদের সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণ করিলেন। আগরার সমীপে যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে জাহান্দার পরাজিত হইলেন, জুলফিকার খাঁর প্রাণদণ্ড হইল।

ফেরোকৃসিয়ার, ১৭১৩-১৭১৯।

ফেরোক্সিয়ার সম্রাট্ হইয়া সৈয়দ আবদুল্লাকে উজীর এবং সৈয়দ হোসেন আলিকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। এই দুই ভ্রাতার নিকটে সম্রাট্ অতিশয় উপকৃত ছিলেন; এজন্য উঁহা-দের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। উঁহাদের সর্ব্বক্ষম কর্ত্তৃত্বে রাজসভার সকল প্রধান লোকই অবমানিত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সৈয়দদিগের প্রাণ সংহারের জন্য চক্রান্ত হইতে লাগিল। সৈয়দেরাও সম্রাটকে ভীত করিয়া তুলিলেন। ইহার পর হোসেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন।

এই সময়ে শিখেরা পঞ্জাবে উপদ্রব করিলে শিখগুরু বন্ধু সাত শত অনুচর সমেত ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হন। অনুচরগণের শিরশ্ছেদ হয় এবং বন্ধুকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। ইহাতেও শিখগণ সাহসশূন্য হয় নাই।

বাহাদুর সার সময়ে মোগলদিগের সহিত মহারাষ্ট্ররাজ সাহুর যে সন্ধি হয়, কিয়ৎকাল পরেই তাহার অন্যথা হইয়া যায় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে; সুতরাং দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের উপদ্রব সমানই

ছিল; হোসেন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া উহার নিবারণের সুবিধা বুঝিলেন না, এবং ভ্রাতাকে সম্রাটের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লীগমনে একান্ত উৎসুক হইলেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি সাহুর সহিত আর এক সন্ধি করিলেন; কিন্তু ঐ সন্ধির নিয়ম সকল অবমানকর হওয়াতে সম্রাট্ তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। সম্রাট্ সৈয়দদিগের প্রাণনাশে নিয়তই সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সৈয়দেরাই তাঁহার প্রাণ-সংহার করিলেন। (১৭১৯)।

মহম্মদ সাহ, ১৭১৯-৪৮।

ফেরোকৃসিয়ারকে নিহত করিয়া সৈয়দেরা রাফিউদ্দারাজাৎ ও রাফিউদ্দৌলা নামক আব দুই জন রাজবংশীয়কে সিংহাসন দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই গতাসু হওয়ায়, পরে আর একজনকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন; তাঁহার উপাধি 'মহম্মদ সাহ' হইল।

আসফ্ জা। সৈয়দদিগের অসীম ক্ষমতা দর্শনে অসূয়া-বশতঃ অনেকেই তাঁহাদের বিপক্ষ হইয়াছিল। এক্ষণে চিন্‌ক্লিচ্ খাঁ নামক আর একজন প্রধান রাজপুরুষ উঁহাদের বিপক্ষ হইলেন। চিন্‌ক্লিচ্ খাঁ "নিজাম উল্‌মুলক্" ও 'আসফ্ জা' এই দুই নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ফেরোকৃসিয়ারের সময় ইনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। হোসেন উঁহার হস্ত হইতে সুবাদারি গ্রহণ করিয়া কেবল মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বে উহাঁকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আসফ্ অসন্তুষ্ট হইলেন। পরে ১৭২০ অব্দে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে আপন প্রভুতা স্থাপন করিলেন—

হোসেনের সেনারা যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না।

সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশ সাধন। সৈয়দদিগকে বিনষ্ট করা মহম্মদসারও অভিপ্রেত হইয়াছিল; ইহা জানিতে পারিয়া হোসেন আসফ্‌জার দমনের জন্য যখন দাক্ষিণাত্যে স্বয়ং যাত্রা করেন, তখন সম্রাটকেও সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু আগরা হইতে কিয়দ্দূর গমনের পর সম্রাটের পূর্ব্বশিক্ষিত এক জন লোক হোসেনের প্রাণ-সংহার করে। সম্রাট্‌ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং আবদুল্লাকে রণে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। এই ব্যাপার সমাধানের পর আসফ্‌জাকে উজীরীপদ প্রদান করিবার জন্য দিল্লীতে আহ্বান করা হয়; কিন্তু আসফ্‌জা সম্রাটকে নিতান্ত ব্যসনাসক্ত ও অসার দেখিয়া উজীরত্ব ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে পুনঃপ্রস্থান করেন। আসফ্‌জার বংশধরেরা নিজাম নামে অদ্যাপি হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতেছেন।

সাদৎ আলি—অযোধ্যা। এই সময়েই সাদৎ আলি নামক মহম্মদসার আর একজন মন্ত্রী উক্তরূপ কারণেই বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় গমন করেন। এই দুই মন্ত্রীই আপন আপন স্থানে স্বাধীন রাজ্যের স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের হইতে এক এক নূতন রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

পেশোয়াগণ।

১। বালজী বিশ্বনাথ ১৭১২
২। বাজীরাও ১ম (পুত্র) ১৭২০
৩। বালজী বাজীরাও (পুত্র) ১৭৪০
৪। মাধবরাও (পুত্র) ১৭৬১
৫। নারায়ণরাও (ভ্রাতা) ১৭৭২
৬। মাধবরাও নারায়ণ ১৭৭৩
৭। দ্বিতীয় বাজীরাও ১৭৯৫

১ম, পেশোয়া বালজী বিশ্বনাথ। বালজী বিশ্বনাথ কোঙ্কণদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ। তিনি রাজা সাহুর 'পেশোয়া' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই পেশোয়াপদ কালে পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠে এবং পেশোয়াদিগের ক্ষমতা রাজক্ষমতার স্থান অধিকার করে। সৈয়দ হোসেন কৃত যে সন্ধি ফিরোকসিয়ার পূর্ব্বে অনুমোদন করেন নাই, এক্ষণে বালজী কৌশল পূর্ব্বক মহম্মদসাকে তাহাতে অনুমোদন করাইয়া লইলেন। সেই সন্ধির নিয়মানুসারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের চৌথ এবং চৌথবাদ রাজস্বের দশমাংশ আদায় কবিতে লাগিলেন।

২য়, পেশোয়া বাজীরাও। ১৭২০ অব্দে বালজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বাজীরাও পেশোয়ার পদে বৃত হইয়া দিল্লীপতিকে আক্রমণ করিলেন, এবং মালবদেশ লুঠ করিয়া গুজরাট হইতে চৌথ আদায় করিলেন।

আসফ্‌জা বর্ষে বর্ষে কিছু টাকা দিয়া 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' (রাজস্বের দশমাংশ) দান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইলেন,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর এই ছল ধরিলেন যে ৩য় শিবাজীর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভুজী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতেছেন—অতএব চৌথ তাঁহার প্রাপ্য, কি সাহুর প্রাপ্য? অগ্রে তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। এই কথা শ্রবণে সাহু ও বাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আসফ্‌জার অধিকার আক্রমণ করিলেন। আসফ্‌জা শম্ভুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ আক্রমণ নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু সাহু তাঁহাকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে, আসফ্‌জাকে শম্ভুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া সাহুর সহিত সন্ধি করিতে হইল।

সেনাপতি ধাবাড়ী ও বাজীরাও। মহারাষ্ট্রে রাজ-প্রতিনিধির পদ পেশোয়ার ন্যায় প্রধান ছিল। একদা প্রতি-নিধি শ্রীপতিরাও শম্ভুকে অবরুদ্ধ করিয়া এই সন্ধি করিয়া লইলেন যে, সাহু সমুদায় মহারাষ্ট্রে রাজ্য করিবেন এবং শম্ভু কেবল কোলাপুরের সন্নিহিত ভূভাগের অধীশ্বর থাকিবেন। সাহু ও শম্ভুর উক্ত রূপ সন্ধি হইয়া গেলে আসফ্‌জা অন্যরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মহারাষ্ট্রের সেনাপতির পদও পুরুষানুক্রমিক ছিল। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ধাবাড়ীর বাহুবলেই গুজরাট অধিকৃত হয়। এক্ষণে আসফ্‌জা, বাজীরাওর প্রতি ধাবাড়ীর ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং সাহায্য করিয়া বাজীরাওর প্রাধান্যলোপের জন্য ধাবাড়ীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতারিত করিলেন। শিবাজীর পর বাজীরাওর ন্যায় দক্ষ লোক মহারাষ্ট্রে আর জন্মে নাই—সুতরাং তাঁহাকে পরাস্ত করা সহজ নহে, ধুবয় নামক স্থানের যুদ্ধে ধাবাড়ী

নিহত হইলেন (১৭৩১)। বাজীরাও তাঁহার শিশু পুত্রকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পিলাজী গাইকোয়ারকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন। ইনিই গাইকোয়ার বংশের আদিপুরুষ। নিজাম এই যুদ্ধে সেনাপতির সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বাজীরাও তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্যোগ করেন। কিন্তু চতুর নিজাম বাজীরাওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থান আক্রমণের পরামর্শ প্রদান করেন।

উদজীপোয়ার, মলহররাও হোল্কার, রণজী সিন্ধিয়া। এই তিনি ব্যক্তিকে বাজীরাও উন্নতপদে আরোহিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উদজীপোয়ার ধারাবারের অধীশ্বর হন। মলহররাও হোল্কারের বংশীয়েরা ইন্দোরে এবং রণজী সিন্ধিয়ার বংশীয়েরা গোয়ালিয়রে অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন। এক্ষণে ঐ শেষোক্ত দুই রাজ্যকে যথাক্রমে 'হোল্কার' ও 'সিন্ধিয়া' রাজ্য কহে।

ঝান্সী প্রদেশ প্রাপ্তি। মালবের সুবাদার মহম্মদ খাঁ বুন্দেলখণ্ডের কোন রাজাকে উৎপীড়িত করায় তিনি বাজীরাওর আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৭৩২)। বাজীরাও মহম্মদখাঁকে দূরীকৃত করিয়া দিলে রাজা কৃতজ্ঞতাস্বীকারস্বরূপ বাজীরাওকে প্রথমে ঝান্সীপ্রদেশ ও পরে মৃত্যুকালে সমুদায় বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য প্রদান করেন।

জয়সিংহ ২য়। মহম্মদ খাঁর পর জয়পুরের রাজা ২য় জয়সিংহ মালবের সুবাদার হন। ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহারই সময়ে কাশীর বেধালয় (Observatory) ও জ্যোতিষিক উৎকৃষ্ট যন্ত্রসকল নির্ম্মিত হয়।

ইনি বাজীরাওকে দুর্দ্দম্য দেখিয়া তাঁহাকে মালবদেশ প্রদান করেন। পেশোয়া মালব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন ভাবিয়া মহম্মদ সা তাহাতে আপত্তি করিলেন না; অনন্তর নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলে বাজীরাও এরূপ অসঙ্গত দাবী করিলেন যে, সম্রাট্ তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। দিন দিন তাঁহার প্রভাব ক্ষয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাববৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া আসফ্জাও শঙ্কিত হইলেন, এবং মহম্মদ সার প্রার্থনানুসারে দিল্লীতে উজীরত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। অবশেষে ১৭৩৮ অব্দে আসফ্জা পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির নিয়ম হইল যে, চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণ সমস্ত ভূভাগ এবং রাজকোষ হইতে ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে প্রদত্ত হইবে। এই সন্ধির নিয়মানুযায়ী সমস্ত কার্য্যের শেষ হইবার পূর্ব্বেই নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

নাদির সাহ। খোরাশান প্রদেশ নাদির সাহের জন্ম-স্থান। পারস্যের রাজা তমাস্প খিলিজিদিগের কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে নাদিরের সহায়তায় পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করেন। পরি-শেষে নাদির তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং রাজ্যলাভ করেন এবং বহুসংখ্যক পারসীক সৈন্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আইসেন। নাদির লাহোর অধিকার করিয়া কর্ণালে মহম্মদ সাহকে পরাজিত করেন। এইরূপে দিল্লী-পতি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে উপনীত হন। নাদির গতাসু হইয়াছেন, এই অলীক সংবাদে

উৎসাহিত দিল্লীবাসীরা কয়েকজন পারসীকের প্রাণবধ করায়, নাদির ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া লুণ্ঠন ও হত্যা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। প্রায় সম্পূর্ণ একদিন সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার চলিয়াছিল। নাদির ইহার অল্পদিন পরেই সাজাহানের সেই প্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসন ও অন্যূন ৯ কোটি টাকা লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি মহম্মদ সাহকে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করেন; কিন্তু সিন্ধুর সমগ্র পশ্চিমভাগ পারস্যরাজ্যের অধীন করিয়া লন।

মহারাষ্ট্র-গৃহবিচ্ছেদ ও বাজীরাওর মৃত্যু। নাদির সাহের আক্রমণের পর দিল্লীপতির যেরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই সমগ্র দেশ তাঁহাদের অধীন হইতে পারিত; কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ-নিবন্ধন তাঁহাদের সে চেষ্টা করার সুবিধা হইল না। ইহার পর ১৭৪০ অব্দে বাজীরাওর মৃত্যু হয়।

৩য়, পেশোয়া বালজী বাজীরাও। বাজীরাওর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালজী বাজীরাও পেশোয়া হইলেন। তিনি পিতার ন্যায় রণপণ্ডিত না হইলেও কাপুরুষ ছিলেন না। ভোঁসলাবংশীয় রাজপ্রতিনিধি রঘুজী প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকে প্রতিবন্ধকতা করিলেও তিনি সে সকল অতিক্রম করিয়া স্বীয় পদে দৃঢ় হইয়া বসিলেন, এবং নাদিরের আক্রমণের পূর্ব্বে আসফ্জা সম্রাটের স্থানীয় হইয়া বাজীর সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য সম্রাটকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামা। এই সময়ে ভাস্করপণ্ডিত নামক রঘু-

জীর এক সেনাপতি এবং পরে স্বয়ং রঘুজী বাঙ্গালাদেশে উপদ্রব* করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্গালার তাৎকালিক সুদক্ষ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সম্রাট্ অন্য কোনরূপে সাহায্যকরার সুবিধা বোধ না করিয়া বালজীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'যদি তুমি বাঙ্গালা হইতে রঘুজীর উপদ্রব নিবারণ করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে ১১ লক্ষ টাকা এবং মালবদেশ প্রদান করিব।' বালজী বাঙ্গালায় আসিয়া কুলশত্রু রঘুজীকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাৎকালিক রাজধানী মুরশিদাবাদের ধনাগার হইতে ১১ লক্ষ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে মালবে, তৎপরে সেতারায় গমন করিলেন।

কিছুকাল পরেই রঘুজী বালজীর সম্মতিক্রমেই চৌথ আদায়ের জন্য পুনর্ব্বার বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী অসীম পরাক্রম সহকারে ক্রমিক দশ বৎসর যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলেন এবং পরিশেষে ১৭৫১ অব্দে এই নিয়মে রঘুজীর সহিত সন্ধি করিলেন, যে তিনি রঘুজীকে বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করিবেন, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালায় আর কোনরূপ উপদ্রব করিবেন না।

রাম রাজা। ১৭৪৮ অব্দে মহারাষ্ট্ররাজ সাহুর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ঐ রাজ্য কোলাপুরের রাজার প্রাপ্য হইলেও তিনি পান নাই। তৃতীয় শিবাজীর পুত্র রাম-রাজা সাহুর সিংহাসনে উপবেশন করেন (১৭৫০)

* এই সকল উপদ্রব 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে প্রসিদ্ধ।

আমেদ সাহ আবদালি*। এদিকে নাদির সাহের মৃত্যুর পর তদীয় সেনানী আমেদ সাহ আবদালি আফগানস্থানের স্বাধীন রাজা হন। তিনি হীনপ্রতাপ মহম্মদসাকে পরাজিত করিবার মানসে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সর্হিন্দ প্রদেশে মহম্মদসার সেনারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দুরীভূত করে (১৭৪৮)। এই বৎসরেই মহম্মদ সার মৃত্যু হয়।

আমেদ সাহ, ১৭৪৮-৫৪।

রোহিলাযুদ্ধ। মহম্মদ সাহের পুত্র আমেদ সাহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ আলির পুত্র সফ্‌দর জঙ্গকে উজীরীপদ প্রদান করিলেন। নূতন উজীর অযোধ্যার প্রতিবাসী রোহিলা আফগানদিগকে শাসন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। রোহিলারা দিল্লী ও অযোধ্যার সমবেত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন উজীর অনন্যোপায় হইয়া মহারাষ্ট্রসেনানী সিন্ধিয়া ও হোল্কারের আনুকূল্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় রোহিলারা বশীভূত হইল। (১৭৫১)

আমেদ আবদালির ২য় আক্রমণ। এই সময়ে আমেদ আবদালি দ্বিতীয় বার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। বাদসাহ পঞ্জাব প্রদেশের সমুদয় স্বত্বত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অবমানকর ভাবিয়া উজীরের সহিত বাদসাহের মনোবাদ হয়; সুতরাং তিনি উজীরত্ব ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। (১৭৫৩)

---

* ইনি আমেদ সাহ দুরাণী নামেও খ্যাত।

অনন্তর আসফ্‌জার পৌত্র গাজীউদ্দীন আমেদ সাহের উজীর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে গাজীউদ্দীন সম্রাটের প্রাণ সংহার করিয়া আরঙ্গজেব বংশীয় একজনকে সিংহাসনে বসাইলেন। দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার উপাধি হইল।

দ্বিতীয় আলমগীর, * ১৭৫৪-৫৯।

আমেদ আবদালির দিল্লী আক্রমণ (৩য়)। গাজীউদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পঞ্জাবপ্রদেশ অধিকৃত করিলে, আমেদ সাহ ক্রোধান্ধ হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লী বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে পর্ব্বোপলক্ষে অসংখ্য হিন্দুযাত্রী মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিল। পঁচিশ হাজার আফ্‌গান অশ্বারোহী হঠাৎ তথায় যাইয়া অধিবাসী সহ সমস্ত গৃহ ভস্মীভূত এবং তরবারির আঘাতে অনেক লোককে নিহত করিল। গমনকালে আমেদ আবদালি গাজীউদ্দীনের ক্ষমতা খর্ব্বের জন্য একজন রোহিলা সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া যান (১৭৫৭)। এ দিকে গাজীউদ্দীন মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিলেন এবং পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘবের সাহায্যে দিল্লী পুনরধিকার করিলেন। ১৭৫৮ অব্দে রাঘব স্বল্পায়াসেই পঞ্জাব অধিকার করিলে আফগানেরা পলায়নপর হয়। পেশোয়া বালজীর এই সময়ে প্রবল প্রতাপ। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁহার প্রতাপে কম্পিত হইতেছিল। দিল্লীর সিংহাসন শূন্য দেখিয়া পেশোয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং মোগলদিগকে দূরীভূত

---

* সম্রাট্ আরঙ্গ্‌জেব ১ম আলমগীর।

করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উদ্যত হইলেন। পেশোয়া বালজীর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব ও পুত্র বিশ্বাসরাওর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য ও কামান পাঠাইলেন। ঐ সময়েই বিশ্বাস রাওকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করান হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া এক্ষণে আমেদ সাকে দূরীকৃত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদ্বয় শুনিতে পাইলেন যে, আমেদ সাহ বহুসংখ্যক রোহিলার সহিত যমুনা পার হইতেছেন; সুতরাং সদাশিব ত্বরিতপদে পাণিপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে আমেদ সাহ ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৬১। এই যুদ্ধে আমেদ সাহ বিজয়ী হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাদের প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য সমরশায়ী হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গতি দেখিয়া বাজীরাও ভগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন। শীঘ্রই দুরন্তরোগ আসিয়া তাঁহার সমস্ত দুর্ভাবনার শান্তি করিল। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতবর্ষে মোগল অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় যুদ্ধে শূরবংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে তৃতীয় যুদ্ধে ভারতবর্ষে অন্য এক পরাক্রান্ত জাতির আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা ঘটিল। আমেদ সাহ মহা সমারোহে দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রতিগমন করেন। ১৭৫৯ অব্দে দ্বিতীয় আলমগীর গাজীউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎ-

কালে তাঁহার পুত্র আলিগোহর বিহারে অবস্থিত ছিলেন। তথায় তিনি 'সাহ আলম' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। বস্তুতঃ ইংরাজেরাই তখন ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়া ছিলেন; অতএব অতঃপর ইংরাজদিগের রাজত্ব প্রাপ্তির উপযোগী বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কর্জ্জনের আগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই রাজত্বের বিবরণ লিখিত হইতে চলিল।

দশম অধ্যায়।

ইয়ুরোপীয়দিগের ভারতবর্ষে আগমন।

১৪৯৭—১৭৪৪ খৃঃ অব্দ।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধি ও সভ্যতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত হিরাডোটস্-প্রণীত গ্রীক্‌দিগের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে ভারতবর্ষের নামোল্লেখ আছে। মাসি-ডনের অধিপতি আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে কোন ইয়ুরোপীয় এ দেশে আসিয়াছিলেন কি না নির্দ্দেশ করা দুরূহ। দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে আলেক্‌জন্দরের এ দেশে আগমনের বহুকাল পরে ইয়ু-রোপীয়েরা ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যাদি কার্য্যের জন্য এ দেশে আসিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে মিসর, আরব, ফিনিসিয়া প্রভৃতি

দেশের বণিকেরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়জাতির মধ্যে, বোধ হয়, রোমকেরাই বাণিজ্যকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করেন।

পোর্ত্তুগীজদিগের এদেশে আগমন। ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে ভাস্কো ডি গামা নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মলবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উত্তীর্ণ হন। তৎকালে সেকেন্দরলোদি দিল্লীর সম্রাট্ এবং জেমোরিন কালিকটের হিন্দু রাজা ছিলেন। জেমোরিন প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি বিশেষ সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু মুর নামে খ্যাত যে সকল আরব এবং মিশরীয় বণিকগণ তৎকালে ঐ প্রদেশে বাণিজ্য করিতেছিল, তাহাদের কুমন্ত্রণায় তাঁহার সে সদ্ভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইতে লাগিল। ইহার পর পর্ত্তুগাল হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক জাহাজ আসিয়া ঐ প্রদেশে উপস্থিত হওয়াতে, পোর্ত্তুগীজেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং দেশীয় রাজা ও অন্যান্য লোকদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল জয়লাভের পর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অনেক প্রদেশে আপনাদের বাণিজ্য স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে 'গোয়া' নগর প্রধান হইল। উহা ভিন্ন তাঁহারা হুগলী ও আরাকাণে দুইটী কুঠী করিলেন এবং আর্ম্মজ্ দ্বীপ, সিংহলদ্বীপ এবং বঙ্গ ও ভারতসাগরস্থ আরও নানা দ্বীপে বাণিজ্যবিস্তার করিয়া ঐ দুই সাগরে আপনাদের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তুলিলেন। ১৬শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই একাধিপত্য ছিল। অনন্তর ওলন্দাজ,

দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসীদিগের আগমনে ক্রমশঃ তাঁহাদের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

ওলন্দাজদিগের আগমন। ওলন্দাজেরা পোর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য সমৃদ্ধি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া এদেশে আসিতে অভিলাষী হন এবং ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে কর্ণিলিয়াস হুটমানের নেতৃত্বাধীনে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া বাণিজ্যার্থ এদেশে আগমন করেন। প্রথমে যাবা ও সুমিত্রা প্রভৃতি দ্বীপসমূহে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরেই তাঁহারা প্রবল হইয়া পোর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অনেক কুঠী কাড়িয়া লন। বঙ্গদেশে চুঁচুড়া নগরেও তাঁহারা এক কুঠী করিয়াছিলেন। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ কুঠী দুর্গবদ্ধ হয়। চুঁচুড়া ১৮২৪ অব্দ পর্য্যন্ত ওলন্দাজদিগের অধীন ছিল। ঐ অব্দে ইংরাজেরা সুমিত্রাদ্বীপস্থ কোন স্থান প্রদান করিয়া এই নগর ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

দিনেমারদিগের আগমন। দিনেমারেরাও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ট্রঙ্কুয়িবার নামক স্থানে এবং বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে এক একটী কুঠী করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর তদবধি তাঁহাদের অধীন ছিল। ১৮৪৫ অব্দে ইংরাজেরা উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

ইংরাজদিগের আগমন। ১৬০০ অব্দে ইংলণ্ডের কতিপয় বণিক ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে এক সনন্দপত্র প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। এই বণিক সম্প্রদায়ই 'ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি' নামে খ্যাত। প্রথমে ১৫ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয়; পরে সময়ে সময়ে উহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। প্রাপ্তাধিকার—কোম্পানি আপনাদের কার্য্য-নির্ব্বাহের নিমিত্ত লণ্ডন নগরে 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টর' নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ সভায় ২৩ জন সদস্য ও এক জন সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৬০১ অব্দে কোম্পানির ৫ খানি জাহাজ সহিত কাপ্তেন লাঙ্কেষ্টার সুমিত্রাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া এক কুঠী করেন। ইহার পর কোম্পানির আরও জাহাজ ক্রমে ক্রমে আগমন করায় সুমিত্রা ও তৎসন্নিহিত দ্বীপ সকলে উঁহাদিগের বাণিজ্যকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়। পোর্ত্তু-গীজেরা ইহাতে ক্ষতিবোধ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন।

ডাক্তার বৌটন। ইহার পর ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে পিপ্‌লি, মস্‌লিপত্তন, সুরাট, কালিকট, হুগলী, কাশীম-বাজার, পাটনা প্রভৃতি নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেন। ঐ সুরাটের কুঠীর ডাক্তার বৌটন ১৬৩৮ অব্দে সম্রাট সাজাহানের কন্যার পীড়া শান্তি করেন। ইহাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ডাক্তারের প্রার্থনানুসারে কোম্পানিকে বঙ্গদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি। ১৬৩৯ অব্দে ইংরাজেরা বিজয় নগর রাজ-বংশীয় চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাসা-পত্তন বা চিনাপত্তন নামক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় দুর্গের দ্বারা বদ্ধ একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ দুর্গের নাম 'ফোর্ট

সেণ্টজর্জ রাখেন। ইহাই মাদ্রাজনগরের সূত্রপাত। ১৬৫৩ অব্দে এই নগর একটী প্রেসিডেন্সিতে * পরিণত হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। ১৬৬১ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস পোর্ত্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারাইন অব্ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই নগর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ১৬৬৮ অব্দে বার্ষিক দশ পৌণ্ড কর ধার্য্য করিয়া উহার সমুদয় স্বত্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পণ করেন। অতঃপর কোম্পানি ঐ নগরকে পশ্চিম উপকূলস্থ বাণিজ্যের প্রধান স্থান (প্রেসিডেন্সি) করেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী। ১৭০০ অব্দে ইংরাজেরা সম্রাট আরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নিকট হইতে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক তিন খানি গ্রাম ক্রয় করিয়া এক কুঠী করেন। উক্ত অব্দে ঐ কুঠী 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামক নূতন নির্ম্মিত দুর্গের দ্বারা বদ্ধ হয়। ১৭১৫ অব্দে এই নগরকেও একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি করা হয়।

এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেছিলেন। মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস আর এক বণিক্‌সম্প্রদায়কেও ঐরূপ সনন্দ দিয়াছিলেন। তাহাতে উভয় কোম্পানির ভারতবর্ষে অনেক বিবাদ বিসংবাদ ও কার্য্য-ক্ষতি হইয়াছিল। অনন্তর ১৭০৮ অব্দে উহাদের একতা হয় এবং একতাপ্রাপ্ত সেই কোম্পানি 'ইউনাইটেড্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে খ্যাত হন। এই সমবেত কোম্পানি বাঙ্গালার

---

* প্রেসিডেন্সি শব্দের অর্থ বাণিজ্যের প্রধান স্থান।

নবাবের সহিত কখন সদ্ভাবে কখন অসদ্ভাবে থাকিয়া অনেকদিন এদেশে বাণিজ্য করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবনিবারণের জন্য ১৭৪২ অব্দে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে 'মহারাষ্ট্রখাত' নামে এক পরিখা প্রস্তুত হয়। প্রায় ঐ সময় হইতেই কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন নগরে সামান্যরূপ এক একটী বিচারালয় স্থাপিত হয় ও কতকগুলি সৈন্য রাখিবারও ব্যবস্থা হয়। ঐ সকল সৈন্যদ্বারা ইংরাজদিগকে মধ্যে মধ্যে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত।

ফরাসীদিগের আগমন। ফরাসীরা ১৬০৪ অব্দে এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন, এবং মরিসস্, বোর্বো-প্রভৃতি দ্বীপসমূহে অনেক কাল বাণিজ্য করিয়া ১৬৬৪ অব্দে স্থরাটে এক কুঠী নিৰ্ম্মাণ করেন। অনন্তর ১৬৭৩ অব্দে পণ্ডিচেরী এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগর তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্যস্থান হয়। এতদ্ভিন্ন মাহী কারিকল প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে তাঁহাদের কুঠী হইয়াছিল, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে পণ্ডিচেরী সৰ্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হয়।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ, ১৭৪৬-৪৮। ১৭৪৪ অব্দে ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষেও ঐ দুইজাতির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। ১৭৫৬ অব্দে মরিসস্ ও বোর্বোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা লাবর্ডোনে মাদ্রাজনগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন এবং পণ্ডিচেরার গবর্ণর ডুপ্লে ইংরাজদিগের উপর অনেক উৎপীড়ন করেন। ইংরাজেরা পণ্ডিচেরী অধিকার করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অনন্তর ১৭৪৮ অব্দে "আয়লা সাপেলের সন্ধি" দ্বারা ইয়ুরোপে উভয়জাতির

সন্ধি স্থাপিত হইলে, এদেশেও উভয়পক্ষের বিবাদের অবসান হয় এবং ইংরাজেরা মাদ্রাজ নগর ফিরিয়া পান।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ—ডুপ্লে। ১৭৪৮ অব্দে দাক্ষিণাত্যস্থ নিজামবংশের আদি পুরুষ "নিজাম উলমুলকের" (আসফজার) মৃত্যু হইলে তদীয় সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্র নাজিরজঙ্গ এবং দৌহিত্র মোজাফরজঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল।

প্রায় এই সময়েই কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলির মৃত্যু হয়। চাঁদ সাহেব নামে দোস্ত আলির জামাতা সেই নবাবী পদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু আনোয়ারুদ্দীন নামক নিজামের এক প্রিয়পাত্র নবাবীপদে অধিষ্ঠিত হন। চাঁদ সাহেব অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়ায় মোজাফরের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে বদ্ধ হইয়া ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডুপ্লে সুচতুর ও রাজনীতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি এই সুযোগ ছাড়িতে না পারিয়া মোজাফর ও চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আনোয়ারুদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদআলি সপরিবারে ত্রিচিনপল্লীস্থ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা মহম্মদ আলির ও নাজির জঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাজনীতিকুশল ডুপ্লে অচিরেই চাঁদ সাহেব ও মোজাফরজঙ্গকে অভীপ্সিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু ফরাসীদিগের এ সুখ দীর্ঘকাল ভোগ হয় নাই। ১৭৫১ অব্দে মোজাফরজঙ্গ গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তদীয় মাতুল সলাবৎ জঙ্গ নিজামরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এ দিকে ইংরাজ পক্ষে মহাবীর ক্লাইব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ডুপ্লের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন।

ক্লাইব। ক্লাইব অষ্টাদশবর্ষ বয়সে মান্দ্রাজে আসিয়া কোম্পানির কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া দুইবার আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেন, এবং দুইবারই ভ্রষ্টোদ্যম হওয়ায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। এক্ষণে চাঁদ সাহেব ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিলে তিনিই যুক্তি করিয়া অল্পমাত্র সেনা-সহ গমন পূর্ব্বক চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কটনগর অবরোধ ও অধিকার করিলেন (১৭৫১)। সুতরাং চাঁদ সাহেবকে ত্রিচিন-পল্লীর অবরোধকারী সৈন্যদিগের মধ্য হইতে কতক সৈন্য হইয়া শত্রু-হস্ত-পতিত রাজধানীর পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে হইল। কিন্তু ক্লাইব এরূপ রণপাণ্ডিত্য ও এরূপ সাহস সহকারে নগরের রক্ষা করিলেন যে, চাঁদ সাহেবের সেনারা কোনরূপে উহার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল না। এই সময়ে মেজর লরেন্স ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্লাইবের সহিত যোগ দেন এবং মহীসুর রাজ্য হইতে মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ অনেক সৈন্য ত্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা ইহাতে আরও বর্দ্ধিতবল হইয়া ত্রিচিনপল্লীর অবরোধকারী সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ইহাতে ফরাসীরা বিলক্ষণ অপদস্থ হইলেন। ডুপ্লে পদচ্যুত হইলেন; ফরাসীরা বিজয়ের আশা নাই দেখিয়া ইংরাজ-দিগের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৫৪)। চাঁদ সাহেবের প্রাণদণ্ড হইল; মহম্মদ আলি নির্ব্বিবাদে আর্কটের নবাব হইলেন; ইংরাজদিগের বাণিজ্য বিষয়ে অনেক অধিকার লাভ হইল।

কর্ণাটে তৃতীয়বার যুদ্ধ ১৭৫৬-১৭৬১। ১৭৫৬ অব্দে ইয়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সংগ্রামানল পুনরুদ্দীপ্ত

হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষেও উভয় জাতির তুমুল বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্লাইব চন্দন নগর অধিকার করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যেও ফরাসী সেনাপতি লালীর অবিমৃষ্যকারিতাদোষে দিন দিন ফরাসীদিগের আধিপত্য লোপ পাইতে লাগিল। অতঃপর ১৭৬০ অব্দে কর্ণেল (পরে স্যার আয়ার) কূট বন্দিবাস নামক স্থানে লালীকে পরাজিত করেন। উক্ত বৎসরেব শেষভাগে কূট পণ্ডিচেরী অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৬১ অব্দে ঐ নগর খাদ্যাভাবে ইংরাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই ঘটনাই ভারতে ফরাসীদিগের আধিপত্য বিলোপের মুখ্য কারণ।

অনন্তর ১৭৬৩ উভয়জাতির সন্ধি হইলে ফরাসীরা পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

বাঙ্গালার ঘটনা।

(১৭০৭—১৭৭২)।

বাঙ্গালার নবাবগণ ১৭০৭—১৭৭২। মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজকীয় কার্য্যভার সম্পাদনের জন্য একজন সুবাদার বা শাসন-

কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। এই শাসনকর্ত্তার নাম 'নবাব নাজিম' ছিল। মোগল সম্রাট্ আরঙ্গ্‌জেবের মৃত্যু সময়ে মুর্শিদ কুলির্খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে একজন পারসীক বণিক ইঁহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় ছিল। মুর্শিদ ভাগীরথীর তটে কাশীম বাজারের নিকটবর্ত্তী মুক্‌সুদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজ নামানুসারে উহার নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। এই অবধি মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হয়। মুর্শিদের ব্যবস্থাগুণে বাঙ্গালার রাজস্বের অনেক বৃদ্ধি হয় এবং উত্তরোত্তর পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি সম্রাট্ ফেরোকসিয়ারের আমলে বাঙ্গালার সুবাদার হন। অতিদীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১৭২৫ অব্দে মুর্শিদ গতাসু হন। তৎপরে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন ও দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ ক্রমান্বয়ে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৭৪০ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ নামক এক ব্যক্তি সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া বাঙ্গালার সুবাদারী গ্রহণ করেন।

সিরাজউদ্দৌলা। নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর মৃত্যু হইলে (১৭৫৬), তাঁহার দৌহিত্র সপ্তদশ বর্ষবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের প্রভাব এরূপ হীন হইয়াছিল যে, তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। সিরাজ প্রথমাবধিই ইংরাজদিগের সমৃদ্ধি দর্শনে ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন; এক্ষণে কিরূপে তাঁহাদের সমুচ্ছেদ করিবেন তাহার চেষ্টায় রহিলেন। এই সময়ে ঢাকা অঞ্চলের

প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, ইহার ক্রোধাগ্নি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে পত্র লিখিলেন, কিন্তু ইংরাজেরা শরণাপন্নকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলেন না। এই সময়েই ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় নবাবের নিষেধ-সত্ত্বেও ইংরাজেরা কলিকাতাস্থ দুর্গের সংস্কার করিতেছিলেন।

অন্ধকূপ হত্যা, ১৭৫৬। নবাব পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইংরাজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিলেন এবং কাশীমবাজারস্থ কুঠী লুঠ করিয়া সসৈন্যে কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলেন। তখন কলিকাতায় ইংরাজদিগের অল্পমাত্র সৈন্য ছিল। নবাব তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার ও ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। দুর্গ-পরাজয়ের দিবস তাঁহার কর্ম্মচারীরা ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে এক অপ্রশস্ত গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বন্দীরা রাত্রিমধ্যে ঐ গৃহে বায়ুর অভাব, গ্রীষ্ম ও জলপিপাসায় নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ২৩ জন ব্যতিরিক্ত সকলেই প্রাণত্যাগ করে। ১৭৫৬ অব্দের ২০এ জুন এই ব্যাপার ঘটে—এই ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নবাবের অজ্ঞাতসারে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল; নবাব ইহার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দোষী না হইলেও অপরাধীকে সমুচিত দণ্ড বিধান করা তাঁহার উচিত ছিল। এক্ষণে কোন কোন ঐতিহাসিক অন্ধকূপের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন। কলিকাতার এই ভয়ানক বার্ত্তা মান্দ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেব দেশী ও বিলাতীতে প্রায় আড়াই হাজার সৈন্য সমেত কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নগর পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া ৪০,০০০ সৈন্যসহ পুনর্ব্বার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কিন্তু এবার ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। এই সন্ধিবলে কোম্পানি আপনাদের যাবতীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ পাইলেন।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এই সময়ে সিরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য সেনাপতি মীরজাফর, প্রধান সচিব রায়-দুর্লভ, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ, উমিচাঁদ (আমির চাঁদ) নামক একজন ধনাঢ্য বণিক প্রভৃতি এদেশীয় অনেকগুলি প্রধান লোক ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ক্লাইবকে আহ্বান করিলেন; ক্লাইবও পরমানন্দ সহকারে তাহাতে যোগ দিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত হইল যে, মীরজাফর সহকারিতা করিয়া নবাবকে পদচ্যুত করিয়া দিলে তিনিই বাঙ্গালার নবাব হইবেন, এবং ইংরাজেরা তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর ধন এবং কলিকাতার সমীপস্থ অনেক ভূমি পাইবেন। এই সকল স্থির হইলে, উক্ত চক্রান্তের অন্তর্গত উমিচাঁদ বলিয়া বসিলেন যে, ত্রিশ লক্ষ টাকা না পাইলে তিনি সমুদয় প্রকাশ করিয়া দিবেন। সুচতুর ক্লাইব পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি দুইখানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিলেন। যেখানি সত্য তাহাতে উমিচাঁদকে টাকা দিবার কোন কথার উল্লেখ রহিল না,

কৃত্রিম খানিতে উক্ত টাকার কথা লিখিয়া উমিচাঁদকে বৃথা আশায় আশস্ত করিয়া রাখিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭। ক্লাইব এক সহস্র গোরা, দুই সহস্র সিপাহী ও ৮টী কামান লইয়া নির্ভীকচিত্তে কলিকাতার প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। নবাব রণস্থলে ৩৫,০০০ পদাতিক, ১৫.০০০ অশ্বারোহী ও ৫০টী কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে জুন ক্লাইব নির্ভয়চিত্তে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। মীরমদন ও মোহনলাল, নবাবের এই দুইজন সেনাপতির সহিত ক্লাইবের যুদ্ধারম্ভ হইল। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মীরমদন হত হইলে নবাব মীরজাফরকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন। মীরজাফর চতুরতা পূর্ব্বক সে দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব কবিলেন। অদূরদর্শী সিরাজ বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার আদেশ দিলেন। এদিকে সেনাপতি মোহনলাল ঘোরতর যুদ্ধে ক্লাইবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, কিন্তু নবাবের আদেশ পাইয়া তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় যুদ্ধে বিরত হইলেন। যুদ্ধে সেনাপতিকে অকস্মাৎ বিরত দেখিয়া, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব যুদ্ধেজয়ী হইলেন। এইরূপে পলাশী যুদ্ধের অবসান হইল। সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করিলেন, কিন্তু শেষে ভগবান গোলায় ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন।

মীরজাফর, ১৭৫৭। এইরূপে সিরাজউদ্দৌলার পতন হইল। ক্লাইব ২৫শে জুন মুর্শিদাবাদে গিয়া

মীরজাফরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পর দিন প্রতিশ্রুত টাকা দিবার কথা উত্থাপিত হইল। গবর্ণর ড্রেক ও কর্ণেল ক্লাইব প্রত্যেকে দুই লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং ওয়াট্‌স্, বেকর ও মেজর কিলপেট্রিক সাহেব ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পাইলেন। ইংরাজদিগের সমস্ত দাবীর পরিমাণ ২,৬৯,৭৭,৫০০ টাকা। তৎকালে ধনাগারে এত অধিক অর্থ না থাকায় ইংরাজেরা প্রার্থিত অর্থের অর্দ্ধেক লইয়া ক্ষান্ত হইলেন। কেবল হতভাগ্য উমিচাঁদ কিছুই পাইলেন না। তিনি সেই শোকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কিছু দিন পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

চব্বিশ পরগণার স্বত্বলাভ, ১৭৫৭। মীরজাফর অতঃপর কোম্পানিকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের জমীদারী স্বত্ব সমর্পণ করেন। এই ভূভাগ এক্ষণে 'চব্বিশ পরগণা' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

ক্লাইব, বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর, ১৭৫৮। ১৭৫৮ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা ক্লাইবকে বাঙ্গালার গবর্ণরী পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কোনও ক্ষমতা ছিল না; তিনি স্বীয় মন্ত্রী গাজী-উদ্দীনের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। সম্রাটের পুত্র আলিগোহর (সাহ আলম) বিহারের প্রধান নগর পাটনা আক্রমণ করিলে মীরজাফর ভীত হইয়া ক্লাইবের শরণ লইলেন। ক্লাইব অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ঐ নগরের উদ্ধার করিলেন। অতঃপর ১৭৫৩ অব্দে ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডকে সেনাপতি করিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দল সেনা পাঠাইয়া দেন। ফোর্ড মস্‌লিপত্তন অধিকার করিয়া উত্তর সর-

কারে ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপন করেন। নবাব ক্লাইবের এরূপ ক্ষমতা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজদিগের সহিত যোগ দিলেন। ক্লাইব ইহা জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সৈন্য সহ কর্ণেল ফোর্ডকে চুঁচুড়ায় পাঠাইলেন। চুঁচুড়া পরাজিত হইল। ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের সহিত হীনসন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৭৬০ অব্দে ক্লাইব স্বদেশ যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদে বান্সিটার্ট সাহেব গবর্ণর হইলেন।

বান্সিটার্ট। ইনি ক্লাইবের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। ইঁহার সময়ে সাহ আলম্ পুনর্ব্বার পাটনা আক্রমণ করেন, কিন্তু মীরণ ও কালিয়ড সাহেব যাইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দেন (১৭৬০)। ঐ স্থানেই মীরণ শিবিরমধ্যে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদিগের নিকট মীরজাফরের ঋণ বাড়িতেছিল। এক্ষণে মীরণের মৃত্যুতে রাজকার্য্যে আরও বিশৃঙ্খলা হওয়ায় ঐঋণের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, তাহার পরিশোধ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। বান্সিটার্ট নবাবকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মীর কাসিমকে ঐ পদ প্রদান করিলেন।

মীরকাসিম, ১৭৬০। এই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ মীরকাসিম "বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম" এই তিন জিলা কোম্পানিকে সমর্পণ করিলেন, এবং রাজ্যের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে সম্মত হইলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও তাঁহার নিকট বিলক্ষণ পূজা পাইলেন (১৭৬০)।

মীরকাসিম বুদ্ধিমান চতুর কার্য্যকুশল ও তেজস্বী লোক

ছিলেন। তিনি অবিলম্বে রাজ্যের ব্যয়সঙ্ক্ষেপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া ইংরাজদিগের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলেন। ইংরাজদিগের অধীনতা তাঁহার বড়ই ক্লেশকর হইল, এজন্য তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার সংকল্প করিয়া, তিনি মুঙ্গেরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই খানে তাঁহার সৈনিক দল ইয়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইতে লাগিল; কিন্তু দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ মীরকাসিমের ভাগ্যে ঘটিল না। অবিলম্বে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল।

কৌন্সিলসহ নবাবের বিবাদ, ১৭৬৩। এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বেতন অল্প ছিল। কৌন্সিলের সদস্যরাও মাসে তিন শত টাকার অধিক বেতন পাইতেন না। এজন্য অনেক কর্ম্মচারী কোম্পানির অনুমতি লইয়া আপন আপন অর্থ দ্বারা ব্যবসায় চালাইতেন। শেষে ইহারা একটী গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন। দিল্লীর বাদসাহ ও নবাবদিগের সনন্দ অনুসারে কোম্পানিকে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির জন্য কোন শুল্ক দিতে হইত না। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও অতঃপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া আপনাদের বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্কদান রহিত করিলেন। ইহাতে দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য এক প্রকার উৎসন্ন হইল। মীরকাসিম এই অন্যায্য ব্যাপারের কথা বান্সিটার্ট সাহেবকে জানাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না দেখিয়া ক্রোধভরে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন। দেশীয় বণিকগণও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইবেন শুনিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অনেকেই নবাবের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। পাটনা কুটীর অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব

সর্ব্বাগ্রে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া সানুচর বন্দীকৃত হইলেন।

মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধ, ১৭৬৪। প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধারম্ভ হইলে, মীরকাসিম কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ না করাই তাঁহার পরাজয়ের প্রধান কারণ। গিরিয়া ও উদয়নালার (উধূনালা) যুদ্ধে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যবৃন্দ মেজর এডামস্ কর্ত্তৃক পরাভূত হইল (১৭৬৩)। অতঃপর মীরকাসিম পাটনায় গমন করিয়া অতি নিষ্ঠুরতার সহিত মহাতাপ জগৎশেঠ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ এবং সানুচর এলিস সাহেব—ইহাদের সকলেরই প্রাণবধ করিলেন। পাটনানগর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। তথায় দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া পাটনায় আসিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব সেনাবল একত্র করিয়া পাটনানগর পুনর্ব্বার অবরোধের উদ্যোগ করিলেন। এদিকে ইংরাজ শিবিরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মেজর মনরো ২৪ জন প্রধান বিদ্রোহীকে কামানে উড়াইয়া দিয়া ইহা প্রশমিত করিলেন।

বক্সারের যুদ্ধ, ১৭৬৪। ১৭৬৪ অব্দে মেজর মনরো বক্সারের যুদ্ধে সম্রাট্ ও অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিলেন। অযোধ্যা প্রদেশ বিজেতাদিগের পদানত হইল এবং মোগল সম্রাট্ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইংরাজ শিবিরে উপনীত হইলেন।

নাজিমউদ্দৌলা। কাসিমের সহিত বিবাদ আরম্ভ

হইলে ১৭৬৩ অব্দে মীরজাফর পুনরায় নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে নন্দকুমার রায় তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন। নন্দকুমার একজন প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে তিনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন। মীরজাফর ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায়, দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারিলেন না। ১৭৬৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা তদীয় শিশুপুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ক্লাইবের দ্বিতীয়বার শাসনকর্ত্তৃত্ব, ১৭৬৫-৬৭। মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে দ্বিতীয়বার সম্মানের সহিত গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব ইংলণ্ডে যাইয়া রাজা, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির নিকট বড় সমাদৃত হইয়াছিলেন, এবং 'লর্ড' উপাধি পাইয়াছিলেন।

কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি, ১৭৬৫। লর্ড ক্লাইব আসিয়া সর্ব্বাগ্রে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উপহার গ্রহণ করা রহিত করিয়া দিলেন। অনন্তর এলাহাবাদে গমন পূর্ব্বক কর্ণাক্ সাহেবের শিবিরস্থিত সুজাউদ্দৌলা এবং সাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎকারের পর সুজা-উদ্দৌলা ইংরাজদিগের মিত্র থাকিবেন অঙ্গীকার করায়, তাঁহাকে স্বরাজ্য পুনঃপ্রদান করা হইল—কেবল কোরা ও এলাহাবাদ সম্রাটের জন্য রহিল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট সম্রাট সাহ আলম বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানিপদ প্রদান করিলেন। যদিও কোম্পানি ইহার পূর্ব্ব

হইতেই সমুদয় রাজাধিকার এক প্রকার হস্তগত করিয়াছিলেন, তথাপি সম্রাটের নিকট হইতে এই সনন্দ লাভে এই রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের আইন সঙ্গত প্রকৃত অধিকার জন্মিল। কোম্পানি এত দিন বণিক্ ছিলেন, এক্ষণে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সৈনিক বিভাগ সংস্কার, ১৭৬৬। ইহার পর ক্লাইব সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ সৈনিকেরা যতদিন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত, ততদিন তাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত টাকা পাইত। উহাকে 'ভাতা' বলিত। মীরজাফরের সময়ে এই ভাতা দ্বিগুণিত হইয়া 'ডবল ভাতা' নামে উক্ত হয়। ইংরাজ সৈনিকেরা সকল সময়েই ডবলভাতা পাইত। ক্লাইব ইহা রহিত করিবার আদেশ প্রচার করিলে ইংরাজ সৈনিকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। ক্লাইব বিপদে অভিভূত হইবার লোক ছিলেন না, তিনি নানা ভয় দেখাইয়া অবিলম্বে এই গোলযোগ মিটাইয়া দেন।

এই সকল কার্য্য সাধন করিয়া লর্ড ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে চিরদিনের জন্য এদেশ পরিত্যাগ করিলেন।

ভেরেলস্ট ও কার্টিয়ার, ১৭৬৭-১৭৭২। ১৭৬৭ হইতে ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথমে ভেরেলষ্ট ও পরে কার্টিয়ার সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণরী করেন। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য মুসলমান ও ইংরাজ উভয় কর্ম্মচারী দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহাতে নানা গোলযোগ হইয়াছিল; সম্যক্ শাসনাভাবে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবের সীমা ছিল না।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তর। ১৭৭০ অব্দে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ

উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ঘটায় 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' নামে খ্যাত। শাসনকর্ম্মচারীদিগের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার জনসংখ্যার তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মহীসুর—হায়দর আলি। দাক্ষিণাত্যের উত্তর সরকার প্রদেশটি অধিকার করিতে কোম্পানি অনেক দিন হইতে লোলুপ ছিলেন। ক্লাইব ঐ প্রদেশের জন্য সম্রাটের নিকট সনন্দও লইয়াছিলেন। কিন্তু নিজাম-রাজ্যের অধিপতি নিজাম আলির প্রতিবন্ধকতায় উহা লইতে পারেন নাই। অনন্তর নিজামকে ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিবার এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়া কোম্পানি নিজামের নিকট হইতে ঐ প্রদেশ জমীদারাস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সন্ধির নিয়মানুসারে কোম্পানিকে এক সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল।

বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত মহীসুর প্রদেশ বহুকাল হিন্দু-রাজগণের অধীন ছিল। ১৭৫০ অব্দে ঐ রাজ্যের মন্ত্রী নন্দরাজ সমুদায় রাজক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। তাঁহার সেনামধ্যে হায়দর নামক একজন সৈনিক নিযুক্ত ছিলেন। হায়দর অতি সামান্য কুলোদ্ভব ছিলেন এবং লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না কিন্তু এরূপ চতুর—এরূপ বুদ্ধিমান এবং এরূপ কার্য্যদক্ষ ছিলেন যে, ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থার উন্নতি করিয়া সহস্র বিপদ লঙ্ঘন-পূর্ব্বক মহীসুর রাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কিছুকালের মধ্যে হায়দর ঐ প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া নানাস্থান জয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহীসুরে প্রথম যুদ্ধ, ১৭৬৭। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগ করিয়া হায়দর আলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। ইংরাজদিগকেও পূর্ব্বকৃতসন্ধির নিয়মানুসারে নিজামের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইতে হইল। চতুর হায়দর নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চলিয়া গেলে, নিজাম হায়দরের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ এই নূতনরূপ বিপদে হীনসাহস হইলেন না এবং প্রভূত পরাক্রমের সহিত উহাদের সমবেত সেনাকে পরাস্ত করিলেন। ইহাতে নিজাম ভীত হইয়া হায়দরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজদিগের পক্ষে আসিয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির পুনঃস্থাপন করিলেন।

অনন্তর কর্ণেল স্মিথ্ মহীসুর রাজ্যান্তর্গত অনেক প্রদেশ ও অনেক দুর্গ অধিকার করিয়া লওয়ায় হায়দর ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন—কিন্তু মাদ্রাজকৌন্সিলের অসঙ্গত দাবীতে বিরক্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। পরে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে প্রভূত বিক্রমের সহিত মাদ্রাজের অতি সন্নিকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা ভীত হইলেন এবং হায়দরেরই নির্দ্দেশানুসারে সন্ধি করিলেন যে, পরস্পর পরস্পরের যে সকল স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ফিরিয়া দিবেন এবং একের কোন বিপৎপাত হইলে অপরে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন (১৭৬৯)।

পেশোয়া মাধবরাও। বালজী বাজীরাওর মৃত্যু

হইলে (১৭৬১) তাঁহার পুত্র মাধবরাও মহারাষ্ট্রের পেশোয়া পদে নিযুক্ত হন। মাধবরাও অতি বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক ছিলেন। ইঁহার সময়ে অন্তর্বিবাদে মহারাষ্ট্ররাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। হায়দরাবাদ ও মুসলমানরাজগণের হস্ত হইতে পদগৌরব রক্ষার জন্য ইঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে ১৭৬৬ অব্দে মলহর রাও হোলকারের বিধবা পুত্রবধূ প্রসিদ্ধ অহল্যাবাই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্রা, দয়াশীলা রমণী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। অল্প বয়সে পতিপুত্র হারাইয়া হৃদয় শোকে জর্জ্জরীভূত হইলেও তিনি প্রজার হিতের জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইতেন এবং ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৯৫ অব্দে তনুত্যাগ করেন।

ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত হায়দর আলির বিরোধ উপস্থিত হইল—তাহাতে উল্লিখিত পেশোয়া মাধবরাও লক্ষ খাক সৈন্যসমেত (১৭৭১) মহীসুরে উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার করিলেন এবং হায়দরকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। হায়দর পালাইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক সাহায্যকরণার্থ ইংরাজদিগকে আহ্বান করিলেন—কিন্তু ইংরাজেরা সাহায্য করিলেন না। সুতরাং তিনি অপমান ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ঐ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যটী মনে রাখিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ইংরাজ ক্ষমতার ক্রমোন্নতি।

১৭৭২—১৮০৫।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, ১৭৭২—১৭৮৫।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ইনিও ক্লাইবের ন্যায় প্রথমে কোম্পানির কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতাধিক্যে প্রথমে মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ও পরে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন।

শাসন প্রণালী সংশোধন, ১৭৭২। হেষ্টিংসের গবর্ণরী প্রাপ্তির পূর্ব্ব কয়েক বৎসর বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহ, বিচার, দণ্ডবিধান প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাৎকালিক নবাব নাজিমউদ্দৌলা নিতান্ত শিশু থাকায় তাঁহার শরীর রক্ষণ ও তত্ত্বাবধানাদি করণার্থ মীরজাফরের বিধবাপত্নী মণি বেগম নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজা নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস উক্ত নবাবের দেওয়ানি করিতেন। ইঁহারাও সময়ে সময়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতেন, এরূপ নহে। এক্ষণে হেষ্টিংস্ ডিরেক্টর সাহেবদিগের অভিমতি অনুসারে এ নিয়ম রহিত করিয়া শাসন সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য আপনাদিগের হস্তে আনয়ন

করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদনুসারে ১৭৭২ অব্দে রাজকোষ ও তদ্রূপ প্রধান প্রধান আফিস সকল মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় নীত হইল; নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর পদ একবারে উঠিয়া গেল; কর সংগ্রহের জন্য প্রতিজেলায় এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। কালেক্টরেরা প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি পাইলেন; মোকদ্দমা নিষ্পত্তি জন্য প্রতি জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুইটী করিয়া বিচারালয় সংস্থাপিত হইল—দেওয়ানি নিষ্পত্তির ভার কালেক্টর সাহেবের উপর এবং ফৌজদারির ভার 'কাজি' ও 'মুফতি' নামক মুসলমান কর্ম্মচারিগণের উপর সমর্পিত হইল। মোকদ্দমার পুনর্বিচার বা 'আপিল' শুনিবার জন্য কলিকাতায় 'সদর দেওয়ানি' ও 'সদর নিজামত' দুইটী প্রধান বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।

রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৭৭৪। ১৭৬১ অব্দে পাণিপথে আমেদ সার নিকটে পরাজয়ের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা কয়েক বৎসর নিশ্চেষ্ট প্রায় হইয়াছিলেন। অনন্তর (১৭৬৯) পেশোয়া মাধবরাও ৩ লক্ষ সেনাসহ চম্বলনদী পার হইয়া রাজপুত ও জাঠদিগের রাজ্য সকল লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষমতাহীন সম্রাট্ সাহ আলমের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়া রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন। রোহিলারা তাঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে আহ্বান করিলেন। সুজা রোহিলাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূরীকৃত করিলেন; কিন্তু প্রতিশ্রুত ৪০ লক্ষ টাকা না পাইয়া

(১৭৭২) উহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস্ সুজাউদ্দৌলার প্রার্থনায় রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে এক দল সেনা পাঠাইয়া দিলেন (১৭৭৪)। এই যুদ্ধে রোহিলারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল—তাহাদের ২০ হাজার সেনা হত হইল—এবং অনেকে রোহিলখণ্ড ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; সুতরাং সুজাউদ্দৌলা ঐ দেশ হস্তগত করিয়া বহুকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

কোম্পানির আয় বৃদ্ধি। এই সময়ে কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাটের নিকট হইতে লইয়া ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যে সুজাউদ্দৌলাকে দেওয়া হইল এবং বাদসাহকে যে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত তাহাও রহিত করা হইল।

রেগুলেটিং একট। এই সময়ে (১৭৭৩) ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা এদেশের রাজকার্য্যে নূতনরূপ বন্দোবস্ত করিতে মনস্থ করিয়া প্রধানতঃ এই কয়েকটী নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন। ইহাই ১৭৭৩ অব্দের "রেগুলেটিং একট" (সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ব্যবস্থা) নামে বিখ্যাত—(১) বাঙ্গালার গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইবেন; এবং বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন। কলিকাতায় ৪ জন সদস্য অর্থাৎ মেম্বর লইয়া তাঁহার এক সভা থাকিবে; তাঁহাদের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন এক লক্ষ টাকা। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরেরা সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের অধীন থাকিবেন।—(২) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল ভারতীয় শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।—(৩) কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামক সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়

সংস্থাপিত হইবে—তাহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিন জন পিউনি (অধস্তন) জজ নিযুক্ত থাকিবেন।—(৪) শাসন কার্য্যসংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপার ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার গোচর করিতে হইবে।—(৫) কোম্পানির কোন কর্ম্মচারী উপহারাদি গ্রহণ ও বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।—এই সকল ব্যবস্থা স্থির হইলে ১৭৭৪ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে গবর্ণর জেনারেলের পদে, বারওয়েল্, মন্সন. ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস্ নামক চারিজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যেকে লক্ষ টাকা বেতনে মেম্বরের পদে, এবং ইলা ইজা ইম্পে আশী হাজার টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের চিফ্ জষ্টিস্ পদে নিযুক্ত হইলেন।

নূতন কৌন্সিলের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ। কৌন্সিলের মেম্বরদিগের মধ্যে বারওয়েল সাহেব বহুকাল এদেশে ছিলেন, এবং হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল; অপর তিন জন এই কার্য্যের জন্যই বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন এবং হেষ্টিংসের নিতান্ত প্রতিকূল ছিলেন। কিরূপে হেষ্টিংসকে অপদস্থ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। অধিক মেম্বরের মতানুসারেই কৌন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহ হইবার নিয়ম থাকায়, হেষ্টিংস তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এইরূপে কৌন্সিলে হেষ্টিংসের ক্ষমতা বিলুপ্ত প্রায় হইলে তিনি অকারণে রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মেম্বরেরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি, ১৭৭৫। মহারাজ নন্দকুমার রায় কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সহিত একমত হইয়া হেষ্টিংস যে সমস্ত উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া

দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস বড় বিপদে পড়িলেন এবং কিরূপে এই সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মোহন প্রসাদ নামক একব্যক্তি দ্বারা 'নন্দকুমার ৬ বৎসর পূর্ব্বে এক জালখত করিয়াছেন বলিয়া সুপ্রীমকোর্টে তাঁহার নামে অভিযোগ করাইলেন। তথাকার প্রধান বিচারপতি ইলা ইজা ইম্পের নিকট বিচার হয়। ইম্পে হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু ছিলেন। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, হেষ্টিংসের অনুরোধেই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় (১৭৭৫)। নন্দকুমারের ফাঁসি, হেষ্টিংস—চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। এই ব্যাপার দর্শনে দেশের সমস্ত লোকেই স্তব্ধ হইয়া গেল এবং হেষ্টিংস ও ইম্পের প্রতি নানা কথা কাহতে লাগিল।

চৈতসিংহের নিষ্কাসন। ১৭৭৫ অব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে বারাণসীরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা করে চৈতসিংহকে উহার জমীদারী দেন। চৈতসিংহ নিয়মিতরূপে রাজস্ব দিতে ছিলেন, তথাপি হেষ্টিংস উপর্য্যুপরি ৩ বৎসরকাল অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা তাঁহার নিকট গ্রহণ করেন। পরে (১৭৮০) চৈতসিংহ ঐ অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করায় হেষ্টিংস্ বলপূর্ব্বক ঐ টাকা আদায় করেন। চৈতসিংহ ইংরাজ শত্রুদিগের সহিত ষড়্যন্ত্র করিতেছেন এই সূত্র ধরিয়া হেষ্টিংস্ তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কিন্তু তিনি পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। তদীয় ভ্রাতৃপুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করায় বারাণসী রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

অযোধ্যার বেগমদিগের ধন লুণ্ঠন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তদীয় সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতা ও পত্নী দুই জনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ১৭৮১ অব্দে সুজার পুত্র নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধের জন্য মাতা ও পিতামহীর সম্পত্তি অপহরণ করিবার মানসে হেষ্টিংসকে আহ্বান করিলেন। হেষ্টিংস এরূপ সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। বেগমেরা কাশীরাজ চৈতসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বাড়ী ঘর লুঠ করিলেন এবং নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া বেগমদিগের নিকট হইতে প্রায় এক কোটি টাকা বাহির করিয়া হস্তগত করিলেন।

প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, ১৭৭৫-৮২। ১৭৭২ অব্দে পেশোয়া মাধবরাওর মৃত্যু হইলে তদ্‌ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি অচিরাৎ গুপ্ত-ভাবে নিহত হইলে তৎপিতৃব্য রঘুনাথরাও (রাঘব) ঐ পদ গ্রহণ করেন। নানাফর্ণাবিষ, সুখরাম বাপু, রামশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা মৃত পেশোয়া নারায়ণের সদ্যোজাত শিশুকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া রঘুনাথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। রঘুনাথ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বোম্বাইস্থিত ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করা, এবং বোম্বাইএর সন্নিহিত সালসেট ও বাসীন নামক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারস্থ দুইটী দ্বীপ হস্তগত করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আয়তন বৃদ্ধি করা ইংরাজদিগের অভিপ্রেত ছিল—অতএব এই সুযোগে তাঁহারা রঘুনাথের সহিত যোগ দিলেন, এবং রঘুনাথ

উক্ত দ্বীপদ্বয় এবং বার্ষিক অনেক টাকা ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেল কীটিং রঘুনাথের সহিত সমবেত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করেন। কিছু কাল ধরিয়া উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল—প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পরে ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন। এই সকল যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও হোলকার, শিশু পেশোয়া ২য় মাধবরাও নারায়ণের পক্ষে ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরিশেষে হায়দর আলির সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করা অপরিহার্য্য হওয়ায় ইংরাজদিগকে ১৭৮১ অব্দে বাধ্য হইয়া সন্ধি করিতে হইল। পূর্ব্বে পুণার সন্নিহিত পুরন্দর নামক স্থানে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাকে 'পুরন্দরসন্ধি' এবং এই শেষ সন্ধিকে 'সালবাইসন্ধি' কহে। এই শেষ সন্ধি দ্বারা রঘুনাথ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া যেখানে ইচ্ছা, থাকিতে অনুমত হইলেন; গুজরাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পিত হইল। ইংরাজেরা সালসেট্, এলিফেণ্টা এবং অন্য দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকারী হইলেন এবং মাধবরাও নারায়ণ সিংহাসনে দৃঢ়ীকৃত হইলেন।

মহীসুরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, ১৭৮০-১৭৮৪। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সন্ধিকৃত প্রতিজ্ঞাসত্ত্বেও ইংরাজেরা হায়দরের বিপৎকালে সহায়তা করেন নাই। হায়দর ইহার শোধ দিবার জন্য অনেক দিন হইতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর নিজামআলির ও মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহায়তা পাইয়া (১৭৮১) কর্ণাটের আর্কট নগর আক্রমণ করিলেন। ঐ নগর রক্ষার্থ মন্রো ও বেলি সাহেব দুই

দল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন—রণদক্ষ হায়দর দুই দলকেই পরাজিত ও অপসারিত করিলেন। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস বাঙ্গালা হইতে সৈন্য সমেত স্যার আয়র কূট সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। আয়র কূটের আগমনে হায়দর পূর্ব্বাধিকৃত অনেক স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং ১৭৮১ অব্দে পোর্টনভো নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার পরবৎসর হায়দরের পুত্র টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জয়ী হইতে লাগিলেন। হায়দরও আবার উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ইহার কিছু পরেই প্রায় ৮০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। হায়দরের মৃত্যুতে ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতে পারিলেন না। টিপু বিলক্ষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কয়েক স্থানে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু দুইদল ইংরাজ সৈন্য অতর্কিত-ভাবে দুই দিক হইতে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করায় তিনি হীনসাহস হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৪)। এই সন্ধি 'মাঙ্গালোর সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ।

হেষ্টিংসের স্বদেশযাত্রা ও ইংলণ্ডে বিচার।

১৭৮৫ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের উপর কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সুখে থাকিতে পান নাই। তাঁহার কৃত রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, চৈৎসিংহের রাজ্যগ্রহণ, বেগমদিগের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি ২২ প্রকার অন্যায় কার্য্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ হয়। ইংলণ্ডের বাগ্মিপ্রবর বর্ক, সেরিডেন এবং ফক্‌স অভিযোক্তা হন—প্রায় ৭ বৎসরকাল সেই মোকদ্দমা চলিয়া ছিল; পরিশেষে অনেক কষ্টের পর

তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু মোকদ্দমার ব্যয়ে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

হেষ্টিংসের চরিত্র। হেষ্টিংস সাহসিক, ধৈর্য্যশালী ও স্বজাতির আধিপত্য বিস্তারে বিলক্ষণ যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজদিগের শাসন বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাব যেরূপ, তাহাতে দয়া, ঔদার্য্য ও ন্যায়পরতার কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

পিটের ইণ্ডিয়া বিল, ১৭৮৪। হেষ্টিংসের অধিকারের শেষ সময়ে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অতিশয় আন্দোলন হয় এবং বহুবিধ আন্দোলনের পর, পিট সাহেব নূতন রাজমন্ত্রী হইয়া যে ব্যবস্থা প্রণালীর পাণ্ডুলেখ্য করেন, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সভার অনুমোদিত হয়—সেই সকল ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই,—

(১) লণ্ডনস্থ প্রিবিকৌন্সিলের মধ্য হইতে মনোনীত ৬ জন সভ্য লইয়া "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" (পরিচালক সভা) নামে একটী সভা হইবে। তাহারই হস্তে কোম্পানির কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও রাজ্যসাশন ভার সমর্পিত হইবে। ডিরেক্টরসভা এই সভার অধীন থাকিবে।

(২) ডিরেক্টরসভার মেম্বরগণের মধ্য হইতে ৩ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া আর একটী "গোপনীয় সভা" হইবে, ঐ সভাদ্বারাই ভারতবর্ষের শাসন সংক্রান্ত কার্য্য সকল প্রধানতঃ নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে।

(৩) মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর কৌন্সিলে তিনজন করিয়া সদস্য থাকিবেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্, ১৭৮৬-৯৩।

হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর সরজন ম্যাকফারসন নামক জনৈক সিভিলিয়ান ২০ মাস কাল গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন, তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আইসেন। তাঁহার শাসনকাল দুইটি ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রথম, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বিতীয়, মহীসুরের তৃতীয় যুদ্ধ।

বিচার প্রণালী শোধন। কর্ণওয়ালিস্ সর্ব্বপ্রথম ইয়ুরোপীয়দিগের হস্তে ফৌজদারী বিচারভার অর্পণ করেন, কলিকাতায় 'সদর নিজামত' বা সর্ব্বপ্রধান ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন এবং কালেক্টর ও জজের কার্য্য পৃথক করিয়া দেন। দেওয়ানি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি জন্য প্রতি জেলায় একজন জজ, একজন রেজিষ্ট্রার ও কয়েকজন মুন্সেফ নিযুক্ত করেন। জেলার জজদিগের মীমাংসিত আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায় এক একটি প্রদেশীয় বিচারালয় (প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট) স্থাপিত হয়। শান্তি রক্ষার জন্য প্রতি জেলায় এক একটী থানা স্থাপিত হয় এবং এক একজন দারোগা নিযুক্ত হন। হেষ্টিংস সাহেবের আমলে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কতকগুলি স্থূল স্থূল আইন হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ সেইগুলি একত্র করিয়া, দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত করেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ আইন হইবে বলিয়া প্রচার করেন।

রাজস্ব আদায়ের প্রাচীন নিয়ম। মুসলমান বাদ-সাহ সের সাহের সময় হইতে প্রজাসাধারণের স্থানে খেরাজ

বা রাজস্ব গ্রহণের বিশেষ নিয়ম প্রতিপালিত হয়। ঐ নিয়মানুসারে যে সকল ভূম্যধিকারী বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন, তাঁহারা শতকরা দশ টাকার হিসাবে কমিশন পাইতেন। আকবর সাহের সময়ে রাজা টোডরমলের সাহায্যে ঐ খেরাজ আদায়ের প্রণালী সুবিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থলে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিশেষরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরাও কালসহকারে কেহ 'জমীদার' কেহ বা 'রাজা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা দেওয়ানী প্রাপ্তির পর করসংগ্রহ বিষয়ে কয়েক বৎসর ঐ নিয়মই বজায় রাখিয়াছিলেন। শেষে ১৭৭৭ অব্দ হইতে বার্ষিক জমীর ইজারা দেওয়া আরম্ভ হয়। যিনি অধিক কর দিতে স্বীকার করিতেন, তিনিই ইজারা পাইতেন, সুতরাং প্রতিবর্ষে নূতন নূতন ইজারদার হওয়ায় প্রজাদের প্রতি তাঁহাদের কোন মায়া মমতা থাকিত না—কেবল অর্থশোষণই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইত। এইরূপ নিয়মদ্বারা প্রজাদেব যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল; কোম্পানিও ইহাতে লাভবান্ হইতে পারেন নাই—যেহেতু ইজারদারেরা প্রথমে যে করদান স্বীকার করিতেন, শেষে তাহা দিয়া উঠিতে পারিতেন না, সুতরাং অনেক টাকা রেহাই দিতে হইত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল দোষের নিবারণার্থ 'রেবিনিউ বোর্ডের' প্রধান মেম্বর শোর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির বন্দোবস্ত করেন এবং ডিরেক্টরেরা মঞ্জুর করিলে ইহাই বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা

প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে এইরূপ ঘোষণা করেন (১৭৮৯)। উক্ত ব্যবস্থা প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হয় বলিয়া 'দশ সালা বন্দোবস্ত' নামে খ্যাত। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষেরা ঐ বন্দোবস্তের অনুমোদন করিলে এই 'দশ সালা বন্দোবস্ত' চিরস্থায়ী হইয়া ১৭৯৩ অব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

তৃতীয় মহীসুর যুদ্ধ, ১৭৯০-১৭৯২। মাঙ্গালোর সন্ধির পর টিপু কয়েক বৎসর মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং অনেক খৃষ্টান ও হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-ছিলেন। ১৭৮৯ অব্দে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। উহার রাজা ইংরাজদিগের মিত্র ছিলেন, এজন্য ইংরাজেরা নানাফর্ণাবিষকর্ত্তৃক পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয়গণের এবং নিজামের সহিত মিলিত হইয়া রাজার অনুকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৭৯০ অব্দে যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রথম বর্ষে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নিজাম বা মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষ আনুকূল্য করেন নাই; পরবর্ষের যুদ্ধে কর্ণওয়ালিস্ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিলে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই তিন দল সৈন্য একত্র হইয়া যখন শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল, তখন টিপু ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন—সন্ধি হইল—১৭৯২। এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজেরা টিপুর নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ৩ কোটি টাকা এবং রাজ্যের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজ্যাংশ পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সমাংশে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে বিবাদ নিবারণার্থ টিপুকে ইংরাজদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ

আপনার দুই পুত্র রাখিতে হইল। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে যে ভূমিভাগের অধিকারী হইলেন; তাহার নাম দিন্দিগাল, বড়মহল, সলেম এবং মলবার।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রায় ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৯৩ অব্দের আগষ্ট মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন। ইহাঁর সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শাসন-প্রণালী ও আইন সংগ্রহ প্রভৃতি অনেকগুলি হিতকর কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় দেশীয় লোকেরা বড় বড় চাকরী সকল হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বড় কর্ম্মের মধ্যে পুলিশের দারোগাগিরি এবং মুন্সেফি। দারোগাদিগের বেতন ২৫৲ টাকা, মুন্সেফরা তাহাও পাইতেন না, মোকদ্দামার দাবী অনুসারে কেবল কিছু কমিশন পাইতেন।

নূতন সনন্দ প্রাপ্তি। ১৭৭৩ অব্দে কোম্পানি যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৭৯৩ অব্দে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা ২০ বৎসর মেয়াদে আর এক সনন্দ লাভ করেন।

স্যর্ জন্ শোর, ১৭৯৩-৯৮।

কর্ণওয়ালিস সাহেব যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, স্যার্ জন্ শোর তাহাতে সহকারিতা করেন। এক্ষণে কর্ণওয়ালিসের পর উক্ত শোর সাহেবই ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল হইলেন। ইহার সময়ে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। সাধারণ ঘটনার মধ্যে শোরসাহেবের কয়েকটী কার্য্য এস্থলে উল্লেখ যোগ্য —(১) ১৭৯২ অব্দের সন্ধি অনুসারে টিপুর দুইটী পুত্র ইংরাজদিগের নিকটে প্রতিভূস্বরূপ ছিল। ১৭৯৪

অব্দে শোর সাহেব উহাদিগকে টিপুর নিকটে পাঠাইয়া দেন (২) মহারাষ্ট্রীয়গণ নিজামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, শোর সাহেব নিজামের সহায়তা বা উপস্থিত যুদ্ধনিবারণে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে সাহসী হইয়া ১৭৯৫ অব্দে কুর্দ্দালার যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। (৩) অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে উজীর আলি তাঁহার পুত্র বলিয়া নবাব হন। কিন্তু শেষে তাঁহার পুত্রত্ব সম্বন্ধ অপ্রমাণিত হওয়াতে শোর সাহেব মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত আলিকে নবাব বলিয়া স্বীকার করেন (১৭৯৮) অতঃপর সর্ জন্ শোর 'লর্ডটেনমৌথ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি, ১৭৯৮—১৮০৫।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৯৮। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি (লর্ডমর্ণিংটন্) গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ অব্দের মে মাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি চারিবৎসর "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের" মেম্বর ছিলেন, একারণ এদেশীয় রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। প্রথমেই টিপু সুলতানের সহিত ইঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ১৭৯২ অব্দে টিপুসুলতান বিগতিক হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন তাঁহার পুত্রদ্বয় ইংরাজদিগের নিকটে প্রতিভূ ছিল, ততদিন তিনি যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। ১৭৯৪ অব্দে শোর সাহেব সেই বালকদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়ায় তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন।

এই সময় প্রসিদ্ধ নেপোলিয়াম বোনাপার্টির অধীনে ফরাসী-দিগের সহিত ইংরাজদিগেব তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং টিপু, বোনাপার্টির নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা পাইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। ওয়েলিস্‌লি সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রথমে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন, তাঁহার সেনা হইতে ফরাসী সৈনিকদিগকে দূরীভূত করাইলেন, এবং ঐ রাজ্যমধ্যে এক দল ইংরাজ সৈন্য রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ মহীসুরযুদ্ধ, ১৭৯৯। অতঃপর গবর্ণর জেনারেল টিপুর সমরসজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। টিপু ফরাসীদিগের আনুকূল্য প্রাপ্তির আশায় গর্ব্বভরে কোন সদুত্তর দিলেন না, সুতরাং যুদ্ধ করাই স্থির হইল। ১৭৯৯ অব্দের প্রথমেই ওয়েলেস্‌লি মাদ্রাজ ও বোম্বাই দুই দিক হইতে দুইদল সৈন্যকে টিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হারিস্‌ সাহেব মাদ্রাজ সেনার এবং ষ্টুয়ার্ট সাহেব বোম্বাই সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনারেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর্থর ওয়েলেস্‌লিও এই যুদ্ধে ছিলেন। ইনিই উত্তর কালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে পরাজিত করিয়া 'ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন' নামে বিখ্যাত হন। যাহা উহক টিপু প্রথমে ষ্টুয়ার্টের সহিত ও পরে হারিসের সহিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু উভয়ের নিকটেই পরাজিত হইলেন। অনন্তর উভয় সেনা সমবেত হইয়া তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল। টিপু প্রভূত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ফাটকের মধ্যে টিপুর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

অতঃপর লর্ড ওয়েলেস্‌লি টিপুসুলতানের ও হায়দরবংশের রাজ্য শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মহীসুর রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত করিয়া একাংশ কোম্পানির জন্য রাখিলেন; একাংশ নিজামকে দিলেন, এবং অপর অংশ মহীসুরের পূর্ব্বতন হিন্দু বংশীয় এক শিশুকে দিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজা করিয়া তাঁহারই নামে মহীসুর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। টিপুর বংশীয়েরা বেলোরের দুর্গে নীত হইয়া কোম্পানি প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

সন্ধিবলে কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি, ১৭৯৯-১৮০১।

ওয়েলেস্‌লি একজন প্রগাঢ়বুদ্ধি, রাজনীতি-কুশল গবর্ণর ছিলেন। টিপু পরাজিত ও তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় ইংরাজ বাহাদুরের দুর্জ্জয়তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং এদেশের অনেক রাজা মহাশঙ্কিত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া তিনি কোম্পানির প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিবার মানসে ছলে বলে কৌশলে কতিপয় রাজার রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। (১) তাঞ্জোর প্রদেশ হস্তগত করিলেন। ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এই সুযোগে ওয়েলেস্‌লি আপনাদের মনোনীত এক ব্যক্তিকে তথাকার সিংহাসনে বসাইয়া প্রকারান্তরে সমুদয় রাজক্ষমতা কোম্পানির হস্তে আনয়ন করিলেন (১৭৯৯)। (২) সুরাটের নবাবকেও বৃত্তিভোগী করিয়া ঐরূপে অধীন করা হইল (১৮০০)। (৩) "কর্ণাটের নবাব প্রসিদ্ধ মহম্মদ আলির পুত্রকেও রাজ্যভার

হইতে অপসৃত করিয়া কোম্পানির বৃত্তি ভোগীর মধ্যে পরিগণিত করা হইল (১৮০১)।

ওয়েলেস্‌লির হিতকর কার্য্য। এই সময়ে ওয়েলেস্‌লি রাজ্যের বন্দোবস্ত ও সুশাসন বিষয়ে কয়েকটী হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—(১) ইংলণ্ড হইতে আগত সিবিলিয়ানগণ এদেশীয় ভাষা না জানায় বিচারকার্য্যে গোলযোগে পড়িতেন; এই নিমিত্ত ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন কবিলেন (১৮০০)।

(২) পূর্ব্বে হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হইলে গঙ্গার নিকটে সন্তান কামনা করিত এবং সন্তান হইলে কেহ কেহ প্রথমোৎপন্নটীকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিত। ওয়েলেস্‌লি সাহেব ১৮০১ অব্দে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ঐ কুপ্রথা রহিত করিলেন।

দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, ১৮০২-১৮০৪। অতঃপর ওয়েলেস্‌লিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়চক্রেব মধ্যে বিরাররাজ রঘুজীভোঁসলা, যশোবন্তরাও হোলকার, দৌলৎরাও সিন্ধিয়া বরদারাজ গাইকোয়ার এবং বাজীরাও পেশোয়া এই পাঁচ ব্যক্তি প্রধান ছিলেন। এই বাজীরাও পূর্ব্বোল্লিখিত রঘুনাথের পুত্র। নারায়ণের পুত্র পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যু হইলে ইনি তদ্‌পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কোন ক্ষমতা ছিল না; দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া ইহার সমস্ত বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ১৭৯৫ অব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত অহল্যাবাইর মৃত্যু হইলে তদীয় বিশ্বস্ত অমাত্য তুকাজীর পুত্র

যশোবন্তরাও প্রবল হইয়া অনেক বিবাদের পর হোলকার রাজ্য গ্রহণ করেন এবং পেশোয়ার রাজধানী পুণানগর আক্রমণ করেন। সিন্ধিয়া পেশোয়ার সহায়তা করিলেও কিছু ফল হইল না। বাজীরাও বাসীন নগরে পলাইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; এবং তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজেরা ঐ রাজ্যমধ্যে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য রাখিতে পাইলেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐ রাজ্য হইতে কতক ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। এই বাসীন নগরের সন্ধি ১৮০২ অব্দে সম্পন্ন হয়। এই সন্ধির পর ইংরাজেরা বাজীরাও পেশোয়াকে পুণাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সিন্ধিয়ার সহিত যুদ্ধ। মহারাষ্ট্রচক্র মধ্যে ইংরাজ দিগের লব্ধপ্রবেশ হইতে দেখিয়া সিন্ধিয়া ও বিরারপতি শঙ্কিত হইলেন, এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। তৎকালে সিন্ধিয়ার রাজ্য উত্তরে আগরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহার সেনা ৬০ হাজার ছিল। বিরারপতির সৈন্যও ৩০ হাজারের ন্যূন ছিল না। ইহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া গবর্ণর জেনারেল সসজ্জ হইলেন। তিনি একবারে সকল দিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধিপূর্ব্বক আপন সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ আর্য্যাবর্ত্তস্থ সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে, এবং অপর বৃহৎ ভাগ দাক্ষিণাত্যস্থ সিন্ধিয়া ও বিরারপতির সমস্ত সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

আর্থর ওয়েলেস্‌লি। দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্য প্রবেশ

করে, তাহার প্রধান সেনাপতি আর্থর ওয়েলেস্লি। আর্থর প্রথমেই আমেদ নগরের দুর্গ অধিকার করিলেন। দিন কয়েক পরেই আসাই নামক গ্রামের সমীপে সিন্ধিয়া ও রঘুজীর সমবেত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই স্থানের তুমুল সংগ্রামে আর্থরের অনেক বলক্ষয় হইলেও পরিশেষে তিনিই জয়লাভ করিলেন। ঐ সময়ে সেনানায়ক ষ্টিবেন্সন বর্হানপুর, আসিরারগড় প্রভৃতি সিন্ধিয়ার অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তর আর্গাঁও নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও আর্থর ও ষ্টিবেন্সনের সমবেত সৈন্যগণ জয়লাভ করিলেন। কর্ণেল হারকোট অপর একদল সৈন্যের সহিত যাইয়া বিরারের অন্তর্গত কটক প্রদেশ অধিকার করিলেন। বিরাররাজ নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ রাজধানী নাগপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় থাকিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির নিয়মানুসারে কটক প্রদেশ এবং বর্দা নদীর পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। (১৮০৩)

লর্ড লেক্। এ দিকে সিন্ধিয়ার আর্য্যাবর্ত্তস্থিত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কর্ণেল লেক্ তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। পেরণ নামক একজন ফরাসী সিন্ধিয়া সেনার অধিপতি ছিলেন। লেক্ আলিগড়ের নিকটে তাঁহার সহিত এক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। পেরণের পর লুই নামক আর একজন ফরাসী তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন; লেক্ তাহারও সহিত দিল্লী নগরে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন এবং সিন্ধিয়ার হস্তগত সম্রাট সাহআলমকে উদ্ধার করিলেন। এই সময় হইতেই বাদসাহ কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সিন্ধিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তের দুরবস্থার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও ইংরাজ সেনাপতির নিকট পরাজিত হইল; বুন্দেলখণ্ড ইংরাজদিগের হস্তগত হইল; বিরার-রাজ রঘুজী ভোঁসলাও ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দৌলতরাও ভগ্নোৎসাহ হইলেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজেরা গঙ্গাযমুনার দোয়াব এবং দিল্লী, আগরা, প্রভৃতি অনেক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। (১৮০৩)।

হোলকারের সহিত যুদ্ধ। সিন্ধিয়া ও বিরাররাজের সহিত যুদ্ধকালীন যশোবন্তরাও হোল্কার তূষ্ণীম্ভূত ছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত বিরোধ করিতে তাহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল, এজন্য তিনি ১৮০৪ অব্দের প্রারম্ভেই ইংরাজদিগের প্রতিকূলে চক্রান্ত করিতে এবং তাঁহাদিগের মিত্ররাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য লর্ড লেক্ সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। হোলকার যখন জয়পুরে উপদ্রব করেন তখন লেক্, কর্ণেল মন্সনকে সৈন্যসমেত তথায় পাঠাইয়া দেন। মন্সন পথিমধ্যে, যশোবন্তের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং পলায়ন পূর্ব্বক আগরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হোলকারও বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পরে তিনি দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইলে তত্রত্য রেসিডেণ্ট অক্টরলোনি সাহেব প্রভৃত পরাক্রমসহকারে নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সেনাপতি লেক্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে দিগ ও ফরাক্কাবাদে যে কয়েকটী যুদ্ধ হইল, তাহাতে হোলকারই

পরাজিত হইলেন। সুতরাং তিনি ভীত হইয়া নিজমিত্র ভরতপুরের রাজার দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ দুর্গ অতিশয় দৃঢ়, সুতরাং ইংরাজেরা উহা জয় করিতে না পারিয়া রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির নিয়মানুসারে হোলকারকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল এবং রাজার এক পুত্র ইংরাজদিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন। (১৮০৫)।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড ওয়েলেস্লি স্বদেশযাত্রা করিলেন। ইনি সমুদায়ে ৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান, সাহসিক রাজনীতিকুশল গবর্ণর জেনারেল অতি অল্পই এ দেশে আসিয়াছিলেন; তথাপি সমরস্পৃহা ইহার নিতান্ত বলবতী থাকায় ডিরেক্টরেরা ইহার প্রতি প্রীত হন নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ইংরাজ শাসনাধীন ভারতের সংরক্ষণ।

১৮০৫—১৮৫৭ খৃঃ অঃ।

কর্ণওয়ালিস্, ১৮০৫।

ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সহিত বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত না হওয়া এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের অভিমত হইয়াছিল। অত এব

তাঁহারা কর্ণওয়ালিস্‌কে দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ১৮০৫ অব্দের ৩০এ জুলাই কলিকাতায় পৌঁছিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লির অনুমোদিত রাজনীতির পরিবর্ত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ তৎকালে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন; অতএব কলিকাতা হইতে বারাণসী যাত্রাকলে পথিমধ্যে গাজীপুরে ঐ অব্দেরই ৫ই অক্টোবরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

স্যার জর্জ্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭। এই সময়ে ইনি কৌন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ছিলেন; সুতরাং ইঁহারই উপর শাসন-ভার পতিত হইল। কর্ণওয়ালিস্ জীবিত থাকিলে যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিতেন বার্লো সেইরূপ প্রণালীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন এবং ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে হোলকারের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৮০৬)।

বেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮০৬। এই সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশের বেলোর নগরস্থ সিপাহীরা তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশে জাতিনাশের আশঙ্কায় বিদ্রোহী হয় (১৮০৬) কর্ণেল জিলেস্পি এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র সত্বর তথায় গমন করিয়া দণ্ড বিধান দ্বারা ঐ বিদ্রোহের নিবারণ করিলেন। উক্ত বেলোর দুর্গস্থ টিপুর পরিবারেরাই এই বিদ্রোহের মূল, সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতার অব্যবহিত উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী চিৎপুরে লইয়া যাওয়া হইল; ডিরেক্টরেরা মাদ্রাজ গবর্ণর বেণ্টিঙ্ককে পদচ্যুত করিয়া স্যার জর্জ্জ বার্লোকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮০৭ অব্দে কলিকাতা পৌঁছিলেন।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭—১৩।

কর্ণওয়ালিসের ন্যায় লর্ড মিণ্টোরও, বিবাদ বিসংবাদ না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করা সম্পূর্ণ অভিমত ছিল। কিন্তু শাসন-ভার গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি বুঝিলেন যে, দেশীয় রাজাদিগের কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে রাজ্যরক্ষা করা কঠিন, সুতরাং স্থলবিশেষে তাঁহাকে রাজগণের বিষয়ে অগত্যা হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি। ১৮০৯ অব্দে পাতিয়ালা ও ঝিন্দ প্রদেশের সর্দ্দারেরা লাহোরের শিখ-অধ্যক্ষ রণজিৎ সিংহের রাজ্যবৃদ্ধি-লালসায় উৎপীড়িত হইয়া লর্ড মিণ্টোর নিকট অভিযোগ করিলেন। তিনি মেট্‌কাফ সাহেবকে দূত-স্বরূপ পাঠাইয়া রণজিতের সহিত সন্ধি করিলেন যে, রণজিৎ শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরেই রাজ্য করিবেন—পূর্ব্বতীরে কখন হস্তক্ষেপ করিবেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শিখেরা মোগল-দিগের প্রাবল্যসময়ে তাড়িত হইয়া হিমালয়ের উপত্যকাদেশ আশ্রয় করে, পরে মোগলরাজ্যের উচ্ছেদসময়ে ক্রমে ক্রমে আসিয়া পঞ্জাবের নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এক এক জন সর্দ্দার স্বাধিষ্ঠিত প্রদেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। রণজিৎ সিংহ ঐরূপ এক সর্দ্দারের পুত্র। তিনি লাহোর প্রদেশে অধিষ্ঠান করিয়া বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহসিকতা প্রভৃতির দ্বারা ঐ প্রদেশে বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আমেদ আবদালির পৌত্র জেমান সাহ তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়া লাহোরে তাঁহাকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন।

সিন্ধু, কাবুল প্রভৃতির সহিত সন্ধি। ইংরাজ ও ফরাসীজাতির বিদ্বেষ চিরন্তন। ইংরাজেরা এদেশে ফরাসীদিগকেই অধিক ভয় করিতেন। কোনরূপে ফরাসীরা ইহার মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হয়, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। নিজাম, সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, ফরাসীদিগের ক্ষমতালোপ করাই সে সকল যুদ্ধের প্রধান কারণ। ফরাসীদিগেরও ভারতবর্ষের প্রতি বরাবর লোভ। এই সময়ে নেপোলিয়ান নিতান্ত প্রবল হওয়ায় ইংরাজদিগের শঙ্কার আরও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং লর্ড মিণ্টো রণজিতের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া পঞ্জাব, কাবুল ও পারস্যদেশে দূত প্রেরণপূর্ব্বক ঐ সকল দেশের অধিপতিদিগের সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, তাঁহারা ইংরাজদিগের কোন শত্রুকে বিশেষতঃ ফরাসীদিগকে রাজ্যে স্থান দিবেন না।

নূতন সনন্দ লাভ, ১৮১৩। ১৮১৩ অব্দে কোম্পানির বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ (চার্টার) লইবার কাল পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ২০ বৎসরের জন্য এক সনন্দ দেওয়া হয়। উক্ত সনন্দ দ্বারা কোম্পানির ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্ব লোপ হয়। ঐ বৎসরেই লর্ড মিণ্টো ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস) ১৮১৩-২৩।

লর্ড ময়রা ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করাই ইহার সর্ব্ব প্রথম কার্য্য।

নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫। নেপালের আদিম নিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। পরে গুর্খা নামক এক সমরপ্রিয় জাতি ঐ দেশে বসতি স্থাপন করে। ইহারা বিজয় দ্বারা হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করিয়া ক্রমে ইংরাজদিগের অধিকার আক্রমণ করে। লর্ড মিণ্টো ভয়মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিরত হইতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে লর্ড ময়রা অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৮১৪ অব্দে ইংরাজসেনাদিগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ৪ স্থান হইতে নেপাল আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সেনাপতি অক্টরলোনি, জিলেস্পি, উড ও মার্লি এই ৪ জন উক্ত চতুর্ধাবিভক্ত সেনার অধিনায়ক হইলেন। তন্মধ্যে উড ও মার্লি কিছুই করিতে পারিলেন না, জিলেস্পি কলঙ্গের গিরিদুর্গ অধিকার করিতে গিয়া নিহত হইলেন। অমরসিংহ গুর্খাদিগের অধিপতি ছিলেন। অক্টরলোনি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া কয়েকটী দুর্গ হস্তগত করিলেন। অবশেষে অমর সিংহ মেলোনের দুর্গে বদ্ধ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। প্রথমে সন্ধির সমুদয় স্থির হইলে পরে মত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। পর বৎসর (১৮১৫) অক্টরলোনি অতি সুকৌশলে ২০,০০০ হাজার সৈন্য সহ রাজধানী কাটামুণ্ডের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নেপাল দরবার পূর্ব্বে যে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন। সিগৌলি নামক স্থানে উভয় পক্ষের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। গুর্খাগণ দক্ষিণ পূর্ব্বে

সিকিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে হিমালয়ের পার্শ্বে কুমায়ুন প্রভৃতি স্থান ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। সিকিমের রাজা ইংরাজদিগের আশ্রিত হইলেন। নেপাল দরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিতে অনুমত হইল। এই সন্ধিবলে ইংরাজেরা সিমলা, মুশোরি, নৈনিতাল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুদ্ধ শেষ হইলে, লর্ড ময়রা 'মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস' এবং অক্টরলোনী 'স্যার' উপাধি লাভ করেন।

পিণ্ডারী যুদ্ধ, ১৮১৭। বহুদিন হইতে পিণ্ডারী নামক এক দস্যু সম্প্রদায় মধ্য ভারতে যৎপরোনাস্তি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। উহাদের কোন ধর্ম্মবন্ধন না থাকায়, সকল জাতীয় লোক তাহাদের দলভুক্ত হইতে পারিত। এইরূপে বর্দ্ধিতবল হইয়া তাহারা ক্রমে ইংরাজ অধিকারে এরূপ উৎপাত আরম্ভ করিল যে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান পিণ্ডারীদিগের মধ্যে প্রভুত্ব করিত। ১৮১৭ অব্দে লর্ড ময়রা ১১৪,০০০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মালোয়া ও নর্ম্মদার পার্শ্বস্থ অন্যূন ২৫ হাজার পিণ্ডারাকে বেষ্টন করিলেন। পিণ্ডারীরা চারিদিক হইতে ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত হইল এবং পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা যে দিকে পলাইতে লাগিল, ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে করিতে সেই দিকেই তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা হোলকারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে হোলকারের সহিত যুদ্ধ হইল। হোলকার পরাজিত হইয়া সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি

অনুসারে ইংরাজেরা তাঁহার রাজধানীতে এক দল সৈন্য রাখিতে ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ খান্দেশ প্রভৃতি ভূভাগ অধিকার করিতে অনুমত হইলেন। অনন্তর পিণ্ডারীরা নানা স্থানী হইয়া পড়িল; তাহাদের প্রধানদিগের কেহ পলায়িত কেহ বা বিনষ্ট হইল, অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইল, এবং অবশিষ্টেরা শান্তভাব অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষিবাণিজ্যাদি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

শেষ মহারাষ্ট্র যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮১৮। ১৮০২ অব্দের বাসিন সন্ধি অনুসারে পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজদিগের সাহায্যে পুণা নগরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজধানীমধ্যে ইংরাজ রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করায় তাঁহার বিলক্ষণ লাঘববোধ হইয়াছিল। তদবধি তিনি ইংরাজদিগের উক্তরূপ অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ত্র্যম্বকজী নামক তাঁহার প্রিয়মন্ত্রী সর্ব্বদাই তাঁহাকে ইংরাজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে এবং পেশোয়াদের পূর্ব্বগৌরব বজায় রাখিতে উত্তেজিত করিতেন। মধ্যে গাইকোয়ারের রাজদূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পেশোয়ার প্রাপ্য হিসাব নিকাশের জন্য পুণায় আগমন করিলে ত্র্যম্বকজীর চক্রান্তে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। গাইকোয়ার ইংরাজদিগের অনুগত; অতএব ইংরাজেরা কুপিত হইয়া ত্র্যম্বকজীকে কারাবদ্ধ করিলেন। বাজীরাও তাঁহাকে ইংরাজদিগের অজ্ঞাতসারে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে পুনর্ব্বার পেশোয়ার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। বিগতিক দেখিয়া মধ্যে পেশোয়া একবার সন্ধিও করেন। এই সময়ে মধ্য ভারতবর্ষে পিণ্ডারীরা অত্যন্ত উপদ্রব

আরম্ভ করে। ইংরাজেরা তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া ১৮১৮ অব্দে পেশোয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ইংরাজ সেনাপতি স্মিথ সাহেব বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পুণানগরের সন্নিহিত হইলে, পেশোয়া ভীত হইয়া ঐ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সুতরাং পুণা সহজেই ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। অনন্তর পেশোয়া ভগ্নসাহস হইয়া কোম্পানির সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা পেশোয়ার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া উহার কিয়দংশ সেতারার শিবাজী-বংশীয় এক রাজাকে প্রদান করিলেন। পেশোয়াকে কেবল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া কাণপুরের সন্নিহিত বিঠুরে বাস করিতে হইল। বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতে ঐ বংশের যে গৌরব ও স্বাধীনতা ছিল, তাহা একবারে বিলুপ্ত হইল। (১৮১৮)।

দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলা। ১৮১৬ অব্দে রঘুজী ভোঁসলার মৃত্যু হইলে তাহার জড়বুদ্ধি পুত্র তৎপদে অধিরূঢ় হন, কিন্তু তৎপিতৃব্যপুত্র অপা সাহেব তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত অপা সাহেবের সন্ধি ছিল, তথাপি তিনি, পেশোয়াকে ইংরাজদিগের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং রঘুজী ভোঁসলার পৌত্রকে পিতামহেরই নাম প্রদান পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহিত করেন। (১৮১৮)।

শিক্ষা বিস্তার। ১৮২৩ অব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড ময়রা স্বদেশযাত্রা করিলেন। তাঁহার পত্নী এতদ্দেশীয়দিগের

ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষার জন্য বারাকপুরে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ডেভিড হেয়ার প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যোগে কলিকাতায় "হিন্দু-কলেজ" স্থাপিত হয়; এবং শ্রীরামপুরস্থ কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিশনরিগণ শ্রীরামপুর, চুঁচূড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক গুলি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রযত্নে ১৮১৮ অব্দে 'সমাচারদর্পণ' নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়।

লর্ড আমহর্ষ্ট, ১৮২৩-২৮।

লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে এডাম নামক জনৈক সিবিলিয়ান গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন। ইহার পর ১৮২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহর্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। আমহর্ষ্টের শাসনকাল দুইটী প্রধান ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ—(১) প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ, (২) ভরতপুর অধিকার।

প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৬)। বহু দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয়েরা আরাকান, আসাম প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ঐ সকল প্রদেশ অধিকার করায় ব্রহ্মরাজ্যের এবং বাঙ্গালার সীমা লইয়া বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। লর্ড আমহর্ষ্ট কয়েক মাস উক্ত বিবাদের নিবারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে যখন (১৮২৩) ব্রহ্মদেশীয়েরা চট্টগ্রামের সন্নিহিত সাহাপুরী নামক দ্বীপ

অধিকার করিয়া ইংরাজদিগের তত্রস্থ লোকদিগকে নিহত ও তাড়িত করিয়া দিল, তখন ব্রহ্মীয়দিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সুতরাং গবর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে ১৮২৪ অব্দে উহাদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইল। আর্কিবাল্ড কাম্বেল সাহেব এক দল সেনা লইয়া বহু কষ্টে রেঙ্গুনের সমীপে উপনীত হইলেন। রেঙ্গুনের লোকেরা ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক অতর্কিতরূপে আক্রান্ত হওয়ায় ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। সুতরাং ঐ নগর অনায়াসেই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু ঐ সময়ে অত্যন্ত বর্ষা জল বায়ুর দোষ এবং খাদ্য দ্রব্যের অভাবনিবন্ধন ইংরাজ সেনাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইল, এবং রোগ ভোগ করিয়া প্রায় ২০ সহস্র সৈন্য প্রাণ হারাইল।

এই যুদ্ধে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইল। তথাপি ইংরাজেরা ঐ দেশে অনেক যুদ্ধ করিলেন এবং জয়লাভ করিয়া অনেকগুলি ব্রহ্মীয়নগর অধিকার করিলেন। ১৮২৪ অব্দে দনাবু নগরের যুদ্ধে বিখ্যাত ব্রহ্মীয় সেনাপতি 'মহাবন্ধুলা' নিহত হইলেন। ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাজধানী আবা নগরের দুই ক্রোশ অন্তরবর্ত্তী যেন্দাবু নগরে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মরাজ অগত্যা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা তিনি 'আসাম, আরাকান, তেনাসিরম' প্রভৃতি তিনটী প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে ১ কোটি টাকা ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন (১৮২৬)।

ভরতপুরের দুর্গজয়, ১৮২৭। ভরতপুরের জাঠ রাজা বলদেব সিংহ ১৮২৫ অব্দে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার নাবালক

পুত্র বলবন্ত সিংহ তৎপদে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য দুর্জ্জনশাল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা ঐ নাবালক রাজার সহায় ছিলেন, এজন্য তাঁহার অনুকূলে অস্ত্রগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড লেকের ন্যায় সেনাপতিও ১৮০৫ অব্দে উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়র ১৮২৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করেন। দুর্গ সমভূমি করা হয়। অনন্তর বলবন্ত সিংহ পুনর্ব্বার স্বপদস্থ হইলেন। (১৮২৬)

লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮১৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। ইঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষা-সমিতির সৃষ্টি হয় এবং কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২৪)।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ১৮২৮-৩৫। ১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইনি মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। ইনি সাতবৎসর কোম্পানির রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কোন প্রকাণ্ড ঘটনা উপস্থিত না হইলেও বিদ্যাপ্রচার, সামাজিক রীতিশোধন, রাজ্যের ব্যয়লাঘব প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ভারত ইতিহাসের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

আয়ব্যয় সংস্কার। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের ব্যয়বাহুল্যে ধনাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। বেন্টিঙ্ক এদেশে আসিয়াই আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষণে যত্নবান হইলেন। এসম্বন্ধে তিনটী উপায়

অবলম্বিত হয়। ১ম, ব্যয়সংক্ষেপ, ইহাতে বার্ষিক দেড় কোটি টাকা ব্যয় কমিয়া যায়। ২য়, যে সকল ভূমি অসদুপায়ে নিষ্কর (লাখেরাজ) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় হইতে কর গ্রহণ। ৩য়, মালবজাত অহিফেনের উপর শুল্ক গ্রহণ। এই তিন উপায়ে রাজস্বের উৎকর্ষ সাধিত হয়, এবং ব্যয়ও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

সতীদাহ নিবারণ, ১৮২৯। হিন্দু শাস্ত্রমতে নববিধবা দিগের মৃত স্বামীর সহিত জলচ্চিতারোহণের বিধি আছে। কিন্তু এই বিধি প্রতিপালন না করিলে যে কোন প্রত্যবায় আছে— শাস্ত্রে এরূপ নির্দ্দেশ নাই। প্রতিবর্ষে অনেক অবলা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ অব্দে আইন দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত করিয়া দেন।

ঠগীদমন। ঠগ্ নামে এক সম্প্রদায় দুষ্ট লোক ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত। ইহারা কালীপূজা করিয়া দলে দলে বাহির হইত এবং পথিক বেশে পথিকদিগের সহিত মিশিয়া সুযোগক্রমে তাহাদের গলায় ফাঁস দিয়া প্রাণসংহার পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব হরণ করিত। এইরূপে মনুষ্যহত্যা তাহাদের জীবিকার উপায় এবং ধর্ম্মকার্য্যেরও অঙ্গ ছিল। ১৮২৯ অব্দে শ্লিমান সাহেব, লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক ঠগী-দমনে নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই সহস্র ঠগের বিনাশ-সম্পাদন পূর্ব্বক উহাদের উপদ্রব হইতে পথিকদিগের প্রাণরক্ষা করেন।

রাজপুতদিগের কন্যা বধ প্রথার নিবারণ চেষ্টা।

রাজপুত জাতীয়দিগের কন্যা বিবাহে অনেক ব্যয় হয় এবং কন্যাদানের যোগ্য ঘরও সহজে মিলে না, এজন্য কন্যাসন্তান

হইলে নানাবিধ উপায়ে তাহাদের প্রাণনাশ করা ঐ জাতির মধ্যে একটী কৌলিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই নৃশংস প্রথার নিবারণের জন্য মনোযোগী হন এবং ১৮৩৪ অব্দে উইল্‌কিন্সন্ এবং উইলোবি সাহেবের দ্বারা নানা স্থানস্থ প্রধান প্রধান রাজপুতগণকে সমবেত করিয়া সুহৃদ্ভাবে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঐ রীতির অনেকাংশ নিবারণ করেন।

খন্দজাতির নরবলি নিষেধ। উড়িষ্যাস্থিত খন্দ নামক বর্ব্বরেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য নরহত্যা করিয়া দেবী পূজা করিত। ১৮৩৫ অব্দে তাহারা ইংরাজ-শাসনাধীনে আনীত হইলে উক্ত প্রথা উঠিয়া যায়।

শাসন প্রণালীর সুনিয়ম। পূর্ব্বস্থাপিত প্রবিন্সিয়াল কোর্ট গুলি অকর্ম্মণ্য বোধ হওয়ায়, লর্ড বেণ্টিঙ্ক সেগুলি রহিত করেন। কয়েকটী জেলা লইয়া এক এক চক্র (ডিবিজন) হয় ও এক এক চক্রে এক এক জন কমিশনর নিযুক্ত হন। ফৌজ-দারী মোকদ্দমার ভার কালেক্টারগণের উপর অর্পিত হয়; জজদিগের উপর কেবল দেওয়ানি ও মধ্যে মধ্যে দায়রার বিচার-ভার থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুবিধার জন্য কলিকাতার ন্যায় এলাহাবাদেও একটী সদর আদালত সংস্থাপিত হয়।

দেশীয়দিগের রাজকার্য্যে নিয়োগ। পূর্ব্বে দেশীয় লোকেরা সামান্য সামান্য রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন—মুন্সেফ ও সদর আমীনের পদই তাঁহাদের উচ্চপদের চরম সীমা ছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক 'ডেপুটি কলেক্টর' এবং 'প্রধান সদর আমীন' বা সদর আলা এই দুই পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে

দেশীয় লোকদিগকেই বাহুল্যরূপে নিযুক্ত করেন। ইহা দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল সাধন হয়, এবং ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করায় যে অধিক ব্যয় হইত তাহারও হ্রাস হয়।

মহীসুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। মহীসুরের রাজা কৃষ্ণরাজ ১৮১১ অব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তদীয় রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হওয়ায় প্রজারা বিদ্রোহ হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে পেনসন দিয়া তাঁহার রাজত্ব কমিসনরগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। (১৮৩৩)।

কুর্গ অধিকার, ১৮৩৩। মহীসুরের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কুর্গরাজ্য ইংরাজদিগের সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু ঐ রাজ্যের তাৎকালিক অধীশ্বর বীররাজ অতিশয় নিষ্ঠুর ও প্রজা-পীড়ক ছিলেন। তিনি একদা কটুবাক্যে মাদ্রাজের গবর্ণরকে পত্র লেখায় ইংরাজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার মানস করি-লেন। ১০ দিন যুদ্ধের পর কুর্গ অধিকৃত হইয়া কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল (১৮৩৩)।

শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতি। ১৮১৩ অব্দের সনন্দ পরিবর্ত্তের সময়ে দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে এক লক্ষ টাকা প্রদানের অনুমতি হইয়াছিল; ঐ টাকা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা ও পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়েই পর্য্য-বসিত হইত—ইংরাজি শিক্ষার জন্য উহার প্রায় কিছুই দেওয়া হইত না। এক্ষণে লর্ড বেণ্টিঙ্ক—মেকলে, ট্রিবিলিয়ান প্রভৃতি মহোদয়বর্গের মতানুবর্ত্তী হইয়া ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি-

ক্রমে যত্নশীল হইয়া স্থানে স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহারই যত্নে ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় 'মেডিকাল্ কলেজ' সংস্থাপিত হয়।

নূতন সনন্দ, ১৮৩৩। ১৮১৩ অব্দের সনন্দের মেয়াদ অতীত হওয়ায়, ১৮৩৩ অব্দে কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দে কোম্পানির চীনদেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ও একবারে রহিত হয়। কোম্পানি কেবল ২০ বৎসরের জন্য অর্জ্জিত রাজ্য সমূহের ভোগ করিবার অধিকার লাভ করেন। এই সূত্রে স্থির হয় যে, (১) ইয়ুরোপীয়েরা এদেশে ভূসম্পত্তি লইয়া বাস করিতে পারিবে; (২) এদেশীয় লোক-দিগকে জাতি ও বর্ণভেদ বিবেচনা না করিয়া উপযুক্ত হইলেই সরকারি কার্য্যে নিয়োগের বিধি হইল।

১৮৩৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব এতদ্দেশে, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ও যশোরাশি রাখিয়া এবং এতদ্দেশীয়দিগের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন।

লর্ড মেট্‌কাফ্, ১৮৩৫-৫৬।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৫। বেণ্টিঙ্কের পর স্যার চার্লস্ (পরে লর্ড) মেট্‌কাফ্ সাহেব প্রায় এক বৎসর গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধিতা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না—গবর্ণ-মেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা পরীক্ষা করিয়া অনুমতি না দিলে কোন প্রস্তাবই প্রকাশিত হইতে পাইত না। মেট্‌কাফ্ সাহেব

১৮৩৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান কারলেন। এই কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশার্থ দেশীয় লোকেরা কলিকাতায় 'মেট্‌কাফ্ হল' নামক পুস্তকাগার স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

লর্ড অক্‌লাণ্ড, ১৮৩৬-৪২।

কাবুল যুদ্ধের কারণ। লর্ড অক্‌লাণ্ড ১৮৩৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় পৌছেন এবং কাবুলের যুদ্ধেই সমস্ত শাসন কাল অতিবাহিত করেন। ইতিপূর্ব্বে কাবুলের অধিপতি আমেদ আবদালিবংশীয় সাহসুজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে রণজিৎ সিংহের সমীপে, অনন্তর ইংরাজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় বাস করিতেছিলেন। বরখজি জাতীয় দোস্ত মহম্মদ নামক অপর এক ব্যক্তি কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন। এই সময়ে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর, মুলতান, লিয়া, পেশাবর প্রভৃতি প্রদেশ হস্তগত করেন। তন্মধ্যে পেশাবর প্রদেশ দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতার অধিকৃত ছিল। দোস্ত মহম্মদ পেশাবরের পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় ইংরাজদিগকে বিবাদভঞ্জনার্থ মধ্যস্থ মানেন। লর্ড অক্‌লাণ্ড রণজিৎসিংহের বিরাগোৎপত্তি ভয়ে মধ্যস্থতাবলম্বন অস্বীকার করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে প্রভুত্ব প্রদর্শক ভাষায় দোস্ত মহম্মদকে এক পত্র লিখিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজদূত বর্ণিস সাহেব দোস্তের নিকট যাইয়া সন্ধিকরণার্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দোস্ত ঐ পত্রপাঠে কুপিত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যরাজের

সহিত সন্ধি করিলেন। ইহা দেখিয়া ইংরাজেরা ভীত হইলেন; যেহেতু তৎকালে রুসিয়ার রাজদূত কাউণ্ট বিকোবিচ পারস্যে অবস্থিত থাকিয়া পারস্যরাজের সহিত সন্ধি করিতেছিলেন। ইহাতে ইংরাজেরা ভাবিলেন হয়ত, রুসিয়েরা পারস্যরাজ ও কাবুলরাজকে সহায় করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। যাহা হউক, তখন অক্‌লাণ্ড অনন্যোপায় হইয়া আফ্‌গানস্থানে সাহসুজাকে পুনস্থাপিত করিয়া ঐ দেশ আপনা-দিগের আয়ত্ত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কারণ আফ্‌গান-স্থান ভেদ না করিয়া রুসিয়াদিগের ভারতবর্ষে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া লর্ড অক্‌লাণ্ড দোস্তমহম্মদের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং রণজিৎ সিংহকে আহ্বান করায় তিনিও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৮৩৮ অব্দের জুন মাসে কোম্পানি, রণজিৎ ও সাহসুজা এই তিন পক্ষের সন্ধি অবধারিত হইলে, সমরসজ্জা আরম্ভ হইল।

কাবুলের যুদ্ধ, ১৮৪১। ১৮৩৮ অব্দের নবেম্বর মাসে সৈন্য সকল সিন্ধুদেশ দিয়া কাবুলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। স্যার্ জন্ কীন সেনাপতি এবং স্যার্ উইলোবি কটন, সেল প্রভৃতি তাঁহার সহকারী এবং ম্যাক্‌নাটন সাহেব রাজদূত হইয়া চলিলেন। সৈন্য সকল পার্ব্বত্যপথে বহু কষ্ট পাইয়া অনেকদিনের পর আফ্‌গানস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কান্দা-হার—পরে গজনী—অনন্তর কাবুল নগর জয় করিল। দোস্ত মহম্মদ বোখারা অঞ্চলে পলায়ন করিলেন, পরে সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক কয়েকটী যুদ্ধ করিলেন, অনন্তর ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া ভারতবর্ষের মুশোরিনগরে আগমন পূর্ব্বক

বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন (১৮৪০)

এই সময়ে সাহসুজা স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং রুসিয়দিগের হইতে আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না ; অতএব ঐ সময়ে কাবুল ত্যাগ করিয়া আসাই ইংরাজদিগের উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া সৈন্যসমেত ঐ দেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলবান ও স্বাধীনতাপ্রিয় কাবুল-বাসীরা বিদেশীয় জাতিকে কর্তৃত্ব করিতে ও উদ্ধত ব্যবহারে নগরমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল, সুতরাং পুরাতন রাজা সাহ সুজাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াও তাঁহার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হইল না। ঐ সময়ে দোস্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর খাঁ পৈতৃক পদ বজায় রাখিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। কাবুলবাসীরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ১৮৪১ অব্দের নবেম্বরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

আফগান স্থানে ইংরাজদিগের দুর্গতি, ১৮৪১-১৮৪২। ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই অথবা বুঝিয়াও মনোযোগ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগকে অবিমৃষ্যকারিতার ফল বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইল। সর্ব্বাগ্রে বর্ণিস সাহেব নিহত হইলেন। নবেম্বর মাসের শেষে আকবর খাঁ একদল বলবান্ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে অধ্যক্ষপদে বরণ করিল। ইংরাজদিগের দুর্গতি ও কষ্টের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। সাহসুজাকে ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে

ফিরিয়া আসিতে দিবার প্রস্তাব হইল। ইংরাজেরা তাহাতেই সম্মত হইয়া কাবুল ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইতিমধ্যে মেক্‌নাটন সাহেব আকবরখাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। যাহা হউক ১৮৪২ অব্দের জানুয়ারী মাসে ১৫,০০০ ইংরাজ সৈন্য ভারতবর্ষে যাত্রা করে; কিন্তু তুষারাবৃত পার্ব্বত্য পথদিয়া আসিবার সময়ে দুর্দ্দান্ত কাবুলীয়দিগের কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া অধিকাংশই নিধনপ্রাপ্ত বা বন্দীকৃত হইল; বন্দীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকার সংখ্যাই অধিক ছিল।

যাহা হউক শেষে সেই ১৫,০০০ লোকের মধ্যে কেবল ব্রাইডন নামক একজন মাত্র ইংরাজ জেলালাবাদে পৌঁছিয়া তত্রত্য ইংরাজদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিল। ভারত-বর্ষে আসিয়া ইংরাজদিগের এরূপ অপমান ও দুর্গতি বোধ হয় আর কখন ঘটে নাই।

লর্ড অক্‌লাণ্ড কাবুল যুদ্ধের পরিণামদর্শনে দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া ১৮৪২ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড এলেনবরার হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

লর্ড এলেন্‌বরা, ১৮৪২-১৮৪৪।

বৈর নির্য্যাতন, ১৮৪২। কাবুল নগরস্থিত ইংরাজ সৈন্যেরাই আসিবার সময়ে পথিমধ্যে কুর্দ্দকাবুল নামক গিরি সঙ্কটে পূর্ব্বোক্তরূপে নিহত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন জেলালাবাদে সেল সাহেব, গজনীতে পামর সাহেব এবং কান্দাহারে নট-সাহেব সৈন্য সমেত তখনও অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা

সকলেই ঘোর বিপদে পড়িয়াও আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল পামর সাহেব অবসন্ন হইয়া কাবুলীয়দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে সেনাপতি পলক সেনাসমেত জেলালাবাদে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্ণর জেনারেল জেলালাবাদস্থিত সেল ও পলক্‌কে এবং কান্দাহারস্থিত নটকে কাবুল যাত্রা করিয়া ইংরাজ বন্দীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। সেল ও পলক যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শত্রুদিগের কর্ত্তৃক গুরুতর রূপে আক্রান্ত হইলেও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কাবুলে উপস্থিত হইলেন। নটও পথিমধ্যে গজনী নগর উৎসন্ন করিয়া উঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। এক্ষণে তিন জন সেনাপতি নগর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন আকবর খাঁ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন এবং সাহসুজা বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজবন্দাদিগকে মুক্ত করাই সেনপতিদিগের প্রধান কার্য্য হইল। বন্দিগণের মধ্যে সেল সাহেবের পত্নী ও কন্যা ছিলেন। সেল পরমাগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর সেনাপতিরা কাবুল ও কাবুলবাসীদিগের উপর মনের সাধে অত্যাচার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিলেন; এবং ঐদেশ স্ববশে রাখায় লাভ নাই বিবেচনা করিয়া, উহার দুর্গাদি সমভূমি করণানন্তর মহা আড়ম্বরের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর দোস্ত মহম্মদ স্বরাজ্যে গমন করিতে অনুমত হইলেন।

সিন্ধুদেশ জয়, ১৮৪৩। বেলুচিস্থানের এক মুসলমান সম্প্রদায় ১৭৮৬ অব্দে সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিল। উহাদের বংশীয়েরা আমীর নামে খ্যাত হইয়া ঐ প্রদেশের ভিন্ন অংশে

স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত আমীর দিগের যে প্রকার সন্ধি ছিল, তাহাতে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া ইংরাজদিগের সৈন্য লইয়া যাইবার কথা ছিল না। লর্ড অক্লাণ্ড কাবুল যুদ্ধে ঐ দেশ দিয়া সৈন্য প্রেরণ করায় আমীরেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ যুদ্ধে ইংরাজদিগের দর্পচূর্ণ হইল দেখিয়া,কেহ কেহ তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হন। সিন্ধুদেশস্থ রেসিডেণ্ট আউটরাম এই বিষয় গবর্ণর জেনারেলের গোচর করায় তিনি ১৮৪২ অব্দে সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ারকে সিন্ধুদেশে পাঠাইয়া দিলেন। নেপিয়ারের অনুসন্ধানে প্রধান আমীর রস্তম খাঁ দোষী বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রস্তমের ভ্রাতা আলিমোরাদ নেপিয়ারের সাহায্যে রস্তমকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় পদে আরোহণ করিলেন। অপরাপর আমীরেরা রস্তমের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পদস্থ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নেপিয়ারের ঔদ্ধত্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ১৮৪২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহারা আউট্রামকে আক্রমণ করিলেন। আউট্রাম নেপিয়ারের সহিত মিলিত হইয়া মিয়ানি নামক স্থানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন; যুদ্ধ হইল। আমীরেরা পরাজিত হইলেন। সুতরাং সিন্ধুরাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। স্যার চার্লস নেপিয়ার ঐ প্রদেশের প্রধান কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। উহা আপাততঃ কোন প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূত না হইয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ হইয়া রহিল। (১৮৪৩)।

গোয়ালিয়ারের গোলযোগ, ১৮৪৩। গোয়ালিয়র নগর প্রসিদ্ধ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজধানী। ১৮২৭

খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মহিষী জঙ্কজী নামক একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ অব্দে নিঃসন্তান জঙ্কজী গতাসু হইলে তদীয় বিধবা মহিষী তারাবাই এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই মহিষী ও তাঁহার পোষ্যপুত্র উভয়েই অল্পবয়স্ক; এজন্য রাজ্যের তত্ত্বাবধানার্থ জঙ্কজীর মাতা মহারাণী ও মাতুল মামা সাহেব ইহাঁদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা মামা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং মহারাণীর সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটিল।

মহারাজপুর ও পুন্নেয়ার নামক স্থানদ্বয়ে সিন্ধিয়ার সৈন্য সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত হইলে শান্তি স্থাপিত হইল (১৮৪৩)। প্রথমোক্ত যুদ্ধে এলেনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেনবরাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং লর্ড হার্ডিঞ্জকে গবর্ণরজেনারেল করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন।

লর্ডহার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪—৪৮।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ অব্দে এদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে ডিউক অব্ ওয়েলিণ্টনের অধীনে যোদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ যুদ্ধে তাঁহার একটী হাত কাটা গিয়াছিল, এজন্য সকলে তাঁহাকে 'হাতকাটা গবর্ণর' বলিত। এ দেশে পদার্পণ করিবার পরেই শিখদিগের সহিত তাঁহাকে সমরকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল।

রণজিৎসিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯। পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎসিংহ কিছুমাত্র লেখা পড়া জানিতেন না; কিন্তু অতিশয়

বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে 'খাল্‌সা' নামে খ্যাত প্রায় ৮০ হাজার দুর্দ্ধর্ষ সেনা ছিল; তথাপি তিনি ইংরাজদিগের সহিত কখন বিরোধ করেন নাই। ইংরাজেরাই ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইবেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি কোন সময়ে ভারতবর্ষের ভূচিত্রে ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ সকল লালচিহ্নে চিহ্নিত দেখিয়া "কাল-ক্রমে সমুদয় লাল হইয়া যাইবে" এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়।

পঞ্জাবরাজ্যে বিশৃঙ্খলা। রণজিৎসিংহের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খড়্গসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রায় এক বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৪০ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যু দিবসেই তৎপুত্র নৌনেহাল সিংহ, ফাটক চাপা পড়িয়া মারা পড়েন। অনন্তর রণজিতের মধ্যম পুত্র সের সিংহ রাজত্ব লাভ করিয়া পিতার প্রিয় মন্ত্রী ধ্যান সিংহকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখেন। কিয়দ্দিন পরে মন্ত্রী ও রাজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মন্ত্রী রাজা ও তৎপুত্রকে নিহত করেন (১৮৪৩); এবং পরিশেষে নিজেও অপর কর্ত্তৃক হত হন। সুতরাং এক্ষণে কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, এবং ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ তাঁহার মন্ত্রিত্বে বৃত রহিলেন। এই সময়ে দলীপের বয়ঃক্রম ৫ বৎসরের অধিক ছিল না, এজন্য তাঁহার মাতা মহারাণী ঝিন্দন সমুদয় কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে হীরাসিংহ অত্যাচার আরম্ভ করায় নিহত হইলেন এবং ১৮৪৫ অব্দে তেজ-সিংহ সেনাপতি এবং রাণীর প্রীতিপাত্র লালসিংহ মন্ত্রী হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে পঞ্জাবরাজ্যে গোলযোগের পরিসীমা ছিল না।

শিখ যুদ্ধের কারণ। রণজিতের মৃত্যুর পর হইতেই খালসা সেনারা বড় চঞ্চল ও দুর্দম্য হইয়া উঠে। তাহাদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত না রাখিতে পারিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে—এই বোধে শিখসর্দ্দারেরা চিন্তিত হইলেন, সুতরাং খালসারা ইংরাজাধিকার আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধ না করিয়া সামোপায় দ্বারা উহার নিবারণের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু আপনাদের রাজ্যের প্রান্তভাগে শতদ্রু ও মিরাটের মধ্যে কয়েক স্থানে অনেক ইংরাজসেনা রাখিয়া দিলেন। শিখেরা ক্ষান্ত হইল না—১৮৪৫ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বরে শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিল। সুতরাং হার্ডিঞ্জ যুদ্ধঘোষণা করিয়া ঐ দেশে স্বয়ং যাত্রা করিলেন।

প্রথম শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৫। শিখেরা ফেরোজপুর অধিকার করিবার চেষ্টা পাইল; তন্নিবন্ধন ঐনগরের ১০ ক্রোশ অন্তরবর্ত্তী মুদকি নামক স্থানে লাল সিংহের অধীনে প্রথম যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউ গফের অধীনে ১১,০০০ এবং শিখদিগের অধীনে ৩০,০০০ সেনা ছিল, তথাপি ইংরাজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষদিগের ১৭টী কামান কাড়িয়া লইলেন। জেলালাবাদের বিখ্যাত বীর সেলসাহেব ঐ দিনের যুদ্ধে হত হইলেন (১৮৪৬)

ইহারপর ফেরোজ সহরে প্রায় ৫০ হাজার শিখসেনা সমবেত হইল—তাহাদের সহিত প্রায় ১০০ কামান ছিল। গবর্ণর জেনারেল, স্যার্ হিউ গফের অধীন হইয়া ঐ স্থানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি লিট্লারও ৫ হাজার সৈন্যসমেত ফেরোজ-

পুর হইতে আসিয়া উহাদিগের সহিত যোগ দিলেন। ২১এ ডিসেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যুদ্ধারম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিল; অন্ধকারে উভয়পক্ষ মিশ্রিত হওয়ায় মহাগোলযোগ ঘটিল; ইংরাজ সৈন্যেরা শীতে ও অনাহারে অতিশয় কাতর হইল। যাহা হউক, প্রাতঃকালে গফ্‌ ও হার্ডিঞ্জ প্রভৃত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে ফেরোজসহর হইতে দূরীকৃত করিলেন এবং তাহাদের ৭৩টী কামান হস্তগত করিলেন। এই সংগ্রামে শিখেরাও সামান্য বলবীর্য্য প্রকাশ করেন নাই—ইংরাজদিগের সমস্ত সেনার প্রায় সপ্তমাংশ হত ও আহত হইয়াছিল। দিবা ভাগে শিখসেনাপতি তেজসিংহ আর এক দল নূতন সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া হঠিয়া গেলেন। ইংরাজেরা ঐ সময়ে এত ক্ষীণ হইয়াছিলেন যে, বিপক্ষদিগের অনুসরণ করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে শতদ্রু পার হইয়া গেল।

ইহার পর প্রায় একমাস কাল ইংরাজেরা অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে শিখেরা বহুসৈন্যসমেত পুনর্ব্বার শতদ্রু পার হইয়া আইসে—সেবার গোলাপসিংহ তাহাদের সেনাপতি থাকেন। স্মিথ সাহেব তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিলেন—কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত শিখদিগের কামানের মুখে অনেক সৈন্য হারাইলেন। ইহাতে শিখেরা আপনাদিগকে জয়ী মনে করিল। স্মিথ সাহেব পুনর্ব্বার অধিক সৈন্যসহ যাত্রা করিয়া ১৮৪৬ অব্দের ২৮এ জানুয়ারি আলিওয়াল্ নামক স্থানে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন এবং সেবার জয়ী হইলেন। ইহার পর সোব্রায়ন নামক স্থানে আর এক যুদ্ধ হয়—তথায় স্মিথ ও

গফ সাহেব উভয়ে মিলিত হইয়া শিখদিগকে পরাস্ত করেন। অনন্তর ইংরাজেরা শতদ্রুর পরপারস্থ কস্থর নামক স্থানে শিবির সান্নিবেশন করিলেন, এবং পঞ্জাবে রীতিমত শাসন প্রণালী অবলম্বিত হইবে বলিয়া, গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা দিলেন। শিখসর্দ্দারেরা গোলাপসিংহকে মধ্যস্থ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি হইল—

(১) শতদ্রু ও বিপাশা (বেয়া) নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্দর দোয়াব ইংরাজদিগের হইবে। (২) শিশু দলীপ সিংহ পঞ্জাবের রাজা থাকিবেন এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংরাজ রেসিডেন্টের পরামর্শানুসারেই সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। (৩) শিখদিগকে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড়কোটী টাকা দিতে হইবে। (৪) ঐ নূতন রাজ্য রক্ষার্থে লাহোরে একদল ইংরাজ সেনা থাকিবে ইত্যাদি। যুদ্ধের ব্যয় শোধ করা শিখরাজের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজেরা কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে গোলাপসিংহ এক কোটীটাকা মূল্যে ঐ রাজ্য ক্রয় করিয়া লইলেন—১৮৪৬।

এইরূপে শিখ-সংগ্রাম আপাততঃ শেষ হইল। এই যুদ্ধের জয়লাভে আহ্লাদিত হইয়া ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা গবর্ণর জেনারেল এবং সেনাপতি উভয়কেই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদ্যোৎসাহী ও সদাশয় ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ঐ সকল স্কুল "হার্ডিঞ্জস্কুল" নামে খ্যাত। রুড়কীর 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'ও এই সময়ে স্থাপিত হয়।

১৮৪৮ অব্দের প্রারম্ভেই লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশযাত্রা করিলেন। তিনি সকল লোকেরই অনুরাগভাজন ছিলেন।

লর্ড ডালহৌসি, ১৮৪৮-৫৬।

লর্ড ডালহৌসি গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮৪৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হইয়া দেশমধ্যে শান্তিস্থাপনই ডালহৌসির অভিমত ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না—অবিলম্বেই তাহাকে কয়েকটী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তন্মধ্যে মুলতানযুদ্ধ প্রথম।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৮-৪৯। রণজিতের সময় হইতে মুলতানরাজ্য শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। ১৮৪৮ অব্দে মুলরাজ নামক একজন শিখ ঐ দেশের শাসনকর্ত্তা হন। কিন্তু লাহোর দরবারের সহিত তাঁহার অনৈক্য হওয়ায় তিনি কর্ম্মপরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লাহোর দরবার তাহার স্থানে খাঁসিংহকে নিযুক্ত করেন। খাঁসিংহ মুলতান গমনের সময়ে আগ্নিউ ও আণ্ডারসন্ নামক দুইজন ইংরাজ সৈনিককে সমভি-ব্যাহারে লইলেন; কিন্তু মুলতানে পৌছিবামাত্র মুলরাজের চক্রান্তে সৈনিকদ্বয় নিহত হইলেন এবং মুলরাজ স্পষ্টরূপ বিদ্রোহিতা-চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি হুইস্ ভাওলপুরের নবাবের সহায়তা পাইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত বহু যুদ্ধ করিলেন এবং মুলরাজকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাইলেন। পরিশেষে নানা যুদ্ধের পর মুলরাজকে ইংরাজদিগের নিকটে

আত্মসমর্পণ করিতে হইল। তিনি বন্দী হইলেন, মুলতানে একদল ইংরাজসেনা সংরক্ষিত হইল (১৮৪৯)।

এই সময়ে ইংরাজদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে শিখরাজ্যের নানাস্থানে ঘোরতর চক্রান্ত হইতেছিল। মহারাণী ঝিন্দন এই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন বুঝিয়া, ইংরাজেরা তাঁহাকে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করেন। অপরাপর চক্রান্তকারীদিগের মধ্যে হাজাবাপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহ ও তৎপুত্র সেরসিংহ প্রধান ছিলেন। সেনাপতি গফ্ সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানেই সেরসিংহ-চালিত সেনাদিগের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন। শিখেরা কিরূপ রণপণ্ডিত এবং তাহাদের গোলাবর্ষণ কিরূপ ভয়ঙ্কর—গফ্ সাহেব পূর্ব্ববারের যুদ্ধে তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এবারের যুদ্ধেও জানিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের বিলক্ষণ বলক্ষয় হইল। ইহার পর (১৮৪৯ অব্দে ২১এ ফেব্রু) গুজরাট নামক নগরে একটী ঘোরতর সংগ্রাম হইল; হুইস্ প্রভৃতি বীরেরা মুলতানে জয়লাভ করিয়া এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন; ৮ই মার্চ্চে সেরসিংহ আত্মসমর্পণ করিলেন।

পঞ্জাব অধিকার, ১৮৪৯। ২৮এ মার্চ্চ দলীপসিংহ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পঞ্জাবরাজ্য, বিখ্যাত কোহিনুর মণির সহিত ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আগ্নিউ ও আণ্ডারসনের হত্যানিবন্ধন

মুলরাজের বিচার হইয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল। পঞ্জাবদেশকে "নিয়মবহির্ভূত" প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত করিয়া এক বোর্ড অর্থাৎ সভার অধীনে স্থাপন করা হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ও তদনুজ জন লরেন্স্ ঐ সভার প্রধানপদাধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধাবসানে ডালহৌসি সম্মানসূচক উপাধি পাইলেন।

সেতারা অধিকার, ১৮৪৯। এই সময়ে সেতারারাজের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। লর্ড ডালহৌসি বলিলেন, সেতারা তাঁহাদের রাজ্য, তাঁহারা যাহাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসজাত সন্তান থাকিলে তাহাকেই দিতেন; দত্তক পুত্রকে দিবেন না। ডিরেক্টরেরা ইহা অনুমোদন করিলে সেতারা কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হইল(১৮৪৯)।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ, ১৮৫২। ১৮৫১ অব্দে রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা তত্রত্য ইয়ুরোপীয় বণিকদিগের উপর অত্যাচার করেন। বণিকেরা শাসনকর্ত্তার অত্যাচারের কথা লর্ড ডাল্‌হৌসিকে জানাইলে, ডালহৌসি ঘটনার তথ্যনিরূপণের জন্য একজন জাহাজী কাপ্তেনকে পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া বণিকদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৯,০০০ টাকা দিতে বলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই, অধিকন্তু কাপ্তেন রেঙ্গুনে নিগৃহীত হন। এজন্য ব্রহ্মদেশে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আয়োজন হয়। কয়েকখানি রণতরী ইরাবতীতে উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হয়। লর্ড ডালহৌসি ২০এ ডিসেম্বর পেগু প্রদেশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন (১৮৫৩)।

নাগপুর অধিকার, ১৮৫৩। বিরারের রাজধানী নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রঘুজী ভোঁসলা (২য়) ১৮৫৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় মহিষীরা দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ডালহৌসি তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন এবং ঐ দেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

অযোধ্যা অধিকার, ১৮৫৬। অযোধ্যা ইংরাজ-দিগের মিত্ররাজ্য ছিল। ১৮০১ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে যে পুনঃ সন্ধি হয়, তাহাতে উহার পূর্ব্বতন নবাব সাদতআলি আপন রাজ্য সুশাসনে রাখিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরে ঐ রাজ্যে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে। উহার তাৎকালিক নবাব ওয়াজিদ্‌ আলির সময়ে ঐ বিশৃঙ্খলার আরও বৃদ্ধি হয়। তিনি স্বনির্ম্মিত কৈসরবাগ নামক প্রাসাদে আমোদ আহ্লাদেই কালযাপন করিতেন—এদিকে শাসনের অভাবে প্রজাদিগের ধন, মান, প্রাণ কিছুরই রক্ষা হইত না। ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেক দিন হইতেই প্রথমে ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্ণেল শ্লিমান ও তৎপরে স্যার্‌ জেমস্‌ আউটরাম অযোধ্যার আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল বিশেষরূপে কর্তৃপক্ষের গোচর করিতেছিলেন। ডাল-হৌসি ঐ রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে জানাইলেন; তত্রত্য কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুসারে ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যা কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল এবং হতভাগ্য নবাবকে কোম্পানির বৃত্তিভোগী করিয়া কলিকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বাসস্থান দেওয়া হইল (১৮৫৬)।

এইরূপে যথাসম্ভব সাম্রাজ্যবিস্তার করিয়া লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশে গমন করেন।

ডালহৌসির হিতানুষ্ঠান। ডালহৌসির অধিকার সময় কেবল রাজ্যবৃদ্ধিকার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল এমত নহে, ঐ সময়ে সাধারণ হিতকর অনেক কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে রেলওয়ে সর্ব্বপ্রধান। অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে রেলওয়ে করিবার চেষ্টা হইতেছিল—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ফলবতী হয় নাই। ডালহৌসির উদ্যোগে ১৮৫১ অব্দে রেলওয়ে কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৮৫৪ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর অবধি হাবড়া রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করে।

রেলওয়ের সঙ্গেই ইলেকৃট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িত-বার্ত্তাবহ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই দুইটি যেমন সাধারণের সুবিধাজনক, তেমনি বিস্ময়কর ব্যাপার।

পূর্ব্বে ডাকের পত্রের দূরত্ব অনুসারে মাশুলের তারতম্য ছিল। ডালহৌসির চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই একবিধ মাশুলে পত্রপ্রেরণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে পত্রাদি প্রেরণ বিষয়ে বড়ই সুবিধা হইয়াছে।

লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৪ অব্দে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অভিমতি লইয়া শিক্ষাকার্য্যের নূতনরূপ বন্দোবস্ত করেন। তদনুসারে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও স্কুল ইন্স্পেক্টরগণের নিয়োগ হয় এবং "গ্রাণ্ট ইন এড" (সাহায্যদান) প্রথার প্রবর্ত্তনদ্বারা পল্লীগ্রাম মধ্যেও ইংরাজি ও দেশীয় উভয়বিধ বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই কলিকাতা কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর মহাত্মা বেথুন সাহেব, দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৬২। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮৫৬ অব্দে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ঐ অব্দে চীন ও পারস্য দেশের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে; উভয় স্থানেই ইংরাজদিগের জয় হয়। পারস্যরাজ আর কখনও ইংরাজদিগের মিত্র কাবুল রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বলিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। চীন দেশেও ইংরাজেরা বাণিজ্য-বিষয়ক অধিকার লাভ করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ। কি কারণে সিপাহীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। প্রধানতঃ লর্ড ডালহৌসির পররাষ্ট্রগ্রাহিণী নীতি এই ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত করে। ডালহৌসী সেতারা, নাগপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক প্রাচীন রাজ্য অধিকার করেন। সিপাহীরা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ রাজবংশের এইরূপে অবমাননা দেখিয়া কোম্পানির সাধুতার উপর সন্দিহান হয়। এই সময়ে ইংরাজী-শিক্ষার বিস্তার হইতে থাকে। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতির কার্য্যারম্ভ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরাজী সভ্যতার

ফল প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। সিপাহীরা আপনাদের ধর্ম্মের এবং আপনাদের চিরাগত প্রথার একান্ত পক্ষপাতী, তাহারা পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনে আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইতে থাকে। এদিকে রাজ্যচ্যুত রাজবংশীয়েরা তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন।

চর্ব্বির টোটা। ১৮৫৭ সালের প্রথমে রাইফেল নামক এক প্রকার বন্দুক সিপাহীদিগের জন্য ইংলণ্ড হইতে আনীত হয়। ঐ টোটা দাঁত দিয়া কাটিতে হইত। এই সময়ে সিপাহীদিগের মধ্যে জনরব উঠিল যে, বঙ্গীয় সৈন্যদিগকে যে টোটা দেওয়া হইয়াছে উহা শূকরের চর্ব্বিসংযুক্ত, সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জাতিভ্রংশকর। লর্ড ক্যানিং উহাতে চর্ব্বি নাই বলিয়া প্রকাশ করিলেও সিপাহীদের মন প্রবোধ মানিল না।

১৮৫৭ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, বহরমপুরের সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহিতার লক্ষণ প্রকাশ করে। মার্চ্চ মাসে বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যেও গোলযোগ লক্ষিত হয়। উভয় স্থানের সিপাহীসৈন্যকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দেওয়া হয়। যাহা হউক বাঙ্গালায় এই পর্য্যন্ত হইয়াই স্থগিত হইয়া যায়, কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে মিরাটের সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া তত্রত্য সাহেবদিগকে হত্যা করে।

অনন্তর বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করে। পর দিবস অর্থাৎ ১১ই মে দিল্লীবাসী সাহেবদিগকে হত্যা করিয়া

উক্ত নগর হস্তগত করিল। প্রাচীন রাজধানী দিল্লী হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সর্ব্ব স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল। ফিরোজপুর, বেরেলি, কাণপুর, ঝাঁসি বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতেই ভয়ানক বিদ্রোহবার্ত্তা আসিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে প্রকাশ পাইল যে, দিল্লীর মোগল রাজবংশীয় বাহাদুর সাহ, শেষ পেশোয়া বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানাসাহেব, তাঁহার বন্ধু আজিমউল্লা, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, জগদীশপুরের (সাহাবাদ) কুমার সিংহ, এবং তাঁতিয়া তোপী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—ইঁহারা, এবং ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি নানা কারণে বিরক্ত অপরাপর সর্দ্দারেরা এই বিদ্রোহের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

কাণপুর। নানা সাহেব বা ধূন্ধপন্থ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহীরা ৬ই জুন হইতে ২৭এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া কাণপুর হস্তগত করিল, এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে তত্রত্য ইয়ুরোপীয়দিগের বালক বনিতা সমেত প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করিল। অনন্তর সেনাপতি হাবেলক্ সসৈন্যে কাণপুর উদ্ধারার্থ উপস্থিত হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর নগর অধিকৃত হয়। নানাসাহেব অযোধ্যা অঞ্চলে পলায়ন করেন।

লক্ষ্ণৌ। অযোধ্যার চিফ্ কমিশনর স্যার হেনরি লরেন্স পূর্ব্ব হইতেই বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া রেসিডেন্সির রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই যাবতীয় ইয়ুরোপীয় এই রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিপাহীরা নগর অবরুদ্ধ করিয়া গোলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ৪ঠা জুলাই এক

গোলার আঘাতে লরেন্স সাহেবের প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার অনুচরবর্গ ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অগণিত শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করেন। পরে সেনাপতি হাবেলক ও আউটরাম ইহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে ১৬ই নভেম্বর স্যার কোলিন ক্যাম্পেল বিপক্ষদিগকে পরাভূত করেন।

দিল্লী। দিল্লী সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার সিপাহী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ৮ই জুন ইংরাজসৈন্য দিল্লী অবরোধ করে। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ইংরাজসেনানী নিকল্‌সন অবরোধকারাদিগের সাহায্যার্থ দিল্লীতে উপনীত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর নগর আক্রান্ত হইলে নিকল্‌সন নিহত হইলেন এবং ছয়দিন তুমুল যুদ্ধ করিয়া ইংরাজসৈন্য দিল্লী অধিকার করে। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুরসাহ বন্দীকৃত হইয়া রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হন।

গোয়ালিয়র। ১৮৮৫ অব্দের অক্টোবরে গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। উক্ত অব্দের প্রথমেই স্যার হিউ রোজ বোম্বাই হইতে ত্বরিতপদে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া প্রথমে ঝাঁনির দুর্গ আক্রমণ করিলেন। রাণী প্রকৃত বীর রমণীর ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। (জুন ১৮৫৮) ১৮ই জুন গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল। তাঁতিয়া রাণীর সহকারিতা করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্বরিতপদে পলায়ন করে, এবং কখন রাজপুতনায় কখন মালবে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরিশেষে তাহারই একজন অনুচর তাহাকে ধরাইয়া দেয় (১৮৫৯ এপ্রিল)। নানা সাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

লর্ড ক্যানিংএর উদারতা। গোয়ালিয়র অধিকারের পর হইতেই বিদ্রোহ এক প্রকার নিবৃত্ত হয়—অধ্যক্ষেরা কেহ হত, কেহ বা পলায়িত হওয়ায় বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে ভগ্নসাহস হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের উদারতাদর্শনে দেশীয় লোকেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে সংবাদপত্রের ইংরাজ সম্পাদকেরা ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোককেই বিদ্রোহী স্থির করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য ক্যানিং বাহাদুর কিয়ৎকালের নিমিত্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করিয়া দেন। কলিকাতাবাসী সকল সাহেবই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষীয়ের প্রতি যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, ক্যানিং বাহাদুর সেরূপ হন নাই। তিনি এই বিদ্রোহকে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্রোহ মনে করেন নাই। এজন্য তিনি কেবল বিদ্রোহীদিগেরই দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যেও যাহারা কেবল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকেই দণ্ড দিয়া অপর সকলকে ক্ষমা করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং এতাদৃশ উদারতা প্রকাশ করিলেও গবর্ণমণ্টের বিদ্রোহসংক্রান্ত কঠিন আইন অনুসারে ১১ মাসের মধ্যে ৩ সহস্রেরও অধিক বিদ্রোহীর ফাঁসি হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহারাণীর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দ।

রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। সিপাহীদিগের বিদ্রোহ দর্শনে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত হইলেন এবং এতাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্য একদল বণিকের হস্তে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে, স্থির করিলেন। তদনুসারে ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এতন্নিবন্ধন রাজকার্য্যব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ কার্য্যের পরিদর্শনার্থ ইংলণ্ডে একজন ষ্টেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন; ১৫ জন সদস্য-সমেত তাঁহার এক কৌন্সিল অর্থাৎ সভা হইল—ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১০ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ ৮ জন সদস্য ঐ সভায় অবশ্য থাকিবেন, এরূপ নিয়ম হইল। লর্ড ক্যানিং বাহাদুরই মহারাণী বিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষীয় প্রথম 'ভাইসরয়' (রাজ প্রতিনিধি) হইলেন।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৫৮। মহারাণী স্বহস্তে ভারতরাজ্যের ভার গ্রহণের সময়ে এক ঘোষণা দিলেন; ঐ ঘোষণা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বরে নানা স্থানে পঠিত হইল। ঐ ১লা নবেম্বর

রাত্রিতে কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর সকল আলোক-মালায় মণ্ডিত হইয়াছিল।

আয়কর সংস্থাপন। বিদ্রোহ-দমন ও রাজস্বসংগ্রহের ব্যাঘাত প্রভৃতি নানা কারণে এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্র হইয়া পড়িল—এবং সেই কৃচ্ছ্রের অপনয়নের নিমিত্ত নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইল। ১৮৬০ অব্দে অর্থশাস্ত্রবিৎ উইল্‌সন্‌ সাহেব ভারতবর্ষের কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া ৫ বৎসরের নিমিত্ত আয়কর (ইন্‌কম্‌ট্যাক্স) সংস্থাপিত করিলেন।

অতঃপর লর্ড ক্যানিং মহোদয় ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশযাত্রা করিলেন। বিদ্রোহের সময়ে ক্যানিং বাহাদুরের উদারতা দর্শনে অনেক ইংরাজ "ক্লেমেন্সি ক্যানিং" বা "দয়াময় ক্যানিং" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে তাঁহাদের ভ্রম দূরীভূত হয়।

লর্ড এল্‌গিন্‌, ১৮৬২-৬৩।

লর্ড এল্‌গিন্‌ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ১৮৬৩ অব্দের নবেম্বর মাসে হিমালয় প্রদেশস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিন্ধুনদের পশ্চিম তটে সিতানা নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়। ১৮৬২ অব্দের জুলাই মাসে 'সুপ্রীম কোর্ট', ও 'সদর আদালত' একত্র হইয়া হাইকোর্ট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

লর্ড লরেন্স, ১৮৬৪-৬৮।

এল্‌গিনের পর পঞ্জাবের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্যার্ জন্ লরেন্স গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ভুটান যুদ্ধ এবং উড়িষ্যার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা।

ভুটান যুদ্ধ, ১৮৬৪। ১৮২৫ অব্দে আসাম দেশ জয় করিবার সময়ে ভুটানের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী 'দুয়ার' নামক সঙ্কীর্ণ একটী ভূভাগ ইংরাজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভুটিয়াদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কর উহাদিগকে প্রদান করিতেন। ভুটিয়ারা ইহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগের রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রাম-লুণ্ঠন, অধিবাসীদিগকে বন্দীকরণ প্রভৃতি নানা উপদ্রব করিত। ইহার নিবারণের জন্য ১৮৬৪ অব্দে ইডেন সাহেবকে ঐ দেশে দূতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু অসভ্য ভুটিয়ারা আপনাদের কোষ্ঠে পাইয়া ইডেন সাহেবের যথোচিত অবমাননা করে, এবং অত্যন্ত অপমানজনক এক সন্ধিপত্রে বলপূর্ব্বক তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লয়; সুতরাং ভুটিয়াদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল। অনন্তর ভুটিয়ারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইল। ১৮৬৪ অব্দে সন্ধি হইল— ভুটিয়ারা দুয়ার প্রদেশের সমুদয় দাওয়া ছাড়িয়া দিল এবং ইংরাজেরা প্রতিবর্ষে উহাদিগকে ৫০,০০০ টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যাদেশে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় ঐ প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপ-

স্থিত হইল, এবং ন্যূনাধিক দশ লক্ষ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিল। ১৮৬৯ অব্দে লরেন্স সাহেব স্বদেশ যাত্রা করিলেন এবং তথায় যাইয়া 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-৭২।

লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮৬৯ অব্দে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন।

কাবুলের বিশৃঙ্খলা। কাবুলের অধিপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁ বরাবর ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। তিনি স্বয়ং সেরআলি নামক পুত্রকে রাজ্যভার দিবেন মানস করিয়াছিলেন। সের আলিও প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে তথা হইতে তাড়িত হন, অনন্তর পুনর্ব্বার উহা অধিকার করিয়া লন; এই সকল অন্তর্ব্বিবাদে যখন দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, তখন গবর্ণর জেনারেল লরেন্স বাহাদুর এ বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়া "সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য" অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অম্বালার দরবার। লর্ড মেয়ো কাবুলের প্রতি ঐ রূপ ঔদাসীন্য-প্রদর্শন অযুক্ত বোধ করিলেন এবং ১৮৬৯ অব্দের ২৫এ মার্চ্চ অম্বালায় এক প্রকাণ্ড দরবার করিয়া তথায় আমীর সের আলিকে আহ্বান করিলেন;—বহু সমাদরের সহিত তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং বার্ষিক ১২

লক্ষ টাকা সাহায্য দিবার এবং আবশ্যক হইলে অস্ত্র প্রদান করিবারও অঙ্গীকার করিলেন।

ডিউক্ অব্ এডিন্‌বরার এদেশে আগমন। ১৮৬৯ অব্দে মহারাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। এ দেশীয় প্রজাপুঞ্জ রাজদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে বিবিধ আয়োজন করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

পোর্টব্লেয়ারে মেয়োর হত্যা। লর্ড মেয়ো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে গমন করিয়া ১৮৭২ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি পোর্টব্লেয়ার নামক দ্বীপে সের আলি নামক একজন মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত হন।

লর্ড নর্থব্রুক্, ১৮৭২-৭৬।

লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর স্যার চার্লস নেপিয়র কয়েক মাস কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। অনন্তর লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮৭২ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে এ দেশে উপনীত হইলেন।

বিহারে দুর্ভিক্ষ। ১৮৭৪ অব্দে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত বিহার প্রদেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক মধ্যপ্রদেশের সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা স্যার রিচার্ড টেম্পালের উপর এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভারার্পণ করেন। টেম্পল সাহেব অতি দক্ষতার সহিত ঐ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করায়, অচিরেই বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হন।

বরদারাজ গাইকোয়ারের পদচ্যুতি। বরদারাজ মুলহররাও নিজ রাজ্যস্থ রেসিডেণ্ট ফেয়ার সাহেবকে বিষ পান করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। লর্ড নর্থব্রুক এই অভিযোগের বিচারার্থ তিন জন দেশীয় রাজা ও তিন জন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলেন। দেশীয় বিচারকেরা মুলহররাওকে নিরপরাধ এবং ইংরাজেরা অপরাধী স্থির করিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল স্বদেশীয়দিগের অভিপ্রায়েই আস্থাবান্ হইয়া তাঁহাকে একবারে পদচ্যুত করিলেন এবং গাইকোয়ারবংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদান করিলেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের এদেশে আগমন। ইহাঁরই রাজত্বকালে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ১৮৭৫ অব্দের ৯ই নবেম্বর এদেশে আগমন করেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরসমূহ দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হন। তাঁহার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, সেরূপ ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই।

লর্ড লিটন, ১৮৭৬-৮০।

লর্ড লিটন ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চে নর্থব্রুকের হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

মহারাণীর "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধিগ্রহণ। সিপাহীবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী বিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ভারত-

রাজরাজেশ্বরী' (এম্প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া) উপাধি তাঁহার গ্রহণ করা হয় নাই। একণে ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীর দরবারে মহা আড়ম্বরের সহিত ঐ উপাধি গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইল। 'এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া' এই নূতন নামে মুদ্রিত টাকা ঐ দিনেই প্রচারিত হইল।

মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৭। ঠিক এই সময়েই মাদ্রাজে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৭৪ অব্দের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পেল সাহেব অতিশয় দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই ঐ দুর্ভিক্ষের দমনার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালায় যেরূপ মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করিয়াছিলেন, মাদ্রাজে সেরূপ করেন নাই, এজন্য বাঙ্গালায় তাঁহার যেরূপ যশঃ হইয়াছিল, মাদ্রাজে সেরূপ হয় নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আফগানযুদ্ধ ১৮৭৮-৮০। রুসিয়া হইতে ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিবার জন্য কবুলের আমীরকে হস্তগত করিয়া রাখা ভারত গবর্ণমেণ্টের চির কালের চেষ্টা। আমীরের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড লিটন কাবুলে ইংরাজ দূত প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, আমীর সে দূতকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, অথচ রুসিয়ার রাজদূতকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এই প্রধান সূত্র অবলম্বন করিয়া ১৮৭৮ অব্দের ২১এ নবেম্বরে কাবুলের আমীর সের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। এই যুদ্ধে আফ্গানেরা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করিলেও ইংরাজেরাই বরাবর জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধকালে সের আলি

পলায়িত হইয়া আফ্‌গানস্থানের প্রান্তস্থিত মাদারিসরিফা নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা তদীয় পুত্র ইয়াকুব খাঁর সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিলেন, এবং তথায় কাভানারি নামক একজন ইংরাজ রেসিডেণ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৮৭৯)। কয়েক মাস মধ্যেই উক্ত রেসিডেণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে সানুচর নিহত হইলে, পুনর্ব্বার যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। ইহাই তৃতীয় কাবুল যুদ্ধের কারণ। যুদ্ধ শেষে ইয়াকুব সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইলেন। কাবুল ও কান্দাহার ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

লর্ড লিটন ১৮৮০ অব্দে স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁহার অধিকার-কালে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতালোপ, সাধারণের শস্ত্রব্যবহার-প্রতিষেধ প্রভৃতি কার্য্য গুলি দেশীয় লোকের প্রীতিকর হয় নাই।

লর্ডরিপন, ১৮৮০—১৮৮৪।

লর্ড রিপন ১৮৮০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই বিশৃঙ্খল কাবুলরাজ্যের সুশৃঙ্খলাস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দোস্ত মহম্মদবংশীয় আবদর রহমন খাঁকে কাবুলের আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া সেই বন্ধুব হস্তে ঐ রাজ্যের ভার সমর্পণপূর্ব্বক ১৮৮১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরাজ সৈন্যদিগকে কাবুল হইতে প্রত্যানয়ন করিলেন। ইহার পরেই তিনি বাঙ্গালা সংবাপত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিলেন। লর্ড লিটনের সময় হইতে ঐ স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ায় দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। লর্ড

রিপন সেই ক্ষোভের অপনয়ন করায় তাঁহারা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে আপনাদের পরম বন্ধু জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এডুকেশন কমিশন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লণ্ডনস্থ ডিরেক্টর সভা হইতে সাধারণ শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত যে অভিমতি পত্র আইসে, সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে শিক্ষাকার্য্য কতদূর হইয়াছে, এবং আরও কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহার বিচার ও মীমাংসার নিমিত্ত ১৮৮১খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক শিক্ষাসমিতি (এডুকেশন কমিশন) সংস্থাপিত হয়।

স্থানীয় আত্মশাসন প্রণালী। লর্ড রিপন আর একটী কার্য্যের দ্বারা দেশীয়দিগের পরম বন্ধুরূপে পরিচিত হন। সেই কার্য্যের নাম "লোকাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট" অর্থাৎ স্থানীয় আত্মশাসন প্রণালী। এক্ষণে রাজশাসন সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। লর্ড রিপন তাহা না রাখিয়া শিক্ষা, পবলিক্‌ওয়ার্কস, স্বাস্থ্যরক্ষা, টীকাদান, লোকসঙ্খ্যা গ্রহণ, দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান, হাঁসপাতাল, পশুরোধ প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য সামান্য রাজকার্য্য দেশীয় লোকদিগের দ্বারাই যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার প্রস্তাব করেন। ঐ প্রস্তাব তাঁহার অধিকারকালমধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্ব-প্রদেশে কার্য্যে পরিণত না হউক, তদ্দারাও দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগসম্পন্ন হইলেন।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, ১৮৮৩। লর্ড রিপনের সময়েই ১৮৮৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (ইণ্টরন্যাসনাল একৃজিবিশন) প্রদর্শিত হয়। ঐ

মহামেলায় নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পজাত মনোরম ও কৌতুকোৎপাদক দ্রব্য সকল সমাহৃত হইয়াছিল। তিন মাস কাল এই মহামেলা অবস্থিত ছিল। এক স্থানে নানা স্থানের নানা প্রকার দ্রব্য দেখিয়া সকলেই চক্ষু সার্থক করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপনের ন্যায় কোন গবর্ণর জেনারেলই ভারতবর্ষীয়-দিগের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। ১৮৮৪খৃঃ অব্দের ১৫ ডিসেম্বরে লর্ড রিপন স্বদেশযাত্রা করেন।

লর্ড ডফরিণ, ১৮৮৪—৮৮।

লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখে এদেশে অবতীর্ণ হইয়া লর্ড রিপনের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে প্রজারা অনেক দিন জমীর ভোগ দখল করিলেও জমীদারেরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদের সেই জমী অনায়াসে কাড়িয়া লইতে পারিতেন। লর্ড রিপন এই ব্যবহারের অন্যথা করিবার জন্য "বেঙ্গল টেনান্‌সি একট" অর্থাৎ প্রজা-দিগের দখলী স্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি করিয়াছিলেন, এক্ষণে নূতন গবর্ণর জেনারেল সর্ব্বপ্রথমেই সেই আইন বিধি-বদ্ধ করিলেন। এই আইন দ্বারা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা দেশের প্রজাদিগের দখলীস্বত্ব বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইয়াছে।

রুসিয়া ও আফগানস্থানের সীমানির্দ্ধারণ।

রুসিয়েরা রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগের প্রতি ইংরাজ-

দিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং রুসিয়া ও আফগানস্থানের সীমা নির্দ্ধারণের প্রয়োজন বোধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে লর্ড ডফ্রিণ রাউলপিণ্ডির দরবারে কাবুলের আমীর আবদার রহমানের সহিত যে বন্ধুতা করিয়াছিলেন, তাহার বলে এবং অপর নানাবিধ চেষ্টার সীমানির্দ্ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮৮৫। উত্তর ব্রহ্মের অধিপতি থিব কতকগুলি ইংরাজ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কুশাসননিবন্ধন রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষা হইত না, এই বিষয় জানাইয়া প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করা হয়; তিনি সে অনুরোধ রক্ষা না করায় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তাঁহার সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে থিব পরাজিত, রাজ্যচ্যুত ভারতবর্ষে আনীত ও বন্দীকৃত হইলেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ব্রহ্মরাজ্য ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল।

গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রত্যর্পণ। ইহার অনতি বিলম্বে লর্ড ডফ্রিণ বহুকাল ইংরাজাধিকৃত গোয়ালিয়র দুর্গ মহারাজ সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। উক্ত কার্য্যের দ্বারা তিনি দেশীয় রাজগণের হৃদয়ে সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন।

আয়করের পুনঃপ্রবর্ত্তন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করায় এবং ব্রহ্মদেশীয় সমরে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়, এজন্য ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে 'আয়কর' পুনঃ প্রবর্ত্তিত এবং লবণ ও কেরোসিন তৈলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য হয়।

জুবিলি মহোৎসব ১৮৮৭। ইংলণ্ডের রাজারা অবিচ্ছেদে পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব করিলে তাঁহাদের সমভিনন্দনের জন্য জুবিলি নামে মহোৎসব হইয়া থাকে। ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়ার রাজ্য ও পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিক হওয়ায় ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার জুবিলি মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ঐ দিনে নগরে নগরে নৃত্য, গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও রজনীতে প্রাসাদমণ্ডলী আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়াছিল, এবং অনেক বন্দীও রাজপ্রসাদে কারা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন, ১৮৮৮-১৮৯৩।

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণ স্বদেশযাত্রা করিলেন।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বরে লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কাশ্মীর রাজ্যের শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটায় ইংরাজেরা তত্রত্য রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন।

মণিপুর যুদ্ধ, ১৮৯১। আসামের অন্তর্গত মণিপুর রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় লর্ড ল্যান্‌স্‌ডাউন ১৮৯১ অব্দে সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার জন্য আসামের চীফ কমিশনর কুইন্টন সাহেবকে আদেশ করেন। কিন্তু টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিতে গিয়া কুইন্টন ও অপর কয়েকজন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী মণিপুরে নিহত হন। ইহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরে সৈন্য প্রেরণ করিয়া টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া আনেন। বিচারে রাজবংশের নির্ব্বাসন ও টীকেন্দ্র-

জিতের ফাঁসি হয়। এই বংশের একটী নাবালক জ্ঞাতিকে রাজা করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লর্ডএল্‌গিন, ১৮৯৪—৯৯।

১৮৯৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড এল্‌গিন গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইনি পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিনের পুত্র। ইহার সময় ভারতবর্ষের উত্তর দিক্‌বর্ত্তী চিত্রল নামক পার্ব্বত্য জনপদে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের পর চিত্রলে ইংরাজ ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতবর্ষের সীমান্তস্থিত পার্ব্বতীয় প্রদেশের পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থব্যয় ও সৈন্য-ক্ষয় হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য, বিশেষতঃ শিখসৈন্যেরা-বীরত্বের একশেষ দেখাইয়াছে। সুদক্ষ সেনাপতি স্যার উইলিয়ম লকহার্টের সমরকৌশলে পাঠানসর্দ্দারেরা পারাভূত হইয়াছে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ১৮৯৭ অব্দের ২০শে জুন মাসে তাঁহার বিপুল সম্রাজ্যে উৎসব হইয়াছে।

লর্ড কর্জ্জন, ১৮৯৯।

লর্ড এলগিনের কার্য্যকাল শেষ হইলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন তৎপদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

রাজশাসন-সম্পৃক্ত বর্ত্তমান প্রদেশ বিভাগ।

রাজশাসন সম্পর্কে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রদেশভাগ সাধারণতঃ ৪ প্রকার ঃ—(১) ব্রিটিশরাজ্য, (২) করদ ও মিত্ররাজ্য, (৩) স্বাধীন রাজ্য, (৪) বিদেশীয়জাতির অধিকার।

১। ব্রিটিশ রাজ্য। যে ভাগের রাজশাসন কার্য্য ইংরাজেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পাদন করেন তাহাকে ব্রিটিশ রাজ্য বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ বলা যায়। এই ভাগের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গমাইল এবং অধিবাসিসঙ্খ্যা প্রায় ২২ কোটি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেল্ ইহার উপর প্রধানরূপে কর্ত্তৃত্ব করেন।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ প্রথমতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা—[ক] বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি, [খ] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, [গ] বোম্বাই প্রেসিডেন্সি [ঘ] কমিসনরী (বা নিয়মবহির্ভূত) প্রদেশ। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির, মধ্যে আবার ৩টি বিভাগ বা গবর্ণমেণ্ট আছে। (১) বাঙ্গালা বিভাগ, (২) উত্তর পশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা, (৩) পঞ্জাব বিভাগ। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির তিন বিভাগে এক একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একজন গবর্ণর আছেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও প্রদেশ সকলে অনেকগুলি করিয়া জেলা, মহকুমা ও থানা আছে। কমিসনর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সদর আমীন, মুন্সেফ্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দারোগা প্রভৃতি বহুবিধ রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা

ঐসকল জেলাস্থিত প্রজাদিগের বিচার, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়।

(ক) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি—(১) বাঙ্গালা বিভাগ। এই বিভাগের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর এই ৪টী প্রদেশ আছে। কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, পাটনা, প্রভৃতি প্রধান নগর; গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান নদী ইহার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশ, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশকে 'বেবন্দবস্তী মহল' বা নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ কহে। ইহাতে কমিসনর, ডেপুটী কমিসনর প্রভৃতি দ্বারাই প্রজাদিগের বিচার, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা বিভাগে হেলিডে সাহেব প্রথম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। কলিকাতা তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থল—গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিং। পরিমাণ ফল ১,৫২,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসিসংখ্যা ৭,১০,০০০,০০০।

(২) উত্তরপশ্চিম বিভাগ ও অযোধ্যা। বারাণসী, এলাহাবাদ, আগরা, রোহিলখণ্ড, কমায়ুন, মিরাট ও ঝাঁসি এই সাতটী প্রদেশ লইয়া উত্তর পশ্চিম বিভাগ এবং লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর রায় বেরেলি ও ফৈজাবাদ এই ৪টী বিভাগ লইয়া অযোধ্যা প্রদেশ সংগঠিত। গঙ্গা যমুনা ও সরযূ প্রধান নদী। আগরা, এলাহাবাদ, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি প্রধান নগর। উত্তর পশ্চিমবিভাগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরই অযোধ্যায় চীফ কমিসনর। এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান—গ্রীষ্মাবাস নৈনিতাল। পরিমাণ ফল—১,০৮,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসিসংখ্যা—৪,৭০,০০,০০০।

(৩) পঞ্জাব বিভাগ। পেশাবর, দেরাজাত, রাউলপিণ্ডী, লাহোর, মুলতান, জলন্ধর, অমৃতসর, অম্বালা, দিল্লী ও হিসার এই ১০টী প্রদেশ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত। এই বিভাগে সিন্ধু এবং তৎশাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই ৬টী প্রধান নদী। ১৮৪৮ অব্দে পঞ্জাব অধিকৃত হইয়া এক বোর্ডের (সভার) অধীনে স্থাপিত হয়; ১৮৫৩ অব্দে উহাকে প্রধান কমিসনরের অধীন এবং ১৮৫৯ অব্দে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন করা হয়। লাহোর তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান। গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস সিমলা। পরিমাণফল ১,১১,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসি-সংখ্যা ১,১০,০০,০০০।

(খ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি। উড়িষ্যার দক্ষিণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী সমুদয় স্থান এবং পশ্চিম উপকূলেরও কিয়দংশ এই প্রেসিডেন্সির অধীন। ইহাতে উত্তর সরকার, উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাট, কোইম্বাটুর, মলবার ও কানাড়া, এই কয়েকটী প্রদেশ আছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা ও তুন্নার এই কয়েকটী নদী বর্ত্তমান। প্রধান শাসনকর্ত্তার নাম গবর্ণর; মান্দ্রাজ ইঁহার প্রধান স্থান। ইহার গ্রীষ্মাবাস নীলগিরির উপরিস্থিত উৎকামন্দ নগর। পরিমাণফল -১,৪২,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসিসংখ্যা ৩,৬০,০০,০০০।

(গ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। সিন্ধু প্রদেশ ও প্রাচীন মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ ইহার অন্তর্ভূত। মহারাষ্ট্রজাতি অতি অল্প দিন ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে, ইহারা কদাপি মুসলমান-দিগের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই; সুতরাং এখানে হিন্দু

প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য 'পুণা' নগর প্রসিদ্ধ। শাসনকর্ত্তা 'গবর্ণর' নামে খ্যাত; বোম্বাই তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান, এবং মহাবালেশ্বর তাঁহার গ্রীষ্মাবাস। পরিমাণফল ১,২৫,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসি-সংখ্যা ১,৯০,০০,০০০।

(ঘ) কমিসনরী প্রদেশ। যে সকল প্রদেশ পূর্ব্বোল্লিখিত কোন প্রেসিডেন্সির অন্তর্নিবিষ্ট নহে—যাহা গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাৎ অধীন—যাহাতে ইংরাজ বাহাদুরদিগের প্রবর্ত্তিত সাধারণ আইনকানুন সকল প্রচলিত নাই—যেখানে গবর্ণর বা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রায় তুল্যক্ষমতাপন্ন একজন চীফ্ (প্রধান) কমিসনর থাকেন এবং যাহার কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী কি কর-সংগ্রহ সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যেই উক্ত কমিসনর ও তাঁহার সহকারিগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়—সেই সকল প্রদেশকে ননরেগুলেশন প্রবিন্স—বেবন্দবস্তী মহাল—বা কমিসনরী প্রদেশ কহে। ক্রমশঃ উহাদের নামোল্লেখ হইতেছে।

(১) আসাম প্রদেশ।—বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকার মধ্যে কামরূপ, নওগাঁ, দরং, সিলেট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি জনপদ লইয়া এই প্রদেশ সংগঠিত হইয়াছে। ১৮৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল, পরে ১৮৭৪ অব্দে একজন চীফকমিসনরের অধীন হইয়াছে। শিলং ইহার প্রধান নগর; ভাষা আসামী, পরিমাণফল—৪৯,০০০ বর্গমাইল; অধিবাসিসংখ্যা—৫০,০০,০০০।

(২) মধ্যপ্রদেশ।—সাগর, নর্ম্মদাপ্রদেশ ও নাগপুর এই তিন রাজ্য একত্র করিয়া মধ্যপ্রদেশ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই দেশমধ্যে গোদাবরী, নর্ম্মদা, মহানদী, উইনগঙ্গা, বরদা

(ওয়ার্দা) প্রভৃতি নদী সকল প্রবাহিত আছে। এই প্রদেশ একণে নাগপুর, জব্বলপুর, নর্ম্মদা ও ছত্রিশগড় এই ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি ভাগে একজন কমিসনর থাকেন। নাগপুর, জব্বলপুর, সাগর, নরসিংহপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি ইহার প্রধান নগর। এই প্রদেশের মধ্যে সাগর ও নর্ম্মদা রাজ্য ১৮১৮ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় এবং নাগপুর-রাজের মৃত্যুর পর ১৮৫৩ অব্দে তদীয় রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮৬১ অব্দেই ঐ সমস্ত দেশ চীফ্ কমিসনরের অধীন হইয়াছে। পরিমাণফল ৮৭,০০০ বর্গ মাইল; লোক সংখ্যা ১,১০,০০,০০০।

(৩) বিরারপ্রদেশ। -হায়দরাবাদের নিজাম ১৮৫৪ অব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে নিজামরাজ্যের যে অংশ কোম্পানি বাহাদুরকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাই লইয়া বিরার প্রদেশ সংগঠিত। প্রধান নগর একোলা। পরিমাণফল ১৭,৭০০ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ৩০,০০,০০০।

(৪) আজমীর ও কুর্গ—এ দুইটী দেশও কমিসনরী প্রদেশ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

এই সকল ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপশ্রেণী প্রভৃতি আরও কয়েকটী কমিসনরীপ্রদেশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের অধীনে আছে।

২। করদ ও মিত্ররাজ্য।—ব্রিটিশরাজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষে এরূপ কতকগুলি রাজ্য আছে, যাহাদের সমস্ত রাজকার্য্য তত্তদ্দেশীয় রাজা বা নবাবদিগেরকর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়; ঐ সকল রাজ্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও ইংরাজদিগের

অধীনতা হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত নহে। ইংরাজদিগের একজন কর্ম্মচারী রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট, বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে ঐ সকল রাজ্যে অবস্থান করিয়া অধিপতিদিগের কৃত কার্য্যকলাপের নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। অধিপতিদিগের মধ্যে কেহ কর দিয়া, কেহ সৈন্যব্যয় দিয়া, কেহ বা অপর কোনরূপে ইংরাজদিগের আনুকূল্য করেন। এই সকল রাজ্যকে করদ ও মিত্র-রাজ্য কহে। সমুদায়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ ১৬০এর অধিক করদ ও মিত্র-রাজ্য আছে। এই সকল রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণফল ৬,৪০,০০০ বর্গমাইল। নিম্নে করদ ও মিত্র রাজ্যের কতকগুলির নামোল্লেখ হইতেছে।

বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে।

খসিয়া পর্ব্বত।
ভোয়াল, চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি।
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।
কুচবিহার।
সিকিম।
ছোটনাগপুরস্থ সরগুজা প্রভৃতি
উড়িয্যান্তর্গত কিলা, তাল চিয়ার, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি।

উত্তরপশ্চিম বিভাগে।

রামপুর (রোহিলখণ্ড)।
বারাণসী (কিয়দংশ)
গারোয়াল প্রভৃতি।

পঞ্জাব বিভাগে।

কাশ্মীর।
পাতিয়ালা।
বহাবলপুর।
ঝিন্দ।
নাভা
কর্পূরতলা।

রাজপুতানা বিভাগে।

উদয়পুর।
জয়পুর।
যোধপুর।
বুন্দি।
কোটা।

বিকানীর।
কেরৌলী।
যশল্মীর।
আলবর।
সিরোহী।
ডুঙ্গরপুর।
বান্সবরা।
প্রতাপগড়।
কৃষ্ণগড়।
ধৌলপুর

মধ্য ভারতবর্ষে।

গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়া রাজ্য)
ইন্দোর (হোলকার রাজ্য)
ভূপাল।
বঘেলখণ্ড (রেওয়া)।
বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে।

হায়দরাবাদ (নিজাম রাজ্য)।
মহীসুর।
কোচিন।
ত্রিবাঙ্কোড়।
পদুকোটৈ প্রভৃতি।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে।

ক্ষীরপুর।
বরদা (গাইকোয়ার রাজ্য)।
কচ্ছ।
কাটিয়ার।
গুজরাটের অন্তর্গত কতিপয় ক্ষুদ্ররাজ্য।
সাবন্তবাড়ী।
কোলাপুর।
মহারাষ্ট্র জায়গীর প্রভৃতি।

এই সকল রাজ্যের মধ্যে যে সকল স্থানের রাজা অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, কমিসনরের দ্বারা তত্তৎরাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই জন্যই এক্ষণে কুচবিহার ও মহীসুর রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীন।

৩। স্বাধীন রাজ্য।—(১) নেপাল। ইহা হিমালয়

পর্ব্বতের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ২০ লক্ষ রাজধানী কাটামুণ্ডু বা কাষ্ঠমণ্ডপ। রাজ্যেশ্বর—গুর্খাজাতীয়।

(২) ভুটান। ইহা আসামদেশের উত্তরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ৭ লক্ষ। রাজধানী তাসিসুদন। অধিবাসীরা বৌদ্ধ।

৪। বিদেশীয় জাতির অধিকার। (১) ফরাসী-দিগের অধিকার—পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহী, ইয়েনন এবং চন্দননগর। সমুদয়ের পরিমাণফল প্রায় ১৭৮ বর্গমাইল। অধি-বাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭১ হাজার।

(২) পোর্ত্তুগীজদিগের অধিকার—গোয়া, ডেমন ও ডিউ। পরিমাণফল প্রায় ১০৮৬ বর্গমাইল, অধিবাসীর সঙ্খ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

সময়সম্বলিত সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মগধরাজ্যের প্রাধান্য বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদেশিক আক্রমণ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।